জন বয়েন

দ্য

বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড

পাজামাস

অনুবাদ : সালমান হক

স্কুল শেষে বাসায় ফিরতেই ছোট্ট ব্রুনো দেখল সবাই গোছগাছ করছে, বাবার বদলি হয়ে গেছে, অন্য কোথাও যেতে হবে তাদেরকে। নতুন জায়গায় গিয়ে-খুবই হতাশ হলো সে। খেলার কোন সঙ্গি নেই। যতদূর চোখ যায় কাঁটাতারের বিশাল বেড়ায় ঘেরা পুরোটা জায়গা। ওপাশের সবকিছুকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে সেই কণ্টক প্রাচীর। কিন্তু চুপ করে বসে রইল না ব্রুনো। অজানাকে জানার জন্যে খুঁজতে থাকলো উপায়। ডোরাকাটা পায়জামা পরা এক ছেলের সাথে দেখা হলো তার, কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে গেল বন্ধুত্ব। কিন্তু সেটার পরিণতি কি হবে তা তার জানা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা জেমস বয়েনের দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপড পাজামাস একটি অসাধারণ আর হৃদয়স্পর্শি করা মানবিক গল্প। যে গল্প পাঠকের কোমল হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে, উপলব্ধি করতে বাধ্য করবে যুদ্ধের নৃশংসতা।

'যুদ্ধ আর নৃশংসতার কাব্যিক উপস্থাপন।'

–নিউ ইয়র্ক টাইমস

'অবিস্মরণীয় আর হৃদয়স্পর্শি একটি গল্প।'

– দ্য অবজার্ভার (ইউ.কে)

'ছোট্ট কিন্তু বিস্ময়কর একটি বই।'

– দ্য গার্ডিয়ান

'অসাধারণ মানবিক একটি গল্প...পাঠকের আবেগ ছুঁয়ে যাবেই।'

– দ্য আইরিশ এক্সামিনার

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন

http://www.facebook.com/pages/boiyer-prokashe

ISBN 984872982-8

9 789848 729823

১৯৭১ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে জন্মগ্রহণ করেন জন বয়েন। ইংরেজি-সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ট্রিনিটি কলেজে, পরবর্তিতে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের উপরে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন ইস্ট অ্যাঙ্গেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ৯টি, তার মধ্যে *দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড পাজামাস* নিউ ইয়র্ক টাইমসের বেস্টসেলার তালিকায় এক নম্বর স্থান দখল করে, সেই সাথে সারাবিশ্বে অর্জন করে অকুণ্ঠ প্রশংসা। 'মিরাম্যাক্স' এই উপন্যাস নিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহি একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে কয়েক বছর আগে। বয়েনের এই উপন্যাসটি এককোটিরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে, অনুদিত হয়েছে বিশ্বের ৫১টি ভাষায়।

আইরিশ টাইমস-এ নিয়মিত বুক রিভিউ করা ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল আইএমপিএসি ডাবলিন লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড-এর একজন সম্মানিত বিচারক হিসেবেও কাজ করেন জন বয়েন। কিছুদিন আগে সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইস্ট অ্যাঙ্গেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

জন বয়েন

দ্য

বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড পাজামাস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদ : সালমান হক

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাতিঘর প্রকাশনী

দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপ্‌ড পাজামাস
মূল : জন বয়েন
অনুবাদ : সালমান হক
The Boy in The Striped Pajamas
Copyright©2016 by John Boyen
অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৭

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয়তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ: একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর; গ্রাফিক্স: ডটপ্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

অনুবাদকের কথা

প্রত্যেক পাঠকের জীবনেই এমন কিছু বই থাকে যেগুলো তিনি বয়ে বেড়ান জীবনভর। চরিত্রগুলোর প্রতি এতটাই মিশে যান যে, সেগুলোকে বাস্তব মনে হতে থাকে। আমার পাঠক জীবন খুব বেশি বড় নয়, আবার ছোট বলারও অবকাশ নেই। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই যতগুলো বই পড়েছি তার মধ্যে *দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপড পাজামাস* একটি আলাদা স্থান দখল করে রেখেছে। আমার সৌভাগ্য, পছন্দের বইটি নিয়ে কাজ করতে পেরেছি। বইটির প্রতি মমতার আলাদা আরেকটি কারণ আছে–সত্যি বলতে, আমার অনুবাদক জীবনের শুরু হয়েছিল এই বইটির মাধ্যমেই।

কয়েকজনের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। প্রথমেই 'জন বয়েন'কে, এরকম একটি বই আমাদের উপহার দেয়ার জন্যে। এরপর বিশিষ্ট লেখক, অনুবাদক এবং প্রকাশক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মাদ নাজিম উদ্দিনভাইকে, বইটি যত্নসহকারে প্রকাশ করার জন্যে। আমার বাবা ও মা'কে, সবসময় উৎসাহ দেয়ার জন্যে। আর নিমনভাই ও রেজওয়ানভাই যদি উৎসাহ না দিতেন তাহলে হয়ত কাজ শেষই হতো না, তাদেরও ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অসম্ভব হৃদয়গ্রাহি আর মানবিক আবেদনসম্পন্ন এই বইটি যদি পাঠকের মনে একটুও দাগ কাটতে পারে তাহলে সকল কষ্ট স্বার্থক বলে মনে করবো।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

– সালমান হক

০৩/০১/২০১৭, ঢাকা

উৎসর্গ :

সামিরা, সায়ান, জায়ান, ফারশিদ, ইসাম, আলভি, আরশিতা, রিও, রুবাই এবং মাহিমকে

(বিচ্ছুবাহিনী বড় হয়ে যাচ্ছে)

"যেকোন যুদ্ধে নির্যাতিতদের মত নির্যাতনকারীরাও চরম শাস্তি ভোগ করে।'

– টমাস জেফারসন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

এক বিকেলে ব্রুনো স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পর দেখলো তাদের হাউজ মেইড মারিয়া–যে কিনা সবসময় কার্পেটের দিকে চোখ রেখে কথা বলে, কখনও মাথা উচু করে তাকায় না পর্যন্ত–সে তার বেডরুমে দাঁড়িয়ে আছে! শুধু তাই না, ব্রুনোর সকল জিনিসপত্র তার ওয়ার্ডরোব থেকে বের করে চারটা কাঠের বক্সে ভরছে সে! এমনকি তার অতি গোপনীয় জিনিসগুলোও, যেগুলো সে একদম লুকিয়ে রেখেছিল!!

দৃশ্যটা দেখে ব্রুনোর মেজাজ খারাপ হয়ে গেলেও সে যতটা সম্ভব শান্ত গলায় বলল, "তুমি না-বলে আমার জিনিসপত্রে হাত দিচ্ছো কেন? এখনই হাত সরাও ওগুলো থেকে।" সে চাইলেও তার গলা চড়িয়ে কথা বলতে পারছিল না কারন তার মা তাকে আগেই বলে দিয়েছিল, মারিয়ার সাথে সবসময় ভদ্রভাবে কথা বলতে হবে। এই বাড়িতে একমাত্র বাবাই মারিয়ার সাথে ধমক দিয়ে কথা বলেন।

মারিয়া কিছু না বলে ইশারায় ব্রুনোর পেছনে সিঁড়ির দিকে দেখাল, ব্রুনোর মা এইমাত্র ওখানে চলে এসেছেন। ব্রুনোর মা একজন লম্বা, লালচুলো মহিলা। অবাধ্য চুলগুলোকে পেছনের দিকে নেট দিয়ে বেধে রেখেছেন তিনি। এই মুহূর্তে অবশ্য তাকে একটু বিচলিত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা লুকাতে চাইছেন। এমন কিছু একটা যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ব্রুনো তার মার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মারিয়া আমার জিনিসপত্র হাতাচ্ছে কেন, মা?" তার গলায় অভিমান সুস্পষ্ট।

"আহ্ বাবা, সে তোমার জিনিসগুলো প্যাক করছে," ব্রুনোর মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো।

"প্যাক করছে!!" ব্রুনোর পেটের ভেতর কেমনজানি মোচড় দিয়ে উঠলো। দ্রুত গত কয়েকদিনে তার করা সকল দুষ্টুমির কথা মনে করার চেষ্টা করলো সে–কি এমন করেছে যে-জন্যে তাকে বাড়ি থেকে দূরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে? আবারও কি ভুল করে কোন পচা কথা বলে ফেলেছে যেটা তার মতো ছেলের জন্য শোভা পায় না? কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওরকম কিছু মনে করতে পারলো

না বেচারা। বরং গত কয়েকদিন ধরে সে তো ভালোই ছিল। কোন প্রকার গ্যাঞ্জামই করেনি।

"কেন? প্যাকিং করছে কেন? আমি কি করেছি?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সে। ততক্ষনে মা তার নিজের বেডরুমে চলে গেছেন। কিন্তু ব্রুনোও কোনভাবে তার মার পেছন ছাড়বে না উত্তরটা না পাওয়া পর্যন্ত। সে তার মার পিছু পিছু রুম পর্যন্ত গেল। ওখানে গিয়ে আরো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তাদের বাড়ির কেয়ারটেকার লার্স এরইমধ্যে সেখানে আছে, সে তার মায়ের জিনিসপত্রগুলোও প্যাকিং করছে। এটা দেখে তার কৌতুহল আরো বেড়ে গেল।

"মা!!" এবার আরও জোরে বলে উঠল সে। "আমরা কি এই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি?" দেখলো

"আমার সাথে নিচতলায় চলো, আমরা ওখানেই এ ব্যাপারে কথা বলবো," মা ইশারায় খাবার ঘরের দিকে দেখালেন, যেখানে কিছুদিন আগেই ফিউরিসাহেব এসে ডিনার করে গেছেন।

মা আসার আগেই একদৌড়ে নিচে চলে এলো ব্রুনো। কিছুক্ষন পর যখন মা এলেন তখন সে চুপচাপ মা'র চেহারার দিকে লক্ষ্য করতে থাকলো। মা'র চেহারাটা কেমনজানি দেখাচ্ছে, যেন আজকে ঠিকমত মেকাপ করতে পারেননি। তার চোখদুটোও কেমন লাল লাল–ব্রুনো অতিরিক্ত দুষ্টুমি কিংবা কান্নাকাটি করলে তার চোখদুটোও এমন হয়।

"এটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, বাবা। দেখো, এটা একটা বড় অ্যাডভেঞ্চারের মত হবে," ব্রুনোর মা আদুরে গলায় তাকে বললেন চেয়ারে বসতে বসতে।

"কিন্তু এটা কি মা? আমাকে কি কোথাও পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে?" ব্রুনোর মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

"না, শুধু তোমাকে না। আমরা চারজনই...আমি, তুমি, গ্রেটেল আর তোমার বাবা–আমরা সবাই।"

এই উত্তর শুনে ব্রুনোর ভ্রু কুঁচকে গেল। সে ভাবতে লাগলো, গ্রেটেলকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে ভালোই হবে কারণ ও সবসময়ই ব্রুনোর পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু গ্রেটেলের সাথে তাদের সবাইকেও যেতে হচ্ছে এটা তার কাছে মোটেও ভালো লাগছে না।

"কিন্তু কোথায়?" ব্রুনো আবার মাকে জিজ্ঞেস করলো। "আমরা কোথায় যাচ্ছি আসলে? এই জায়গায় থাকতে সমস্যা কি?"

BanglaBook.org

"তোমার বাবার চাকরি। তুমি তো জানো, তোমার বাবা কত বড় চাকরি করেন।" ব্রুনোর মা তাকে বুঝিয়ে বললেন।

"হুম...আমি জানি, মা।" ব্রুনো মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল। সে সবসময় দেখে তাদের বাসায় সুন্দর সুন্দর ইউনিফর্ম পরা লোকজন আসে–তাদের সবাই বাবাকে সমীহ করে চলে। সবাই বলে, ফিউরি তার বাবাকে অন্য চোখে দেখেন। তার মানে, বাবার জন্যে নিশ্চয়ই বড় রকমের কোন কাজ আছে।

"তাহলে তো তুমি বোঝোই, গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের তাদের বসেরা এমন সব জায়গায় পাঠান যেখানে বড় ধরণের কোন কাজ সামাল দিতে হয়।" মা বলতে থাকলেন।

"কি ধরণের কাজ, মা?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। সত্যি কথা বলতে, তার বাবা ঠিক কি কাজ করেন তা এখনো বোঝে না সে।

একদিন স্কুলে ব্রুনো আর তার বন্ধুরা যখন তাদের বাবাদের নিয়ে গল্প করছিল তখন কথায় কথায় কার্ল বলেছিল, তার বাবা একজন মুদি দোকানদার। ব্রুনো জানে, কথাটা সত্যি–কারণ কার্লের বাবাকে শহরের মুদি দোকানের কাউন্টারে বসে থাকতে দেখেছে সে। আর ড্যানিয়েল বলেছিল, তার বাবা হাইস্কুল টিচার। ব্রুনো তাকেও দেখেছিল বড়দের স্কুলটার সামনে। আবার মারটিন বলে, তার বাবা একজন বাবুর্চি। ব্রুনো জানতো, এটাও সত্যি, কারণ সে যখনই মারটিনদের বাসায় যেত তখনই মারটিনের বাবাকে দেখত একটা অ্যাপ্রন পরে থাকতে–যেন এইমাত্র তিনি রান্নাঘর থেকে বের হলেন। কিন্তু নিজের বাবার কথা উঠলে ব্রুনো অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, বাবার কাজ সম্পর্কে আসলেই কিছু জানে না। শুধু এটা জানে, তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেন, আর তার খুব সুন্দর একটা ইউনিফর্ম আছে।

"তোমার বাবার কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ," ব্রুনোর মা একটু থেমে থেমে বললেন। যেন এ ব্যাপারে তার একটু দ্বিধা আছে। "এটা এমন একটা কাজ যেটা তোমার বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে করা সম্ভব হবে না।"

"কিন্তু এজন্য কি আমাদের সবাইকে যেতে হবে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"অবশ্যই! তুমি কি চাও, তোমার বাবা সেখানে গিয়ে একা একা থাকুন? এতে তার কষ্ট হবে না? আমাদেরও তো তাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হবে," তার মার উত্তর। "আমাদের কথা তার বারবার মনে হবে আর সে ঠিকমত তার কাজটা করতে পারবে না। তুমি কি এটা চাও, ব্রুনো?" তার মা পালটা প্রশ্ন করলেন।

BanglaBook.org

"কিন্তু বাবার কার কথা বেশি মনে পড়বে, আমার কথা না গ্রেটেলের?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"দুজনের কথাই সমান মনে পড়বে," মা বললেন। তিনি তার দুই সন্তানকেই সমানভাবে দেখার চেষ্টা করেন। যদিও ব্রুনো জানে তার মা তাকেই বেশি পছন্দ করেন।

"কিন্তু আমাদের এই বাড়িটার কি হবে, মা?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। "আমরা যখন থাকবো না তখন কে এই বাড়িটার দেখাশোনা করবে?"

এই কথা শোনার পরে ব্রুনোর মার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল। তিনি চারিদিকে এমনভাবে একবার তাকালেন যেন সবকিছু একবার শেষবারের মত করে দেখে নিচ্ছেন। "কিছু করার নেই বাবা, আপাতত এই বাড়িটা খালিই পড়ে থাকবে," তিনি উত্তর দিলেন, "কিন্তু এক সময় আমরা ঠিকই এখানে ফিরে আসবো, দেখো," যদিও তার গলায় তেমন জোর ছিল না।

ব্রুনোর নিজেরও এই পাঁচতলা বাসাটা অনেক ভালো লাগে। বেসমেন্টসহ ধরলে ছয় তলা। এরকম বাড়ি আর কয়টা আছে শহরে? একদম উপরের তলার জানালার কার্নিশে দাঁড়ালে তো পুরো বার্লিন শহরটাই স্পষ্ট দেখা যায়।

"কিন্তু আমাদের বাবুর্চির কি হবে? আর মারিয়া, লার্স ওদেরই বা কি হবে?" ব্রুনো তার মাকে প্রশ্ন করতেই থাকলো। "ওরা কি এই বাসায় থাকবে না?"

"ওরাও আমাদের সাথেই যাবে, ব্রুনো," মা একটু বিরক্ত হলেও তার গলায় তা বোঝা গেল না। "ব্যাস, অনেক প্রশ্ন হয়েছে, আমার মনে হয় তোমার এখন রুমে গিয়ে মারিয়াকে প্যাকিঙে সাহায্য করা উচিত।"

ব্রুনো তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেও তার মধ্যে কোথাও যাওয়ার লক্ষন দেখা গেল না। তার মনে আরো কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর না পেলে শান্তি লাগছে না কিছুতেই।

"বাবার নতুন কাজের জায়গাটা কত দূরে মা? মানে সেটা কি এক মাইলেরও বেশি দূরে?" সে জিজ্ঞেস করলো।

এই কথায় মা হেসে ফেললেন, যদিও সেই হাসিতে কোন প্রাণ ছিল না। "হ্যা, ব্রুনো। এটা এক মাইলেরও বেশি দূরে, আসলে শুধু এক মাইলই না, আরো অনেক অনেক দূরে।" তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন।

ব্রুনোর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস

BanglaBook.org

করতে পারছে না! তার মুখটা একেবারে চোঙ্গার মত হয়ে গেল। "মানে, তুমি বলতে চাচ্ছো আমাদেরকে বার্লিন ছেড়ে চলে যেতে হবে!" তার যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

"হ্যা, বাবা," অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা নেড়ে জবাব দিলেন মা। "তোমার বাবার কাজটাই এমন।"

"কিন্তু আমার স্কুলের কি হবে?" ব্রুনো তার মার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলো, যদিও সে জানে, এই কাজটা করা একদমই উচিত হচ্ছে না তবুও নিজেকে সামলাতে পারলো না। "কার্ল, ড্যানিয়েল আর মারটিনের কি হবে? ওদের যখন আমার সাথে দেখা করতে ইচ্ছে হবে তখন আমরা দেখা করবো কিভাবে?"

"ওদের কাছ থেকে তোমাকে আপাতত বিদায় নিতে হবে, ব্রুনো। যদিও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওদের সাথে তোমার আবার দেখা হবে," মা বললেন। তার গলায়ও দুঃখের সুর। "আর দয়া করে যখন আমি কথা বলব তার মাঝে কথা বলবে না।"

"ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে মানে? কার্ল, ড্যানিয়েল আর মারটিনের কাছ থেকে বিদায় নেব?!" ব্রুনোর গলা শুনে মনে হলো তার গলায় যেন কিছু আটকে গেছে। "ওদের ছাড়া আমি থাকবো কিভাবে? ওরাই তো আমার একমাত্র বন্ধু, আমার তিন বেস্টফ্রেন্ড।" ব্রুনোকে দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি এখনই কেঁদে দেবে।

"আরে, তোমার আরো বেস্টফ্রেন্ড হবে সামনে, চিন্তা করো না," ব্রুনোর মা হাত নেড়ে এমনভাবে বললেন কথাগুলো, যেন বেস্ট ফ্রেন্ড বানানো দুনিয়ার সহজতম কাজগুলোর মধ্যে একটি।

"কিন্তু মা!" ব্রুনো আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মা তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। "ব্যাস ব্রুনো, অনেক কথা হয়েছে," এবার তিনি সত্যিই রেগে গিয়েছেন। "তোমার রুমে যাও, মারিয়াকে জিনিসপত্র গোছাতে সাহায্য করো।" তিনিও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্রুনো আর কিছু বলার সাহস পেল না। "তুমিই তো বলছিলে ইদানিং এখানকার নিয়ম-কানুন তোমার আর ভালো লাগছে না।"

"তা ঠিক, এখানে যে রাতের বেলা লাইট সবসময় নিভিয়ে রাখতে হয় এটা আমার ভালো লাগে না," ব্রুনো বলল।

"সবাইকেই এটা করতে হয়, শুধু আমাদের না," মায়ের জবাব। "এতে

BanglaBook.org

বিপদের আশঙ্কা কম থাকে। কে জানে, যে যায়গায় আমরা যাবো সেখানে হয়ত এরকম কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। এখন তুমি যাও, মারিয়াকে সাহায্য করো, আমাদের হাতে একদমই সময় নেই।" মার গলায় রাগ স্প।" ব্রুনো জানে তার মার এই রাগের কারণ তার বাবা। যদিও এটা তার মুখ ফুটে বলার সাহস নেই।

সে ধীরে ধীরে একহাতে রেলিং ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকলো। সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই রেলিংটাই তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আর এই রেলিং বেয়ে স্লাইড করে নিচে নামা তার প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে একটি। রেলিংটা উপরের তলায়, যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রুনো পুরো বার্লিন শহরে নজর রাখে, সেখান থেকে শুরু করে একদম নিচের তলা পর্যন্ত নেমে গেছে।

একদম উপরের তলার নিচতলায় মা-বাবার রুম আর বিশাল বড় একটা বাথরুম। এই তলায় ব্রুনোর যাওয়া তার মা-বাবার কারোরই পছন্দ নয়। এর নিচের তলায় ব্রুনো আর গ্রেটেলের রুমসহ ছোট আরেকটা বাথরুম। যদিও সে খুব কম সময়ই এখানে কাটায়। তার বরং উপরের তলাটাই বেশি ভালো লাগে।

আরেকটা কারণেও এই বাসাটা ব্রুনোর খুব ভালো লাগে–তাদের এই বাসা থেকে দাদা-দাদির বাসা খুব কাছে। এ কথা মনে পড়তেই ব্রুনো ভাবতে লাগলো, তারাও তাদের সাথে বাবার নতুন কাজের যায়গায় যাচ্ছেন কিনা। নিশ্চয়ই যাবেন–তাদের এখানে থেকে যাওয়ার কথা ব্রুনো কল্পনাই করতে পারে না। যদিও গ্রেটেল এখানে থেকে গিয়ে বাসা পাহারা দিলে তার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু দাদা-দাদির কথা আলাদা।

ব্রুনো আস্তে আস্তে তার রুমের সামনে গেল, কিন্তু ঢোকার আগে একবার নিচের দিকে তাকাল সে। দেখলো, মা বাবার অফিস রুমটাতে ঢুকছেন। এই রুমটা একদমই ব্রুনোর আওতার বাইরে। বাবার কড়া নির্দেশ, কোন অবস্থাতেই এখানে ঢোকা যাবে না। মা-বাবার রুমে ঢুকেই তার সাথে চিৎকার করা শুরু করতেই বাবা আরো জোরে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। ঠাস করে অফিসের দরজাটা লেগে গেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার রুমের সামনে এসে দাঁড়াল ব্রুনো। নিজের জিচনিসপত্র নিজেরই প্যাকিং করা ভালো, নইলে দেখা যাবে মারিয়া তার দরকারি জিনিসগুলো সব ফেলে গেছে। আর সে এটাও চায় না, তার লুকানো জিনিসগুলোতে অন্য কেউ হাত দিক।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২

ব্রুনোর মুখ আবারও চোঙ্গার মত হয়ে গেল। তার সামনে এটা কি? এটা তো তাদের বার্লিনের বাড়িটার একদম বিপরীত। সে দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবেনি তাকে এরকম একটা বাড়িতে থাকতে হবে।

বার্লিনে তাদের বাড়িটা ছিল একদম অভিজাত আর নিরিবিলি এলাকায়। তাদের বাড়ির আশেপাশে যে বাড়িগুলো ছিল সেগুলোও ঠিক তাদেরটার মতনই দেখতে, আর ঐ বাড়িগুলোতে তার সমবয়সি অনেক ছেলে ছিল যাদের সাথে সে নিয়মিত খেলাধূলা করত। আরো কিছু ছেলে ছিল অবশ্য, কিন্তু তাদের সাথে ব্রুনোর বনত না তাই তাদের এড়িয়ে চলাই তার কাছে ভালো মনে হত। কিন্তু এখন তো ওদের কথাও ব্রুনোর মনে পড়ছে। কারণ এই নতুন বাড়িটা এমন এক জায়গায়, যতদূর চোখ যায় অন্য কোন বাসাই চোখে পড়ে না, এর মানে এখানে অন্য কোন পরিবারই নেই যাদের তার সমবয়সি একটা ছেলে থাকতে পারে। যার সাথে সে সময় কাটাতে পারবে, এমনকি তাকে জ্বালানোর মতও কেউ নেই।

বার্লিনে তাদের বাসাটা ছিল বিশাল। ব্রুনোরা নয় বছর ধরে ঐ বাসায় ছিল কিন্তু সে এখন পর্যন্ত পুরোপুরি বাসাটা ঘুরে দেখতে পারেনি কারণ প্রতিদিনিই কোন না কোন নতুন রুম কিংবা চিলেকোঠা খুঁজে পেত। আর ঐ বাসায় তো গোটা কয়েক রুমই ছিল তার আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। যেমন তার বাবার অফিসটা, সেখানে কোনদিন ঢোকেইনি কারণ বাবার কড়া নিষেধ ছিল ঐ ব্যাপারে। কিন্তু এই নতুন বাসাটা! ছি! এটা মাত্র তিনতলা, তাও বেসমেন্টসহ হিসেব করলে। একদম উপরের তলায় তিনটা বেডরুম আর একটা ছোট বাথরুম। নিচতলায় একটা রান্নাঘর, একটা খাবার ঘর আর আরেকটা রুম যেটা তার বাবার নতুন অফিস। ব্রুনোর ধারণা, এই নতুন অফিসেও তার প্রবেশ নিষেধ। বেজমেন্টে চাকরদের রুম আর একটা স্টোর রুম।

বার্লিনে তাদের বাসার আশেপাশের রাস্তাগুলোও ছিল বেশ চওড়া। শহরের মধ্যে দিয়ে হাটলে সবসময় লোকজনকে ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে দেখা যেত। হয় তারা গল্প করছে আর না হলে একজন আরেকজনকে বলছে, এখন না পরে কথা হবে, এখন একটা জরুরি কাজ আছে। অন্তত সবার মধ্যে নুন্যতম

BanglaBook.org

ভদ্রতাটুকু অন্তত ছিল। বড় বড় দোকান ছিল রাস্তাগুলোর পাশ দিয়ে। আর সেসব দোকানের বাইরে একের পর এক ট্রলিতে সাজিয়ে রাখা কপি, গাজর, ভুট্টা, শালগম। আবার অন্য দোকানের ট্রলিতে স্তূপ করে রাখা শুকরের মাংস, গরুর মাংস, লেটুস পাতা, ফলমূল। ব্রুনো মাঝে মাঝে ওই রাস্তাগুলো দিয়ে হাটতো আর চোখ বন্ধ করে ওগুলোর ঘ্রাণ নিত। ওগুলোর মিষ্টি গন্ধে সে যেন অন্য এক দুনিয়ায় চলে যেত।

আর নতুন বাসার চারপাশে? একটা বড় রাস্তাও নেই। লোকজন আর ফলের দোকানপাট তো দূরে থাক। এখানে চোখ বন্ধ করলে কোন রকম অনুভূতিই কাজ করে না। খালি মনে হয় যেন অসীম শুন্যতা চারপাশে। যেন এই বাসাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃসঙ্গ জায়গাগুলোর মধ্যে একটি।

বার্লিনে রাস্তার আশেপাশে ছোট ছোট টেবিল পাতা থাকত, সেখানে সবসময় কিছু লোক বসে থাকতো, সারাক্ষণ হাসাহাসি করত তারা। ব্রুনোর কাছে মনে হত এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ। কারণ যে যাই বলুক না কেন তারা সবসময়ই হাসতো, যেন দুঃখ জিনিসটা কী তাদের জানা-ই নেই। কিন্তু এই নতুন বাসাটা দেখে ব্রুনোর কেন যেন মনে হতে লাগলো, এখানে কেউ কোনদিন হাসবে না। আসলে এখানে হাসার মত কিছু নেই-ও। বেচারা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না, সে এখানে মানিয়ে নেবে কিভাবে।

"মা, আমার মনে হয়, আমাদের এখানে আসার সিদ্ধান্তটা একদম ভুল ছিল," নতুন বাসটাতে আসার কয়েক ঘন্টা পরই ব্রুনো তার মাকে বলল। মারিয়া উপরের তালায় তার সুটকেস থেকে সবকিছু বের করছে। (মারিয়া কিন্তু আর তাদের একমাত্র কাজের লোক না এই বাসায়, আগে থেকেই এই বাসায় আরো তিনজন নতুন কাজের লোক ছিল যারা কেবল নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে, অন্য কারো সাথে না। আর একজন বৃদ্ধ লোকও আছেন, যিনি প্রতিদিন বাইরে থেকে সব্জি নিয়ে আসেন, খাবার টেবিলে বসে থাকেন, কিন্তু তার চেহারাটা যেন কেমন। মনে হয় পুরো দুনিয়ার উপর তিনি রেগে আছেন।)

"আমাদের অন্য কোন পথ খোলা ছিল না, আর এটা থেকে ভালো কোন বাসাও আশেপাশে খুঁজে পাওয়া যায়নি," ডিনার সেটের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে জবাব দিলেন মা। তিনি খুব যত্নসহকারে এক এক করে প্লেট আর গ্লাসগুলো নিচে নামিয়ে রাখছেন। এই ডিনার সেটটা বাবা-মা'র বিয়ের সময় দাদা-দাদি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। "আমাদের হাতে এখন আর সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। ইদানিং অন্য লোকেরাই সেটা ঠিক করে দিচ্ছে।"

BanglaBook.org

ব্রুনো ঠিক বুঝলো না তার মা কী বোঝাতে চাইছেন, তাই সে ব্যাপারটা এড়িয়ে আবার আগের কথার পুণরাবৃত্তি করলো–এটা খুবই বাজে সিদ্ধান্ত। "আমার মনে হয়, এই ব্যাপারটা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত, খুব দ্রত আগের বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত।" শিক্ষা নেয়া শব্দটা সে নতুন নতুন শিখেছে, তাই যখনই পারে এই শব্দটা ব্যবহার করে এখন।

কথাটা শুনে হেসে দিলেন মা। তিনি বললেন, "তোমার জন্য আরেকটা নতুন শব্দ আছে আমার কাছে, বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের এখানে যতটা সম্ভব মানিয়ে নেয়া উচিত।"

'মানিয়ে নেয়া' শব্দটা ব্রুনোর কাছে নতুন তাই সে বুঝলো না তার মা ঠিক কী বললেন, তবুও সে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে লাগলো। মনে মনে ঠিক করলো, এই শব্দটাও ভবিষ্যতে ব্যবহার করবে কথা বলার সময়।

"আমার মনে হয়, বাবাকে তোমার বলা উচিত, তুমি তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছো। আমরা যেহেতু ক্লান্ত সেহেতু আজ রাতটা এখানে থাকতে পারি, এখানে রাতের খাবারটাও সেরে নিতে পারি। কিন্তু কাল সকাল সকাল যদি আমরা রওনা দেই তাহলে বিকেলের আগেই বার্লিনে পৌছে যেতে পারবো।" ব্রুনো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো তার মাকে।

"ব্রুনো, আমার মনে হয়, উপরে গিয়ে মারিয়াকে সাহায্য করা উচিত তোমার জিনিসগুলোকে গোছাতে," তার মা বললেন।

"কিন্তু জিনিসগুলো খোলার কি দরকার, আমরা তো কালকেই এখান থেকে–"

"উফ, ব্রুনো! অনেক হয়েছে তোমার পাকনামি," তার মা হঠাৎ করেই রেগে গিয়ে কথার মাঝেই তাকে থামিয়ে দিলেন, যদিও কিছুদিন আগেই তিনি ব্রুনোকে কথার মাঝে কিছু বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ব্রুনো তার মাকে এখন এটা মনে করিয়ে দেয়ার সাহস পেল না। "আমরা কেবলমাত্র আজই এখানে এসেছি, এটাই এখন থেকে আমাদের বাসা। অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে।"

BanglaBook.org

যদিও অনির্দিষ্টকাল শব্দটার মানে কি সেটা ব্রুনো বুঝলো না, কিন্তু তার কাছে মনে হলো, এটা হয়ত অনেক সময়ই হবে। আর এটা মনে হতেই তার পেটের ভেতরে কী যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। তার মনে হতে লাগলো, সে যদি প্রাণ খুলে চিৎকার করতে পারতো তাহলে খুব ভালো হতো। তার দুচোখ ফেঁটে কান্না আসতে লাগলো। এই তো তিন দিন আগেই বার্লিনের সুন্দর বড়

বাসাটাতে রেলিং বেয়ে স্লাইড করতে করতে নিচে নামছিল আর তার জানের দোস্ত ড্যানিয়েল, কার্ল এবং মারটিনের সাথে খেলাধুলা করছিল। আর এখন! সে এই বিচ্ছিরি বাসাটাতে আটকে পড়েছে যেখানে তিনজন কাজের লোক–যারা সবসময় নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে–আর এক রাগি রাগি চেহারার বুড়ো ওয়েটার ছাড়া কেউ নেই।

"ব্রুনো, উপরে গিয়ে মারিয়াকে সাহায্য করো, এখনই," তার মা কড়া গলায় তাকে বলল আবার।

মার গলা শুনেই সে বুঝতে পারলো, কথা না শুনলে কপালে খারাবি আছে, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে চলে গেল। টপটপ করে পানি পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে, কিন্তু সে চায় না কেউ তা দেখে ফেলুক, তাই মাথাটা নিচু করে রাখলো।

উপর তলায় উঠতে উঠতে ব্রুনোর মনে হলো, উপরে যদি একটা লুকানো চিলেকোঠা থাকত তাহলে সেখানে কিছুক্ষণ একা একা সময় কাটাতে পারতো। কিন্তু উপরে এসে সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না বেচারার। সেখানে কেবল মুখোমুখি চারটা রুমের দরজা দেখতে পেল। একটা দরজা তার রুমের, একটা গ্রেটেলের, অন্যটা বাবা-মায়ের আর একটা বাথরুমের। তার ঘরের উল্টোটাই বাথরুম। *এই জাহান্নামটা কখনই আমার বাসা হতে পারে না,* সে মনে মনে বলল। রুমে ঢুকে দেখলো তার জামা কাপড়গুলো বিছানায় স্তূপ করে রাখা আছে, খেলনাগুলো সব নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। "নাহ, মারিয়া আজো বুঝতে পারলো না কোন জিনিসগুলো বেশি জরুরি," ব্রুনো হতাশ হয়ে মাথা নাড়তে লাগলো।

"মা তোমাকে সাহায্য করতে বলল," আস্তে করে মারিয়াকে বলল সে। মারিয়া তাকে ইশারায় আরেকটা জামা কাপড়ভর্তি ব্যাগ দেখিয়ে দিলো। "তুমি ঐ ব্যাগ থেকে কাপড়গুলো বের করে ড্রয়ারে সাজিয়ে রাখতে পারো," এই বলে বিচ্ছিরি একটা ওয়ার্ডরোব দেখাল সে, যার পাশে আবার একটা ধুলোভর্তি আয়নাও দেখা যাচ্ছে।

ব্রুনো কিছু না বলে চুপচাপ সেই ব্যাগের কাছে গেল, তার কাছে মনে হচ্ছে, সে যদি এই ব্যাগের ভেতরে একবার ঢুকে আবার কিছুক্ষণ পর বের হয়ে আসে তাহলে হয়ত কোনভাবে বার্লিনে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু ভালো করেই জানে, এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

"আচ্ছা, তোমার কাছে এসব ব্যাপার কেমন লাগছে, মারিয়া?" অনেকক্ষণ

BanglaBook.org

চুপচাপ থাকার পর জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো। তার কাছে মারিয়াকে সবসময়ই পরিবারের একজন বলেই মনে হয়েছে। যদিও বাবা তাকে কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু মানতে নারাজ। তিনি তো এটাও বলেন, মারিয়াকে অতিরিক্ত বেতন দিয়ে পুষছেন ব্রুনোর মা। কিন্তু মনে মনে ব্রুনো মারিয়াকে অনেকটা বড় বোনের মত বলেই গণ্য করে।

"কোন ব্যাপারের কথা বলছো?" মারিয়া পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

"এই যে, আমরা এরকম একটা ফালতু বাসায় হুট করে চলে এলাম আগের বাসাটা ছেড়ে? তোমার মনে হয় না, এটা একটা বড় ভুল?"

"এটা আমি কিভাবে বলবো, ব্রুনো? আমার কাজ হচ্ছে তোমরা যেখানে যাবে সেখানে তোমাদের সাথে যাওয়া। আর তোমার মা তো তোমাকে এ ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেছেনই। তোমার বাবার চাকরি–"

"উফ্! এই এক কথা শুনতে শুনতে আমার কানটা পচে গেল। বাবার চাকরি এইটা, বাবার চাকরি ওইটা। আসলেও যদি বাবার চাকরির মানে এটা হয় যে, আমরা আমাদের পুরনো সুন্দর বাসাটা ছেড়ে, ঐ রেলিং ছেড়ে, আমার বন্ধুদের ছেড়ে এই জাহান্নামে এসে থাকবো তাহলে আমার মনে হয় বাবার উচিত তার চাকরি নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখা," মারিয়াকে তার কথা শেষ করতে না দিয়েই ব্রুনো বলে গেল।

এমন সময় বাইরে, ব্রুনোর বাবা-মার ঘরের থেকে একটু শব্দ হলো। ব্রুনো মাথা উঁচু করে দেখলো, ঐ ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। সে একদম জমে গেল, যেন নড়তে চড়তেও ভুলে গেছে। তার নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে এল। নিশ্চয়ই বাবা ভেতরে আছেন, কারণ মাকে তো ব্রুনো নিচেই দেখে এসেছে একটু আগে। তাহলে সে এতক্ষন যা বলেছে বাবা কি সব শুনে ফেললেন? নিশ্চয়ই বাবা এখন রুম থেকে বের হয়ে তাকে বড় ধরণের বকাঝকা করবেন। ভাবতেই ব্রুনোর আত্মা শুকিয়ে গেল।

দরজাটা আরো খুলে গেলে ভয়ে ভয়ে নিজের রুমের আরো ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো ব্রুনো। কিন্তু একটু পর স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করলো, ঘর থেকে যে বের হয়েছে সে তার বাবা নয়। লোকটার বয়স অনেক কম, তার বাবা থেকে অনেকটা খাটোও। কিন্তু বাবার মতই একটা ইউনিফর্ম পরে আছে সে। যদিও তার ইউনিফর্মে বাবার তুলনায় ব্যাজের সংখ্যা অনেক কম। ব্রুনো আরো খেয়াল করলো, এই লোকটার চুল একটু বেশিই সোনালি আর তার হাতে একটা বাক্স। লোকটা বাক্সটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিল, ব্রুনোকে দেখে একটু থেমে

BanglaBook.org

গেল, তার চোখমুখ একদম গম্ভীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন আগে কখনও কোন বাচ্চা ছেলে দেখেনি, তাই ব্রুনোকে দেখে সে এখন কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। অবশেষে লোকটা ব্রুনোর দিকে হালকা মাথা নেড়ে নিচে চলে গেল।

"ঐ লোকটা কে?" লোকটা চলে যাওয়ার পর ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। তার মনে হচ্ছে, লোকটা নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেউই হবে। কারণ একে তো সে খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিল, তার উপর তাকে দেখতেও খুব গম্ভীর লাগছিল।

"নিশ্চয়ই তোমার বাবার একজন সৈন্য হবেন," মারিয়া জবাব দিলো। যতক্ষন লোকটা ছিল মারিয়া তার জায়গায় একদম মূর্তির মত ঠায় দাঁড়িয়েছিল। চোখ একবারো কার্পেটের দিক থেকে উপরে তুলে তাকায়নি, যেন সে ভয়ে ছিল যে যদি সে লোকটার চোখের দিকে তাকায় তাহলে পাথর হয়ে যাবে। লোকটা যাওয়ার পরই মারিয়া একটু স্বাভাবিক হল। "সময় মত আমরা তাদের সবাইকেই চিনতে পারব," মারিয়া বলল।

"আমার না লোকটাকে একদমই পছন্দ হয়নি," ব্রুনো বলল। "সে কেমন জানি বেশি গম্ভীর।"

"তোমার বাবাও তো অনেক গম্ভীর," মারিয়া বলল।

"তা ঠিক, কিন্তু উনি তো বাবা। আর বাবারা একটু গম্ভীরই হন। আমার মনে হয় না ঐ লোকটা কারোর বাবা," ব্রুনো জবাব দিলো।

"আসলে সৈন্যদের কাজই ওরকম গম্ভীর ধরণের, ব্রুনো। আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তাহলে ওদের কাছ থেকে দূরেই থাকতাম," মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলো।

"এটা ছাড়া আমার এখানে আর কীই বা করার আছে," ব্রুনো মন খারাপ করে উত্তর দিলো। "এখানে আমার সাথে খেলার মতও কেউ নেই, ঐ গ্রেটেল ছাড়া। আর তুমি তো জানোই, সে সবসময় আমার পেছনে লেগে থাকে।"

ব্রুনোর মনে হচ্ছিল সে আবার কেঁদে দেবে, কিন্তু কষ্ট করে হলেও নিজেকে থামাল। কারণ সে চায় না মারিয়া তাকে ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চা বলে মনে করুক। আশেপাশে তাকাতে থাকলো যেন তার মন অন্য দিকে সরে যায়। হঠাৎ করে তার চোখ রুমের জানালাটার দিকে গেল। এটা সে আগে খেয়াল করেনি। এই জানালাটাও তার বার্লিনের বাসার মতনই, কিন্তু একটু নিচুতে। জানালার দিকে এগিয়ে গেল সে, তার মনে হচ্ছে বাইরে নিশ্চয়ই দেখার মত কিছু থাকবে।

ধীর পায়ে জানালার কাছে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো, ঐ জানালা দিয়ে

BanglaBook.org

সে হয়ত তার বার্লিনের বাসাটা দেখতে পাবে, রাস্তাগুলো দেখতে পাবে আর দেখতে পাবে খোলা রেস্টুরেন্টের টেবিলে বসে থাকা সর্বদা হাস্যোজ্বল লোকগুলোকে। এই জন্যে সে আস্তে আস্তে জানালাটার দিকে যেতে লাগলো, যাতে তাকে নিরাশ হতে না হয়। কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের রুম আর কতই বা বড় হয়? একসময় জানালার ধারে পৌছেই গেল সে। জানালার কাঁচে মাথা ঠেকিয়ে বাইরে দেখতে লাগলো, কিন্তু এবার তার মুখটা আবার চোঙ্গার মত হয়ে গেল, গলা দিয়েও কোন আওয়াজ বেরুলো না। কেন জানি তার খুব ঠাণ্ডা লাগতে লাগলো, তার সাথে এক ধরণের ভয়ও।

বাইরে যেন অশুভ কিছু একটা আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

ব্রুনো এটা আগে থেকেই জানতো গ্রেটেলকে বার্লিনে বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে রেখে আসলেই ভালো হত, কারণ সে একটা আপদ ছাড়া আর কিছুই না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই ব্রুনো এটা দেখে আসছে, গ্রেটেপলর একমাত্র কাজই হচ্ছে তার পেছনে লেগে থাকা।

গ্রেটেল বয়সে ব্রুনোর থেকে তিন বছরের বড়। আর এই বড় বোন হওয়াটাকে সে ব্রুনোর পেছনে লেগে থাকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। বিশেষ করে যে ব্যাপারগুলো কেবল ব্রুনো আর গ্রেটেল সংক্রান্ত সেগুলোতে সে যেন অঘোষিত নেত্রী। ব্রুনো আসলে গ্রেটেলকে মনে মনে একটু ভয়ও পায়, যদিও সে সামনাসামনি এটা কখনই স্বীকার করবে না। কিন্তু তাকে যদি নিজের সাথে সৎ থাকতে হয় (যেটা সে সবসময়ই চেষ্টা) তাহলে তাকে এটা স্বীকার করতেই হবে।

অন্য সব বড় বোনদের মতই গ্রেটেলেরও কিছু বদভ্যাস আছে। এই যেমন সকালে একবার বাথরুমে ঢুকলে আর বের হওয়ার কথা মনে থাকে না। এই সময় যদি ব্রুনো বাথরুমের দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও থাকে তবুও তার মধ্যে কোন তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা যায় না। এদিকে বেচারা ব্রুনোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

গ্রেটেলের ঘর ভর্তি পুতুল। সেগুলোকে সে আবার জামা-কাপড় পরিয়ে সুন্দর করে অনেকগুলো তাকে সাজিয়ে রেখেছে। তাই গ্রেটেলের ঘরে ঢুকতেই কেমন জানি অস্বস্তি লাগে ব্রুনোর। তার কেন জানি মনে হয় সবগুলো পুতুল সবসময় তার দিকেই তাকিয়ে আছে, তা সে ঘরের যে কোণাতেই দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন। তার ধারনা সে যদি গ্রেটেলের অবর্তমানে তার ঘরে ঢুকে কিছু করে তাহলে পুতুলগুলো নিশ্চিত গ্রেটেল ফিরে আসলে তার কাছে ব্রুনোর নামে রিপোর্ট করবে। আর গ্রেটেলের বান্ধবিগুলোও তার মতনই বিরিক্তিকর। ব্রুনোদের বাসায় আসলে তাদের একমাত্র কাজই হচ্ছে তাকে জ্বালানো। যখন মা আর মারিয়া আশেপাশে থাকে না তখন তো রীতিমত ব্রুনোকে ধরে ধোলাই দেয়া হয় আর সাথে পচা পচা কথা তো আছেই।

BanglaBook.org

"আরে, ব্রুনোর বয়স তো মাত্র ছয়, ওর মত পিচ্চির বয়স কখনও নয় হতে পারে নাকি?" গ্রেটেলের এক বান্ধবি সবসময় এ কথা বলে ব্রুনোর পেটে খোঁচা মারতে মারতে।

"না, আমার বয়স নয়," ব্রুনো পালানোর চেষ্টা করতে করতে জবাব দেয়।

"তাহলে তুমি এত খাটো কেন?" ঐ মেয়েটা আবার তাকে জিজ্ঞেস করে বিচ্ছিরিভাবে হাসতে হাসতে, "তোমার সমান অন্য ছেলেরা তো তোমার থেকে অনেক লম্বা।"

এই একটা ব্যাপারে ব্রুনো পাল্টা কোন জবাব দিতে পারে না। আসলেও তার উচ্চতা নিয়ে সে সবসময় অনেক হতাশ থাকে। সে যখন রাস্তা দিয়ে মারটিন, কার্ল আর ড্যানিয়েলের সাথে হাঁটে তখন সবাই মনে করে যে সে ওদের কারো না কারো ছোটভাই। অথচ ওদের সবার বয়স সমান আর মাসের দিক দিয়ে হিসেব করলে একমাত্র কার্লই ব্রুনোর থেকে একমাসের বড়।

ব্রুনো তাই সবসময় চেষ্টা করে কিছু না কিছু ধরে ঝুলতে। এতে হয়ত একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবে তার উচ্চতা এক ফুট না-হলে দুই ফুট বেড়ে গেছে।

যাক, বার্লিন থেকে দূরে থাকার একটা তো ভালো দিক পাওয়া গেল। ঐ বদমাশ মেয়েগুলো ব্রুনোকে আর জ্বালাতে পারবে না। আর ব্রুনোদেরকে যদি এখানে একমাসও থাকতে হয়, তাও সে নিশ্চয়ই কিছুটা লম্বা তো হয়েই যাবে। তখন ওরা আর তাকে জ্বালাতে পারবে না। মা ঠিকই বলেন, সবকিছুরই কোন না কোন ভালো দিক আছে।

সে কোনপ্রকার নকের তোয়াক্কা না করেই গ্রেটেলের রুমে ঢুকে পড়ল। দেখতে পেল গ্রেটেল তার পুতুলের সাম্রাজ্য সুন্দর করে শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখছে।

"তুমি এখানে আসলে কেন?" গ্রেটেল চিৎকার করে বলল, "তুমি কি জানো না, কারো রুমে ঢোকার আগে তার কাছে থেকে অনুমতি নিতে হয়? বিশেষ করে কোন ভদ্র মেয়ের ঘরে ঢোকার আগে?"

"তুমি কি এখানেও তোমার ঐ ফালতু পুতুলগুলো নিয়ে এসেছো?" গ্রেটেলের কথাগুলো পরোয়া না করেই পাল্টা প্রশ্ন করলো ব্রুনো (যেটা সে বরাবরই করে থাকে)।

"অবশ্যই, না-হলে কি আমি ওদের ওখানে রেখে আসবো?" এখানে আমাদের কয় সপ্তাহ থাকতে হয় কে জানে।"

BanglaBook.org

"সপ্তাহ?" ব্রুনোর গলার স্বর শুনে মনে হলো, সে বুঝি খুবই হতাশ এটা শুনে। কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে একটু খুশিই হল, কারণ সে ভেবেছিল যে এখানে তাদেরকে অন্তত এক মাস থাকতেই হবে। "তুমি কি নিশ্চিত?" সে আবার জিজ্ঞেস করলো।

"হুম, আমি যখন বাবাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন বাবা বললেন, আমরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখানে থাকবো।"

"এই অনির্দিষ্টকাল ব্যাপারটা কি?" গ্রেটেলের বিছানায় বসতে বসতে জানতে চাইলো সে।

"এর মানে কয়েক সপ্তাহ," গ্রেটেল বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিলো, "অন্তত তিন সপ্তাহ তো বটেই।"

"তাহলে ঠিক আছে, এক মাস তো আর না! আমি এতেই খুশি," ব্রুনো বলল। "আমার এখানে একদমই ভালো লাগছে না।"

যদিও গ্রেটেল সবসময় ব্রুনো যা ভাবে তার উল্টোটা ভাবতেই পছন্দ করে, তবে এই একটা বার সে ব্রুনোর সাথে একমত না হয়ে পারলো না। "হুম, আমি জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছো," সে জবাব দিলো, "জায়গাটা একদমই বিচ্ছিরি, তাই না?।"

"একদম," ব্রুনো নাক কুচকে জবাব দিলো।

"আসলে আমরা কেবল এখানে এসেছি তো তাই এমন লাগছে, বাসাটাকে যখন মা সুন্দরভাবে সাজাবেন তখন নিশ্চয়ই এতটা খারাপ লাগবে না। আমি বাবার কাছ থেকে যতটা শুনেছি এই 'আউট-উইথ'-এ যারা আগে থাকতো তাদের চাকরি হঠাৎ করেই চলে গেছে, তাই তারা আর এটা সুন্দর করে আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখে যেতে পারেনি," গ্রেটেল বলল।

"আউট-উইথ?" এটা আবার কি জিনিস?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"আরে বোকা, এটা কোন জিনিস না। এটা এই বাসাটার নাম। আর কিছু না।"

"আচ্ছা, আগের লোকজনদের চাকরি চলে গেল কেন?"

"নিশ্চয়ই তারা ঠিকমত কাজটা করতে পারতো না, তাই তার বদলে কোন যোগ্য লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে," গ্রেটেল বলল।

"মানে, বাবা?"

"অবশ্যই, বাবা," গ্রেটেলের গলায় স্পষ্ট অহংকার। যখনই বাবা সম্পর্কিত কোন কথা ওঠে তখনই সে এমনভাবে কথা বলে যেন বাবা কখনও তার সাথে রেগে কথা বলেন না, আর প্রতি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তার কপালে

BanglaBook.org

এসে একটা চুমু দিয়ে যান। অবশ্য যদি ব্রুনোকে সত্যিটা স্বীকার করতেই হয়, মানে, এই বিচ্ছিরি বাসায় আসার ব্যাপারটাকে বাদ দিলে আর কি, তাহলে ব্রুনোও বাবার ব্যাপারে এই ধারনাই পোষণ করে।

"তার মানে, আগের লোকটা ভালো ছিল না," ব্রুনো বলল।

"হ্যা, ব্রুনো। এখন দয়া করে আমার বিছানা থেকে ওঠো, তুমি সবকিছুতে মাটি লাগিয়ে দিচ্ছো," গ্রেটেল বলল।

ব্রুনো বিছানা থেকে লাফিয়ে নিচে নামলো। কিন্তু এতে করে মেঝেটা যেরকম ফাঁপা আওয়াজ করে উঠলো তাতে তার মনে হলো, এরকম লাফালাফি আর না করাই ভালো হবে। এতে দেখা যাবে, বাড়িটাই তাদের শুদ্ধ দেবে গেছে।

"আমার এখানে ভালো লাগে না," সে একশোতম বারের মত বলল।

"আমি জানি," গ্রেটেল বলল, "কিন্তু এ ব্যাপারে এখন আর কিছু করার নেই।"

"আমি কার্ল, ড্যানিয়েল আর মারটিনকে অনেক মিস করি," ব্রুনো মন খারাপ করে বলল।

"আমিও লুসি, হিল্ডা আর ইসোবেলকে অনেক মিস করি," গ্রেটেলও মন খারাপ করে পাল্টা জবাব দিলো।

"আর এখানকার অন্য বাচ্চাগুলোকে দেখেও অতটা সুবিধার বলে মনে হয় না," বলল ব্রুনো।

এই কথা শুনে গ্রেটেল যেন সেই জায়গাতেই জমে গেল আর তার হাতের পুতুলটাকে সাজিয়ে না রেখেই বড় বড় চোখ করে ব্রুনোর দিকে ঘুরে তাকালো। "কি বললে তুমি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি বললাম, এখানকার অন্য বাচ্চাগুলোকে দেখে আমার অতটা সুবিধার বলে মনে হলো না," ব্রুনো জবাব দিলো।

"অন্য বাচ্চা? কোন্ বাচ্চাদের কথা বলছো? আমি তো আশেপাশে অন্য কাউকে দেখলাম না!" গ্রেটেল একটু বিভ্রান্ত হয়ে কথাগুলো বলল।

গ্রেটেলের এই কথার জবাব না দিয়ে আশেপাশে কী যেন খুঁজতে লাগলো ব্রুনো। গ্রেটেলের ঘরে একটা জানালা আছে বটে, কিন্তু এই ঘরটা ব্রুনোর ঘরের উল্টো দিকে, তাই ওখান দিয়ে নিশ্চয়ই ব্রুনোর জানালা দিয়ে বাইরে যা দেখা যায় তা দেখা যায় না। তবুও সে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ঐ জানালার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে সে একটা গানের সুরে শিস দেয়ার চেষ্টা করলো, যদিও এই কাজটা সে তেমন একটা ভালো পারে না।

BanglaBook.org

"ব্রুনো? তোমার কানে কি আমার কথা ঢুকছে না? ওরকম পাগলের মত আচরণ করছো কেন?" গ্রেটেল আবারো জিজ্ঞেস করলো।

কিন্তু ব্রুনো সেই কথায় কান না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে থাকলো। সোভাগ্যবশত এই জানালাটাও একটু নিচুতেই তাই সে পরিস্কারভাবে বাইরের সবকিছু দেখতে পারছে। ওরা যে গাড়িটাতে করে এই বাসায় এসেছে সেটা বাইরে পার্ক করে রাখা আছে এখনও। তার বাবার কিছু সৈনিক ওখানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট টানছে আর গল্প করছে। তাদের পেছনে একটা সরু রাস্তা, ওটারও পেছনে একটা ছোটখাট জঙ্গল, যেটা দেখে মনে হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের জন্য একদম সঠিক জায়গা।

"আপনি কি দয়া করে বলবেন, শেষের কথাটা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?" গ্রেটেল অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হুম, বাইরে একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে," গ্রেটেলের কথা না শোনার ভান করে জবাব দিলো ব্রুনো।

"ব্রুনো!!" গ্রেটেল সত্যি এবার রেগে তার দিকে তেড়ে এলে সে ভয়ে পেছনের দেয়ালে সেধিয়ে গেল।

"কি?" ব্রুনো এমনভাবে জবাব দিলো যেন সে কিছু বুঝতেই পারছে না।

"তুমি অন্য বাচ্চাদের কথা বলছিলে, যাদেরকে দেখে নাকি একদমই সুবিধার বলে মনে হয় না।"

"হুম, আসলেও সুবিধার না," যদিও ব্রুনো জানে এটা বলা ঠিক হচ্ছে না। কারন সে এখনো তাদের ঠিকমত চেনেই না। আর তার মা তাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন, কারো চেহারা দেখে কোন প্রকার মন্তব্য না করতে।

"কিন্তু তুমি অন্য বাচ্চাকাচ্চাদের কই পেলে? আমি তো কাউকে দেখলাম না!" গ্রেটেল অবাক হয়ে বলল।

ব্রুনো কিছু না বলে তার ঘরের দিকে রওনা দিয়ে ইশারায় গ্রেটেলকে তার পেছন পেছন আসতে বলল। বিরক্ত হলেও তার পেছন পেছন হাঁটতে থাকলো তার বোন। সে একবার ভাবলো, তার হাতের পুতুলটাকে ঘরে রেখে আসবে, কিন্তু কী মনে করে যেন সেটা না করে পুতুলটাকে তার বুকের সাথেই চেপে ধরে রাখলো। ব্রুনোর ঘরে ঢোকার সময় গ্রেটেলের সাথে আরেকটু হলেই মারিয়ার ধাক্কা লেগে যেত। মারিয়া পড়িমড়ি করে ঘর থেকে বের হচ্ছিল, তার হাতে মরা ইঁদুরের মত কী যেন একটা।

"ঐ তো ওরা বাইরে," ব্রুনো এরইমধ্যে তার নিজের জানালার সামনে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে। সে এমনভাবে বাইরের বাচ্চাগুলোকে দেখছে যেন ভুলেই গেছে গ্রেটেলও তার রুমে আছে।

গ্রেটেল জানালার কাছে এলো না, যদিও তার খুব ইচ্ছে করছে বাইরে কি আছে তা দেখার, কিন্তু ব্রুনো এমনভাবে কথাগুলো বলেছে যে, তাতে গ্রেটেলের কেমন জানি একটু খটকা লাগলো। ব্রুনো অবশ্য এর আগে কখনও তাকে ধোঁকা দিতে পারেনি, সে মোটামুটি নিশ্চিত, এখনও মিথ্যা কথা বলছে না তার ভাইটি। কিন্তু ব্রুনোর বাইরে দেখার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যেটা তাকে ভাবতে বাধ্য করলো। সে সত্যি সত্যিই ঐ বাচ্চাগুলোকে দেখতে চায় কিনা? তার এখন আসলেও এটা মনে হচ্ছে, এই অনির্দিষ্টকালের জন্যে থাকাটা যেন কয়েক সপ্তাহই হয়, যাতে একমাস না-হয়। এই ব্যাপারেও সে ব্রুনোর সাথে একমত না হয়ে পারলো না।

"কি হলো? ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছো কেন? তুমি ওদের দেখতে চাও না?" ব্রুনো জানালা থেকে চোখ ঘুরিয়ে তার বোনকে জিজ্ঞেস করলো। সে দেখলো, তার বোন হাতের পুতুলটাকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে।

"অবশ্যই। তুমি একটু সরে দাঁড়াও," গ্রেটেল কনুই দিয়ে ব্রুনোকে গুঁতো দিয়ে জবাব দিলো।

বাইরে যদিও অল্প অল্প রোদ আছে, কিন্তু গ্রেটেল যখন বাইরে তাকালো তখনই সূর্যটা একটা মেঘের আড়ালে চলে গেল। তার দৃষ্টি একটু সয়ে আসাতে সে যখন বাইরে ভালোমত দেখলো তখন পরিস্কারভাবে বুঝতে পারলো ব্রুনো একটু আগে কি বোঝাতে চেয়েছিল!!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, জানালা দিয়ে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা মোটেও বাচ্চা নয়। অন্তত তাদের সবাই তো নয়ই। ছোট ছোট ছেলে আছে বটে কয়েকজন তবে তুলোনামূলক বড়দের সংখ্যাও কম নয়। এছাড়াও ওদের বাবা কিংবা দাদার বয়সি অনেককেও দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকজন নিশ্চয়ই ছোট ছেলেগুলোর চাচাই হবেন কারণ সবাই তো আর বাবা হতে পারে না। তাদের সবাইকে কেমন জানি ছন্নছাড়া দেখাচ্ছে। বার্লিনে প্রতিটি রাস্তায় যেমন কিছু ভবঘুরে দেখা যেত, এরা ঠিক ওরকম। কাউকে আলাদা করার মত কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে না।

"এরা কারা?" গ্রেটেল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। তার মুখও ভাইয়ের মত গোল হয়ে গেছে। "এ আমরা কেমন জায়গায় আসলাম?"

"আমি ঠিক জানি না, কিন্তু এই জায়গাটা যে বাসার মত এত সুন্দর হবে না সেটা আমি এখনই বলতে পারি," ব্রুনোর স্পষ্ট জবাব।

"এখানে তো খালি ছেলেদেরকেই দেখতে পাচ্ছি আমি। মেয়েগুলো কই গেল? আর ওদের মা, দাদি কিংবা চাচি এরাই বা কোথায়?"

"আমার মনে হয় ওদের থাকার জন্যে আলাদা কোন জায়গা আছে।" ব্রুনো একটু চিন্তা করার পর বলল।

গ্রেটেলেরও এইরকমই কিছু একটা মনে হলো। সে চাইলেও বাইরে থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। তার নিজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে খালি একটা জঙ্গল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু এদিকে তো দেখা যাচ্ছে একদমই অন্যরকম দৃশ্য।

ব্রুনোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে শুরুতেই চোখে পড়ে সুন্দর একটা সাজানো গোছান বাগান। একদম তাদের উঠোনের মধ্যেই। আর বাগানটা যে খুব যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে তা যে কেউ দেখেই বলে দিতে পারে। সারি সারি ফুলের গাছ ভর্তি নানা রঙের ফুল।

ফুলগুলোর পাশে কিছুটা পাকা জায়গা আর সেখানে খুব সুন্দর একটা দোলনা রাখা। যদিও দোলনার সামনের অংশটা বাসার দিকে মুখ করে রাখা তবে সেটা কেন করা হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

BanglaBook.org

কিন্তু দোলনা আর বাগানটার বিশ ফিট পেছন থেকেই শুরু হয়েছে আসল দৃশ্যের। একটা উঁচু কাঁটাতারের বেড়া বাড়িটাকে বাইরে থেকে আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু সেই বেড়াটা যে খালি বাড়িটাকেই আলাদা করে রেখেছে তা নয়। আশেপাশে যতদূর গ্রেটেলের চোখ গেল সে দেখলো কাঁটাতারের বেড়ার শেষ হবার কোন লক্ষণই নেই। তাদের এই বাড়িটা থেকেও উঁচু বেড়াটা। বেড়ার একটু পর পর লম্বা লম্বা খাম্বা সাপোর্ট হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। যতদূর চোখ যায় সারি সারি খাম্বা। কিন্তু সবচেয়ে ভয় লাগে বেড়াটার মাথার দিকে তাকালে। খালি কাঁটা আর কাঁটা, সবদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দেখেই গ্রেটেলের কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠলো। এই বেড়া পার হওয়া কোন মানুষের পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বেড়ার ঐ পাশে সবুজের কোন চিহ্নও নেই। খালি বালি আর বালি। আর সেই বালির উপরই অনেকগুলো ছোট ছোট কুঁড়ে আর কিছু চারকোণা বাসা। কিছু কিছু বাসার উপর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উপরে উঠে গেছে। গ্রেটেল কিছু বলার জন্যে মুখ খুললেও তার গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুলো না। তার কাছে জানালাটা বন্ধ করে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হলো, আর সে সেটাই করলো।

"দেখেছো তো এবার, আমি কি বলছিলাম তখন?" ব্রুনো বলল। সে ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি কারণ বাইরে যা-ই থাকুক না কেন এটা সেই প্রথম দেখেছে আর এটা তার নিজের রুম হওয়াতে সে যখন খুশি বাইরে দেখতে পারবে কিন্তু গ্রেটেল সেটা পারবে না। সে যদি চায় বাইরে দেখতে তাহলে ব্রুনোর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে কারণ এটা ব্রুনোর নিজের ঘর।

"আমি না কিছুই বুঝতে পারছি না, এরকম একটা বিচ্ছিরি জায়গা কে বানাবে? এখানে কি মানুষের পক্ষে থাকা সম্ভব নাকি?" গ্রেটেল অবাক।

"আসলেও জায়গাটা খুব বিচ্ছিরি, তাই না? কুঁড়ে ঘরগুলোও মাত্র একতলা আর দেখো, ওগুলোর ছাদও কত নিচুতে," ব্রুনোও তার বোনের সাথে একমত।

"ওগুলো নিশ্চয়ই আধুনিক ধরণের বাসা," গ্রেটেল বলল, "আর বাবা তো আধুনিক জিনিসপত্র দেখতেই পারেন না।"

"তাহলে তো বাবা ঐ লোকগুলোকেও খুব একটা পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না," ব্রুনো বলল।

"না," গ্রেটেল ছোট করে জবাব দিলো। তার বয়স বারো বছর আর তার

BanglaBook.org

বয়সি অন্যদের তুলনায় তা মেধা ও অনেক ভালো। অন্তত তার নিজের কাছে তো বটেই। তাই সে চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগলো, বাইরে সে কি দেখছে। অবশেষে তার কাছে কেবল একটা কথাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হলো।

"এটা নিশ্চয়ই একটা গ্রাম," গ্রেটেল তার ভাইকে এমনভাবে কথাটা বলল যেন সে বিশ্ব জয় করে ফেলেছে।

"গ্রাম?"

"হ্যা, এটা ছাড়া আর কি হবে? বার্লিনে তুমি দেখোনি, রবিবার শহরের প্রতিটি রাস্তা লোকজনে কেমন গিজগিজ করে। আর এখানটা কেমন খালি। আমরা ভূগোল ক্লাসে তো পড়েছি, শহরগুলোর বাইরে এরকম খালি গ্রাম্য এলাকা আছে প্রচুর, যেখানে লোকজন আর জীবজন্তু ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখানকার লোকজন নিজেদের খাবার নিজেরাই চাষ করে, আমাদের শহরেও খাবার পাঠায় ওরা।" ব্রুনোকে বোঝানোর চেষ্টা করলো গ্রেটেল, "এটা নিশ্চয়ই ওরকমই একটা গ্রাম হবে...এটা আমাদের ছুটি কাটানোর জায়গা।" খুব উৎসাহ নিয়ে কথাগুলো বলল সে।

"হতে পারে।" ব্রুনো জানে, সে বয়সে ছোট কিন্তু তার মানে এই নয়, অন্য সবাই যা বলবে সে তা-ই বিশ্বাস করে নেবে। "কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে জীবজন্তুগুলো কই গেল? আমি তো একটাকেও দেখলাম না।"

গ্রেটেল জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুললেও কী বলবে বুঝতে পারলো না। সে আবার জানালা খুলে বাইরে দেখতে লাগলো এই আশায়, হয়ত কোন পশুপাখি তার চোখে পড়বে, কিন্তু একটাকেও খুঁজে পেল না।

"এটা যদি একটা খামার হয় তাহলে কয়েকটা গরু ছাগল তো থাকবেই। হাঁস-মুরগির কথা না-হয় বাদই দিলোম," ব্রুনো আবারো বলল।

"কিন্তু বাইরে তো ওরকম কিছুই দেখছি না," গ্রেটেল স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

"এখানে যদি খাবারই উৎপাদন করা হয় তাহলে তো জায়গাটা আরো সবুজ হওয়া উচিত, তাই না? বালির মধ্যে তো কিছু জন্মায় না," ব্রুনো যুক্তি দেখাল।

গ্রেটেল এতটা বোকা না যে, সে তার যুক্তিতেই অবিচল থাকবে যখন সে পরিস্কার বুঝতে পারছে, সব কিছুই তার বিপক্ষে। তাই সে ব্রুনোর সাথে একমত না হয়ে পারলো না। "হুম, তোমার কথাই ঠিক।"

BanglaBook.org

"তাহলে এখানে কোন কিছু চাষও করা হয় না, আর–"

"তার মানে এটাও সত্যি, এটা ছুটি কাটানোর কোন জায়গাও না," ব্রুনোর কথাটা গ্রেটেল শেষ করে দিলো।

ব্রুনো চুপচাপ তার বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল। তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে তার আপু তার কাছে এসে বসুক, তাকে একটু হলেও সান্ত্বনা দিক এই বলে, 'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু গ্রেটেল ওরকম কিছুই করলো না। সে এখনও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এবার তার লক্ষ্যবস্তু বাগান, দোলনা কিংবা ঐ কাঁটাতারের বেড়া নয় বরং সে গভীর মনোযোগ দিয়ে মানুষগুলোকে দেখছে।

"ওরা কারা?" গ্রেটেল আপনমনেই বলে উঠল। "এখানে ওদের কাজ কি?"

ব্রুনো আবার তার বোনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। এই প্রথমবারের মত তারা নিরবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো বাইরে কি ঘটছে। জায়গাটা তাদের নতুন বাসা থেকে বড়জোর পঞ্চাশ ফিটের মত দূরে হবে। যেখানেই চোখ যায় খালি মানুষ আর মানুষ। খাটো, লম্বা, চিকন, মোটা, ছেলে, বুড়ো সবরকম মানুষ। কেউ চুপচাপ তাদের কুঁড়ের সামনে বসে আছে আবার কেউ কেউ দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই, সবার চোখ মাটির দিকে। তাদের সামনে দিয়ে সশস্ত্র কয়েকজন সৈনিক টহল দিচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, সৈন্যগুলো অনবরত তাদের কিছু নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। যখন যে দলের সামনে দিয়ে একজন সৈন্য হেটে যায় তারা যেন নড়াচড়াও ভুলে যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন লোক আছে যারা কয়েকটা ঠেলাগাড়ি নিয়ে একটা কুঁড়েঘরের পেছনে যাচ্ছে কিন্তু এরপর যে লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে ওগুলো ঠেলতে ঠেলতে তা এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কারো কারো মাথায় আবার ব্যান্ডেজ করা, কেউ কেউ বগলের নিচে ক্রাচ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছে। সে এক দেখার মত দৃশ্য। কিন্তু দৃশ্যটার মাঝে এমন কিছু আছে যা মন খারাপ করিয়ে দেয়।

ব্রুনো আর গ্রেটেল তাদের চোখের সামনে অন্তত কয়েকশ মানুষ আর অনেকগুলো কুঁড়েঘর দেখতে পাচ্ছে বটে কিন্তু এগুলোই সব নয়। কারণ যতদূর চোখ যায় এই একই দৃশ্য। মানুষ আর কুঁড়েঘর, কুঁড়েঘর আর মানুষ। যেন ক্যাম্পটার কোন শেষ নেই।

BanglaBook.org

"এতগুলো লোক আমাদের এত কাছেই বসবাস করছে, অথচ বার্লিনে আমাদের নিরিবিলি রাস্তাটাতে আমাদেরটাসহ মাত্র ছয়টা বাড়ি ছিল। আর এখানে! আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, বাবা এই নতুন চাকরিটা কেন নিলেন? তা-ও এরকম বিচ্ছিরি জায়গায় আর এতগুলো প্রতিবেশীদের মাঝে?" গ্রেটেলের গলায় কোন জোর নেই।

"ঐখানটাতে দেখো, আপু," ব্রুনো আঙুল দিয়ে একদিকে ইশারা করলো। ব্রুনোর তাক করা আঙুল অনুসরণ করে গ্রেটেল দেখতে পেল সে একদল বাচ্চা ছেলের দিকে ইশারা করছে। ওদের কারোর বয়সই ব্রুনোর থেকে বেশি হবে না। তারা একটা কুঁড়ের ভেতর থেকে বের হচ্ছে, গা লাগালাগি করে সামনের দিকে হাটছে সবাই। একদল সৈন্য বারবার কী যেন তাদের চিৎকার করে করতে বলছে। সৈন্যরা যত জোরে চিৎকার করে বেচারারা তত ভয় পেয়ে একজন আরেকজনের সাথে লেগে থাকে। হঠাৎ করে একজন সৈন্য তাদের দিকে তেড়ে গেলে বাচ্চাগুলো একটা লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ল একজন আরেকজনের পেছন পেছন। এটা দেখে সামনের সৈন্যরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো। তারা এতক্ষন ধরে বাচ্চাগুলোকে এটাই করতে বলছিল। গ্রেটেলের কাছে মনে হলো এটা একধরণের মহড়া। কিন্তু কীসের মহড়া এটা সে বুঝতে পারলো না। তার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে, ঐ বাচ্চাগুলো সবাই কাঁদছে।

"আমি বলেছিলাম না, দেখলে তো! এখানে বাচ্চাদের অভাব নেই," ব্রুনো বলল।

"কিন্তু ওদের কেউই মেশার মত না। তুমি দেখতে পাচ্ছো না, ওরা কত নোংরা! হিল্ডা, লুসি আর ইসাবেল প্রতিদিন গোসল করে আমার মত। আর এদের দেখে মনে হচ্ছে না এরা গোসল কি তা জানে!"

"আসলেও জায়গাটা বেশ নোংরা," ব্রুনো বলল। "মনে হয় না, ওখানে কোন গোসলখানা আছে।"

"গাধার মত কথা বলো না তো, ব্রুনো," গ্রেটেল খুবই বিরক্ত হয়ে বলল। যদিও তাকে হাজার বার বলা হয়েছে তার ছোটভাইকে গাধা না ডাকতে, "গোসলখানা থাকে না আবার কাদের বাসায়?"

"কি জানি, হয়ত ওদের বাসায় গরম পানির কোন ব্যবস্থা নেই," ব্রুনোকে দেখে মনে হলো না সে গোসলের ব্যাপারটা নিয়ে অতটা চিন্তিত।

আরো কিছুক্ষন দেখার পরে গ্রেটেল জানালাটা লাগিয়ে দিয়ে নিজের রুমের

BanglaBook.org

দিকে রওনা দিলো। "আমি গেলাম, আমার ঘর গোছাতে হবে। আমার জানালা দিয়ে এখান থেকে অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।"

এই বলে সে দরজাটা ঠাস করে লাগিয়ে দিয়ে তার রুমে চলে গেল ঠিকই কিন্তু তখনই সে কোন কিছু গোছগাছ করা শুরু করলো না, বরং তার বিছানায় উঠে বসল, চিন্তা করতে লাগলো সে এতক্ষন কি দেখেছো!

এদিকে ব্রুনোর মাথায় তখন অন্য একটা ব্যাপার ঘুরছে। সে ভাবছে, বাইরে, মানে, বেড়াটার ওপাশে যারা আছে তাদের সবার পরনে একই ধরণের পোশাক কেন। একদম ছোট বাচ্চা ছেলে থেকে শুরু করে তার বাবা কিংবা দাদা যেই হোক না কেন, তারা সবাই হুবহু একই ধরণের পোশাক পরে আছে। একটা ধূসর ডোরাকাটা পাজামা আর তার সাথে মাথায় একই ধরণের ধূসর একটা ডোরাকাটা ক্যাপ। ব্রুনোর কাছে এই ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত আর মজার বলে মনে হলো।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

ব্রুনোর হাতে এখন আর একটা মাত্র উপায় আছে, আর সেটা হচ্ছে বাবার সাথে সরাসরি কথা বলা।

বাবা তাদের সাথে গাড়ি করে বার্লিন ছাড়েননি বরং তিনি কয়েকদিন আগেই চলে গিয়েছেন ওখান থেকে। যেদিন স্কুল থেকে ফিরে ব্রুনো মারিয়াকে তার জিনিসপত্র হাতাপাতা করতে দেখেছিল সে রাতেই। মা, ব্রুনো, গ্রেটেল, মারিয়া, তাদের বাবুর্চি সবাই এর পরের কয়েকটা দিন কাটালো জিনিসপত্র গুছিয়ে, সেগুলোকে বাক্স ভর্তি করে। এরপর সেগুলোকে একটা ট্রাকে উঠিয়ে দেয়া হলো তাদের নতুন বাসায় নিয়ে যাবার জন্য। ব্রুনোদের বাসাটা একদম খালি খালি দেখাতে লাগলো তখন।

একদম শেষ দিন সকালে ব্রুনোদের শেষ স্যুটকেসটাও গোছানো হয়ে গেল। লাল-কালো পতাকা সম্বলিত একটা সরকারি গাড়ি আসল তাদেরকে নেয়ার জন্যে।

ব্রুনো, মারিয়া আর মা সবার শেষে বাসা থেকে বের হলো। ব্রুনো খেয়াল করে দেখলো, তাদের তাদের বাসাটাকে এখন আর বাসা বলে মনে হচ্ছে না। যেদিকেই তাকায় সেদিকেই কেমন শূন্যতা। ক্রিসমাস ট্রিটা একা একা দাঁড়িয়ে আছে। চিমনি দিয়েও কোন ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। কোন হইচই নেই একসময়কার সদাব্যস্ত বাড়িটাতে। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এসেছিল তার ভেতর থেকে।

এ সময় সে মাকে একটা অদ্ভুত কথা বলতে শুনলো। "ফ্রিউরিসাহেবকে আমাদের বাসায় রাতের খাবারের জন্যে আসতে দেয়াই উচিত হয়নি," তিনি গজগজ করে বলেছিলেন। কথাটা বলার সময় তার চোখের কোণে পানি চিকচিক করছিল। কিন্তু তিনি যখন ঘুরে দেখলেন মারিয়া সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন একদম চমকে উঠলেন।

"মারিয়া, আমি ভেবেছি তুমি গাড়িতে গিয়ে উঠেছো এতক্ষনে," বিব্রত স্বরে বললেন তিনি।

"আমি যাচ্ছিলাম, ম্যাম," মারিয়া কাচুমাচু খেয়ে বলেছিল।

BanglaBook.org

"আমি কিন্তু কথাটা দিয়ে ওরকম–" বলেই মাথা ঝাকিয়ে সেটা বাতিল করে দিলেন মা। "আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম–"

"আমি যাচ্ছি, ম্যাম," মা'র কথার মাঝেই বলল মারিয়া। তাকে বোধহয় কেউ শেখায়নি, মা'র কথার মাঝখানে কথা বলতে হয় না। এরপর সে দৌড়ে গাড়ির দিকে ছুটে গেল।

মা একবার কাঁধ ঝাঁকালেন শুধু। তার ভাবখানা এমন যে, কেউ কিছু মনে করলেও তার কিছু যায় আসে না এখন। "চলো তাহলে, ব্রুনো," তিনি দরজায় তালা ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন। "আশা করি আমরা আবার একদিন এখানে ফিরে আসবো।"

গাড়িটা ব্রুনোদের ট্রেন স্টেশনে নামিয়ে দিলো। সেখানে একটা চওড়া প্ল্যাটফর্মের দু-পাশে দুটো ট্রেন যাত্রিদের ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু একটা ট্রেনে ভিড় এত বেশি যে ব্রুনো অবাক হয়ে সেটাকে দেখতে লাগলো। গাদাগাদি করে সেটাতে উঠছে সবাই। অনেক সৈন্যও দৌড়াদৌড়ি করছে ওপাশে। কিন্তু ব্রুনোরা যেটাতে উঠলো সেই ট্রেনটাতে একদমই ভিড় নেই। ট্রেনটা খুবই আরামদায়ক বলে মনে হলো তার কাছে। সে প্রথমে ভেবেছিল, দুটো ট্রেন হয়ত দু-দিকে যাবে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো, দুটো ট্রেন একইদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে একবার ভাবলো, নেমে ওপাশের লোকগুলোকে বলবে এপাশের ট্রেনে উঠতে কারণ এটা প্রায় খালিই আছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করে দিলো, কারণ মা রেগে যেতে পারেন।

আউট-উইথে আসার পর থকে বাবার সাথে একবারও দেখা হয়নি ব্রুনোর। সে ভেবেছিল বাবা হয়ত তার শোবার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু ওঘরের দরজা খুলে ভেতরে কাউকে পায়নি একজন অপরিচিত লোককে ছাড়া। লোক না বলে ছেলে বলাই ভালো হবে। একজন তরুণ সৈনিক। শীতল দৃষ্টিতে ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ।

সে যখন ভাবছিল কী করবে এখন ঠিক তখনই নিচতলা থেকে শোরগোল শোনা গেল। সিঁড়ির কাছে এসে নিচের তলায় উঁকি দিতে লাগলো ব্রুনো। দেখতে পেল বাবার অফিসের দরজা খোলা, বাইরে পাঁচজন সৈনিক দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে, বাবা তাদের মধ্যমণি। তাকে নতুন ইউনিফর্মে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। চুলগুলোও সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। ব্রুনো একধরণের শ্রদ্ধা মেশানো ভয় নিয়ে তাকে দেখতে থাকলো। অন্য সৈনিকদের চেহারা অবশ্য অতটা

BanglaBook.org

সুবিধের লাগলো না তার কাছে। তাদের কারো ইউনিফর্মই বাবার মত ইস্ত্রি করা নয়। তারা সবাই মাথার টুপি খুলে বগলের নিচে ধরে রেখেছে। তাদের একটাই লক্ষ্য, বাবার মনোযোগ আকর্ষন করা। ব্রুনো অবশ্য উপর থেকে ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না তারা কি বিষয় নিয়ে আলাপ করছে। ছাড়াছাড়াভাবে কয়েকটা কথা শুনতে পেল সে।

"...এখানে আসার পর থেকেই একের পর এক ভুল করে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে ফিউরিসাহেব অতিষ্ঠ হয়ে..." একজন বলল।

"...শৃঙ্খলা," আরেকজন বলল। "আর কর্তব্যবোধ। বেয়াল্লিশের পর থেকে এ দুটো জিনিসেরই অভাব এখানে।"

"আমরা যদি আরেকটা বানাই," তৃতীয় একজন বলল, "তাহলে কি হবে একটু চিন্তা করে দেখেন। কি হবে..."

বাবা তার হাতটা ওঠালেন কেবল একবার। সবাই সাথে সাথে চুপ হয়ে গেল।

"ভদ্রমহোদয়গণ," বাবা বললেন। ব্রুনো পরিস্কার শুনতে পেল তার কথা। একমাত্র বাবার পক্ষেই এরকমভাবে কথা বলা সম্ভব। "আপনাদের মূল্যবান মতামত আর উৎসাহবাক্য শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আমাদের এখন অতীতকে ভুলে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে হবে, আর সেটা শুরু হবে কাল থেকে। কারণ আমি যদি এখন আমার পরিবারকে একটু সময় না দেই তাহলে বাইরের মতো আমাকে এখানেও বিপদে পড়তে হবে।"

উপস্থিত সবাই হেসে উঠলেন বাবার কথাটা শুনে। একে একে সবাই বাবার সাথে হাত মেলালেন। যাওয়ার সময় বাবাকে ঐ অদ্ভুত কায়দায় স্যালুট করতেও ভুললেন না কেউ। হাতের তালু সোজা রেখে সেটা বুক বরাবর তুলে একসাথে জোরে দুটো শব্দ চিৎকার করে বললেন তারা। ব্রুনোকে শেখানো হয়েছে, কেউ যদি তাকে একথা বলে তবে তাকেও সেটার জবাব দিতে হবে ওভাবেই। তারা বের হয়ে গেলে বাবা অফিসে ফিরে গেলেন, যেখানে ব্রুনোর ঢোকা নিষেধ।

ব্রুনো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দরজার সামনে গিয়ে ইতস্তত বোধ করতে লাগলো। তার এটা ভেবে খারাপ লাগছে যে, বাবা তার সাথে দেখা করার জন্যে উপরে আসলেন না। অবশ্য বাবা অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই হয়তো ভুলে গেছেন। কিন্তু সৈন্যরা তো এখন বের হয়ে গেছে, এখন বোধহয় নক করা যায়।

তাই সে সাবধানে দরজায় টোকা দিলো।

BanglaBook.org

বোধহয় বাবা শুনতে পায়নি, তাই সে আবারো টোকা দিলো। এবার একটু জোরে। ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে আসলো, "ভেতরে আসো।"

দরজার হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেল ব্রুনো। তার মুখটা আবার চোঙার মত হয়ে গেল। পুরো বাসাটা হয়ত বসবাসের অযোগ্য, কিন্তু এই ঘরের অবস্থা একদমই অন্যরকম। এটার সিলিং অনেক উঁচুতে, আর কার্পেটটা এত নরম যে ব্রুনোর পা গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। দেয়ালগুলো দেখাই যাচ্ছে না প্রায়। সেগুলো জুড়ে মেহগনি কাঠের তাক বসানো। ওগুলো ভর্তি বই। বার্লিনের লাইব্রেরি ঘরটার মত। আর একপাশের দেয়ালজুড়ে বিশাল এক জানালা। সেটার সামনে আবার একটা আরামদায়ক চেয়ার রাখা আছে। ঘরটার একদম মাঝখানে একটা বিশাল কাঠের ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন তার বাবা।

"ব্রুনো!" তিনি ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন। এসে ওর সাথে একবার হাত মেলালেন বাবা। তিনি সহজে মা আর দাদির মত ব্রুনোকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন না। এটাই ব্রুনোর ভালো লাগে।

"কেমন আছো, বাবা?" ব্রুনো এখনও মুগ্ধ চোখে ঘরটাকে দেখছে।

"ব্রুনো, আমি এখনই তোমার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। এই একটা মিটিং শেষ করলোাম মাত্র। খালি একটা জরুরি চিঠি লেখা বাকি আছে। এরপর সত্যিই তোমার কাছে যেতাম আমি। যাই হোক, তোমরা পৌছে গেছো তাহলে ঠিকভাবে।"

"হ্যা, বাবা," ব্রুনো বলল।

"তোমার মা আর বোনকে সাহায্য করেছো তো সবকিছু ঠিকঠাক করতে?"

"হ্যা, বাবা।"

"যাক, শুনে খুব খুশি হলাম," বাবা বললেন। "বসো।"

ব্রুনো বাবার দেখানো চেয়ারটাতে উঠে বসলে তিনিও ডেস্কের ওপাশে তার চেয়ারটাতে গিয়ে বসলেন। দুজনেই চুপচাপ বসে থাকলো বেশ খানিকটা সময়। অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বাবা।

"তো, কেমন লাগছে?"

"কেমন লাগছে?" ব্রুনো পাল্টা জিজ্ঞেস করলো। "কি কেমন লাগছে?"

"তোমার নতুন বাসা। পছন্দ হয়েছে?"

"না।" ব্রুনো সবসময়ের মতই সৎ থাকার চেষ্টা করলো। সে জানে, পরে আর তার সত্যি কথাটা স্বীকার করার মত সাহস না-ও থাকতে পারে। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, "আমার মনে হয়, আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।"

BanglaBook.org

বাবার হাসি কিছুটা মলিন হয়ে গেল। তিনি চিঠি লেখা থামিয়ে ভাবতে লাগলেন কী বলবেন। "এটাই আমাদের নতুন বাসা, ব্রুনো। আউট-উইথ।"

"কিন্তু আমরা বার্লিনে ফিরে যাবো কবে?" ব্রুনো হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলো। "ওই জায়গাটা আরো বেশি সুন্দর।"

"দেখো ব্রুনো, একটা শহর কিংবা কয়েকটা ইটের দেয়াল কারো বাড়ি হতে পারে না। আমাদের পরিবার যেখানে থাকবে সেটাই আমাদের বাড়ি, বুঝেছো?"

"হ্যা, কিন্তু–"

"আর আমাদের পরিবার এখন এখানে, ব্রুনো...আউট-উইথে। তাই এটাই আমাদের বাড়ি।"

ব্রুনো কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর বলল, "কিন্তু দাদা আর দাদিমা তো বার্লিনে, তারাও তো আমাদের পরিবারেরই অংশ। তাই এটা নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি হতে পারে না।"

বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকার পরে ব্রুনোর কথাটার উত্তর দিলেন তিনি, "হ্যা, তারাও আমাদের পরিবারের অংশ। তবে আমি, তুমি, গ্রেটেল আর মা হচ্ছে এই পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এই আউট-উইথই আমাদের নতুন বাড়ি। আহ্-হা, ওরকম মন খারাপ করো না তো। (ব্রুনোর চেহারা আসলেও কালো হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে)। বাড়িটাকে পছন্দ করার চেষ্টাই দেখো না একবার।"

"কিন্তু এখানে আমার ভালো লাগছে না।"

"ব্রুনো..." বাবা ক্লান্ত গলায় বলতে শুরু করলেন।

"এখানে আমার বন্ধুদেরও কেউ নেই। আশেপাশে অন্য কোন বাড়িঘরও নেই।"

"দেখো, মাঝে মাঝে আমাদের এমন কিছু করতে হয় যেটাতে আমাদের কোন হাত থাকে না," বাবা বললেন। ব্রুনো বুঝলো, বাবার আর কথা বলতে ভালো লাগছে না এখন। "এখন সেরকম একটা পরিস্থিতিতেই পড়েছি আমরা। এখানে আমার কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জন্যে, ফিউরিসাহেবের জন্যে। একদিন বড় হলে বুঝতে পারবে তুমি।"

"কিন্তু আমি বাড়ি যেতে চাই," ব্রুনো বুঝতে পারলো তার চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে। এটা দেখে হয়ত বাবা মত পাল্টাবেন, এখান থেকে চলে যাবেন।

BanglaBook.org

কিন্তু বাবার পরের কথাটায় আরো হতাশবোধ করতে লাগলো সে। "তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি বাড়িতেই আছো," বাবা বললেন।

ব্রুনো কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বন্ধ করলো। সে বুঝতে পারলো না এরকম জঘন্য একটা জায়গায় থাকার জন্যে বাবার এত আগ্রহ কেন। চোখ খুলে সে দেখলো বাবা তার পাশেই একটা চেয়ারে এসে বসেছেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালালেন তিনি।

"আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমাকেও এমন অনেক কিছু করতে হয়েছে যার প্রতি আমার মত ছিল না। কিন্তু আমার বাবা, মানে তোমার দাদার কথার কখনও অমান্য করিনি আমি। তিনি পরিবারের ভালোর জন্যে যা যা করতে বললতেন আমি তাই করতাম।"

"কি রকম?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"সেটা বলে শেষ করে যাবে না, ব্রুনো। এই যেমন হোমওয়ার্ক করতে আমার একদমই ভালো লাগতো না। আমি সারাদিনই বাইরে বাইরে বন্ধুদের সাথে খেলতে চাইতাম...তোমার মতই। কিন্তু এখন আমি বুঝি, কতটা বোকা ছিলাম তখন।"

"তাহলে আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছো?" ব্রুনো আশাবাদি হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, কিন্তু আমি এও জানতাম, বাবা আমাকে যা যা করতে বলছেন তা আমার লাভের জন্যেই। তাই আমার জন্যে সেগুলো মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। তোমার কি মনে হয় আমি যদি ওরকম না করতাম তাহলে আজ এই পর্যায়ে আসতে পারতাম?"

ব্রুনো কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরের তাকিয়ে থাকলো। কি বিচ্ছিরি এদিকটা!

"তুমি কি ভুল কিছু করেছিলে?" কিছুক্ষণ পর বাবাকে জিজ্ঞেস করলো সে। "এমন ভুল যেটাতে ফিউরিসাহেব রাগ করেছেন?"

"আমি?" বাবা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন। "কি বলতে চাও তুমি?"

"মানে, কাজের ক্ষেত্রে ভুল কিছু করেছো নাকি তুমি? আমি জানি সবাই বলে তুমি নাকি ফিউরিসাহেবের খুব প্রিয় একজন লোক। কিন্তু নিশ্চয়ই তোমার কাজে কোন একটা ভুল হয়েছে। না-হলে তিনি তোমাকে এরকম জঘন্য একটা জায়গায় পাঠিয়ে শাস্তি দেবেন কেন?"

বাবা হেসে দিলেন। ব্রুনোর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। তার খুব খারাপ লাগে যখন বড়রা তার কোন কথায় গুরুত্ব না দিয়ে এভাবে হাসে।

BanglaBook.org

"আসলে তুমি আমার এখানকার পদের গুরুত্বটা বুঝতে পারছো না," বাবা বললেন।

"আমার মনে হয় তোমার আসলেই কোন কাজে ভুল হয়েছে, তাই তিনি তোমাকে এখানে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি যদি ওনার কাছে ভালোমত ক্ষমা চাও তাহলে উনি হয়ত আমাদের বার্লিনে ফিরে যাবার অনুমতি দেবেন," কিছু না ভেবেই ব্রুনো কথাগুলো বলে ফেলল। কিন্তু সাথে সাথেই তার মনে হতে লাগলো, এভাবে বাবার সাথে কথা বলা তার উচিত হচ্ছে না। একটা ঢোক গিলল সে ভয়ে ভয়ে। বাবার চোখের দিকেও তাকাতে পারছে না, বেয়াদবি হবে সেটা।

অস্বস্তিকর কিছু মুহূর্তের পর বাবা উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের ওপাশে গিয়ে বসলেন। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন তিনি।

"দেখো ব্রুনো, আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু তার মানে এই নয়, তোমার মুখে যা আসবে তুমি তাই বলবে। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করছি। তবে বেশি সাহস দেখানো কিন্তু ভালো নয়," বাবা গম্ভীরভাবে বললেন।

"আমি আসলে–"

"এখন চুপ করে শুনবে তুমি," বাবা চড়া গলায় ব্রুনোর কথার মাঝেই বললেন। তিনি ওসব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেন না। "তোমার সব কথা শুনেছি আমি। রাগও করিনি। কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে–"

"কিন্তু আমি বুঝতে চাই না," ব্রুনো চিৎকার করে বলল। (সে নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছে নিজের গলা শুনে)। দৌড় দেয়ার জন্যে তৈরি হলো সে মনে মনে। কিন্তু আজ যেন বাবা পণ করেছেন, তিনি রাগবেন না। শুধু হতাশ হয়ে মাথাটা একবার নাড়লেন। "তোমার ঘরে যাও, ব্রুনো," ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ব্রুনোর সময় শেষ আজকের মত। সে-ও চোখে পানি নিয়েই উঠে দাঁড়াল, কিন্তু যাবার আগে একটা শেষ প্রশ্ন করলো সে। "বাবা?"

"ব্রুনো, আমি আর কিছু–" বাবা বিরক্তস্বরে বলা শুরু করলেন।

"না না," তাড়াতাড়ি বলল সে। "আমি অন্য একটা ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই।"

বাবা মাথা নেড়ে তাকে অনুমতি দিলেন, কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন এটাই শেষ।

ব্রুনো খুব ভেবেচিন্তে প্রশ্নটা করলো, "আচ্ছা, বাইরের ঐ লোকগুলো কারা?"

BanglaBook.org

বাবা একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওরা সৈন্য, ব্রুনো। আর কিছু অফিসারও আছে। এরকম লোকজন তো তুমি আগেও দেখেছো।"

"না, আমি তাদের কথা বলছি না। আমি দূরের ঐ মানুষগুলোর কথা বলছি। ঐ কুড়েঘরগুলোতে থাকে যারা। সবার পরনে একই ধরণের পোশাক।"

"ওহ্, ঐ মানুষগুলো," বাবা একটু হেসে জবাব দিলেন। "ওরা আসলে...ওরা আসলে কোন মানুষের জাতই না।"

"মানুষের জাত না মানে?" ব্রুনো বুঝলো না বাবা কী বোঝাতে চাচ্ছেন।

"মানে, আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ি তারা মানুষের পর্যায়ে পড়ে না। ওদের সম্পর্কে না ভাবলেও চলবে তোমার। আমি চাই তুমি তোমার বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নাও, তাহলেই দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।"

"জি, বাবা," ব্রুনো বলল ঠিকই কিন্তু সে উত্তরটাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

সে ফিরে যাওয়ার জন্যে দরজাটা খুললে বাবা পেছন থেকে ডাক দিলেন। তিনি ভ্রু উঁচিয়ে এমন একটা ভাব করলেন যেন ব্রুনো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ভুলে গেছে।

ব্রুনো বুঝতে পারলো তাকে কি করতে হবে। সে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা সামনে উঁচু করে বলল, "হেইল হিটলার।" যেমনটা সব সৈনিক বলে। বাবাও জবাবে এটাই বলেন সবসময়। অবশ্য এটার অর্থ তার কাছে ঠিক পরিস্কার না।

বের হয়ে যেতে যেতে সে ভাবলো, হয়ত শুভসন্ধ্যা জানানোর কোন পদ্ধতি এটা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

কিছুদিন পরের কথা। ব্রুনো অলসভাবে তার বিছানায় শুয়ে একদৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। এখানকার সিলিঙের সাদা রঙগুলোও কেমন যেন গোমড়া ধরণের। জায়গায় জায়গায় ফাঁটল ধরেছে। কিন্তু ওদের বার্লিনের বাসাটা! সবসময় চকচক করতো সেটা। আর প্রতি বছর গ্রীষ্মে মা বাইরে থেকে লোক আনিয়ে সব কিছু রঙ করিয়ে নিতেন কিংবা নিজের পছন্দমত সাজিয়ে নিতেন। আজকে ঐ মাকড়সার জালের মত সরু ফাঁটলের দিকে তাকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য হলো, ওগুলোর পেছনে কি আছে তা নিয়ে গবেষণা করা। তার ধারণা ওগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই পোকামাকড়ের বাসা ভর্তি। আর ঐ পোকামাকড়গুলোই ঠেলে ঠেলে ফাঁটল ধরিয়ে ফেলেছে, যাতে তারা সেই ফাঁক গলে পালাতে পারে বাইরে। পোকামাকড়গুলোও এই হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকতে চায় না।

"এখানকার সবকিছু ফালতু," জোরেই বলে উঠলো ও। যদিও এ মুহূর্তে তার ঘরে আর কেউ নেই। তবুও এভাবে জোরে মনের কথা বলতে পেরে একটু হালকাই লাগছে। "আমার ঘরটা ফালতু, এখানকার মানুষজন ফালতু আর এই রঙটাও ফালতু। সব ফালতু, সব।"

ওর কথা বলা শেষ হতে না হতেই মারিয়া দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতভর্তি ধোয়া জামাকাপড়। ব্রুনোকে ওভাবে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে কিছু বলতে গিয়েও বলল না মেয়েটা। আস্তে করে মাথা নেড়ে ওয়ার্ডরোবের দিকে এগিয়ে গেল সে।

"কি খবর?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। একজন কাজের লোকের সাথে কথা বলা আর একজন বন্ধুর সাথে কথা বলার মধ্যে অবশ্য আকাশ পাতাল পার্থক্য। কিন্তু পাগলের মত নিজের সাথে কথা বলার চেয়ে এটা অন্তত ভালো। ওর মনে হচ্ছে এখানে এই একঘেয়েমীর মধ্যে আর কিছুদিন কাটালে পাগলই হয়ে যাবে সে।

"এই তো," ট্রাউজার আর গেঞ্জিগুলো ভাঁজ করতে করতে ছোট করে বলল মারিয়া। সে এখন ওগুলো আবার ড্রয়ারে ভাঁজ করে ঢোকাচ্ছে।

"আমার মনে হয়, এই নতুন জায়গাটা নিয়ে তুমিও আমার মত বেশ কষ্টে আছে, তাই না?"

BanglaBook.org

জবাবে মারিয়া এমনভাবে ব্রুনোর দিকে তাকাল যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"আরে, এই জায়গাটার কথা বলছি। এই বাসা, এর আশেপাশের সবকিছু কেমন জঘন্য লাগে না তোমার কাছে?" একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো।

মারিয়া কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও আবার চুপ করে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কি বলবে এটা নিয়ে ভাবছে। ব্রুনো সেই ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখে আসছে। তার বয়স যখন কেবল তিন বছর তখন মারিয়া ওদের বাসায় কাজ করতে আসে। তখন থেকেই ব্রুনোর সাথে ওর বেশ ভালোই সম্পর্ক। কিন্তু সবসময়ই ওর ব্যবহারটা কেমন যেন নিষ্প্রান লেগেছে ব্রুনোর কাছে। সারাদিন খালি কাজ আর কাজ। কাপড় ধোয়া, ঘর ঝাড় দেয়া, জিনিসপত্র মোছা কিংবা রান্নার কাজে সাহায্য করা এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে। এমনকি আট বছর বয়স পর্যন্ত ব্রুনোকে স্কুলেও আনা নেয়া করতো মারিয়া। অবশ্য এর পরে ব্রুনোর মনে হয়েছে সে একা একাই স্কুলে যেতে আসতে পারবে।

"তোমার কি এখানে ভালো লাগছে না?" মারিয়া জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো লাগবে?" ব্রুনোকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা কৌতুক শুনলো যেন। "তোমার মাথা ঠিক আছে তো? এখানে ভালো লাগার মত কি আছে বলো দেখি! সারাদিন বসে বসে খালি মাছি মারা ছাড়া তো আর কিছু করার নেই। না কথা বলতে পারি কারো সাথে, না পারি খেলতে। কিভাবে ভালো লাগবে বল?"

"আমারও অবশ্য বার্লিনের বাসায় যে বাগানটা ছিল সেটা অনেক ভালো লাগতো," মারিয়া বলল। "মাঝে মাঝে বাগানে যে পুকুরটা ছিল তার পাশে একটা গাছের নিচে বসে দুপুরের খাওয়া সারতাম আমি। ফুলের গন্ধে ম ম করত চারপাশটা। মৌমাছিগুলো উড়ে বেড়াত ফুল থেকে ফুলে। ওদের যদি কেউ বিরক্ত না করত তাহলে ওরাও আর কাউকে বিরক্ত করতো না।"

"তার মানে, তোমারও এই জায়গাটা জঘন্য লাগে? আমার মত?" ব্রুনো জিজ্ঞে করলো।

"তাতে কিছু এসে যায় না," ভ্রু কুঁচকে জবাব দিলো মারিয়া।

"কী এসে যায় না?"

"আমি কি ভাবলাম..."

"অবশ্যই এসে যায়," ব্রুনো একটু বিরক্ত হয়েই বলল কথাটা। ওর কাছে মনে হচ্ছে যে মারিয়া ইচ্ছে করে পেচিয়ে পেচিয়ে কথা বলছে। "তুমি তো এই পরিবারেরই একটা অংশ।"

BanglaBook.org

"তোমার বাবা এটার সাথে একমত হবেন কিনা সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে," একটু না হেসে পারলো না মারিয়া। কারণ এমুহূর্তে ব্রুনো যা বলল সেটা তার মনকে কিছুটা হলেও আর্দ্র করে দিয়েছে।

"আসলে তোমাকেও তো আমার মতোই জোর করেই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তবে আমি বলবো, আমরা একই নৌকার যাত্রি। আর সেই নৌকাটা এখন ডুবতে বসেছে," ব্রুনো বলল।

এক মুহূর্তের জন্যে ব্রুনোর মনে হলো মারিয়া তার মনের কথাটা বলেই দেবে। ওর হাতগুলো এমনভাবে চেপে আছে যে নখের দাগ বসে গিয়েছে হাতের তালুতে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনকিছু নিয়ে খুব রেগে আছে ও। মুখটা আবার একবার খুলে বন্ধ করে ফেলল মারিয়া। যেন সে ভয় পাচ্ছে, সে যদি একবার কথা বলা শুরু করে তাহলে উল্টাপাল্টা কিছু বলে বসবে।

"দয়া করে আমাকে সত্যি কথাটা বলো, মারিয়া," ব্রুনো করুণ সুরে বলল। "কারণ আমরা সবাই যদি একই রকম কথা বলি তাহলে বাবাকে বোঝাতে সুবিধে হবে।"

মারিয়া হতাশভাবে কিছুক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার বাবা জানেন কিসে সবার ভালো হবে। ওঁনার উপর ভরসা করো।"

"কিন্তু আমি ভরসা করতে পারছি না তো," ব্রুনো বলল। "আমার মনে হয় যে বাবা বড় একটা ভুল করেছেন এখানে এসে।"

"তাহলে সে ভুলকেই আমাদের সবার মেনে নিতে হবে।"

"আমি যদি কোন ভুল করি তাহলে তো ঠিকই তার শাস্তি পাই," ব্রুনো বলল। এটা ভেবে তার রাগ লাগছে যে, বড়দের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-কানুন মানা হয় না (যদিও তারা নিজেরাই এসব নিয়ম কানুন-বানায়)। "বাবা একটা আহাম্মক," আস্তে করে বলল ব্রুনো।

মারিয়ার চোখ বড় হয়ে গেল। ব্রুনোর দিকে এগিয়ে আসলো এক পা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ভুত দেখেছে। চারপাশে একবার তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলো আর কেউ ব্রুনোর কথা শুনতে পায়নি। এরপর বলল, "এটা বলা একদমই উচিত হয়নি তোমার। আর কখনও বাবাকে নিয়ে এভাবে কথা বলবে না তুমি।"

"কেন বলবো না?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। যদিও সে নিজেও এখন কিছুটা লজ্জা পাচ্ছে ওভাবে কথাটা বলে ফেলার জন্যে। কিন্তু সবাই তার ওপর কর্তৃত্ব ফলাবে, তার কথার পাত্তা দেবে না, আর সে কিছু না করে বসে থাকবে?

BanglaBook.org

"কারণ তোমার বাবা একজন ভালো মানুষ," মারিয়া বলল। "খুবই ভালো মানুষ। আমাদের সবার খেয়াল রাখেন তিনি।"

"আমাদের সবাইকে এই জঘন্য জায়াগাটায় নিয়ে এসে খুব ভালো একটা কাজ করেছেন তিনি, তাই না? সবার খুব খেয়াল রাখছেন?"

"তিনি অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন, যেগুলো নিয়ে তোমার গর্ব করা উচিত। তোমার বাবা যদি না থাকতেন তাহলে এতদিনে কোথায় জায়গা হতো আমার?"

"বার্লিনে নিশ্চয়ই! কোন সুন্দর একটা বাসায় কাজে ব্যস্ত থাকতে তুমি। বাগানে বসে মৌমাছিদের সাথে দুপুরের খাবারটাও সারতে পারতে।"

"আমি কখন তোমাদের বাসায় কাজ করতে আসি সেটা বোধহয় তোমার মনে নেই, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো মারিয়া। ব্রুনোর বিছানার এক কোণায় চুপ করে বসে পড়ল ও। (যা সে আগে কখনও করেনি)। "মনে থাকবেও বা কি করে? তখন তো তোমার বয়স ছিল কেবল তিন বছর। আমার সবচেয়ে বড় বিপদের সময় তোমার বাবা আমাকে সাহায্য করেছেন। থাকার জায়গা দিয়েছেন, খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। খাবারের অভাব যে কি জিনিস সেটা অবশ্য তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। কখনো কি খালি পেটে ঘুমাতে গিয়েছো তুমি?"

কপালটা ভাঁজ হয়ে গেল ব্রুনোর। এমুহূর্তে অবশ্য তার একটু ক্ষিদে পেয়েছে, তবে সেটা বলা বোধহয় উচিত হবে না। বরং মারিয়ার দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালো সে। তারও যে একটা গল্প থাকতে পারে সেটা কখনোই ব্রুনোর মাথায় আসেনি। কারণ তার পরিবারের ফরমায়েশ খাটা ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে খুব কমই দেখেছে ওকে। এমনকি ঐ কাজের পোশাকটা ছাড়া অন্য কোন পোশাক পরতে দেখেছে নাকি সেটা নিয়েও সন্দিহান ব্রুনো। কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে মারিয়ার নিজেরও আলাদা একটা দুনিয়া আছে ওদের পরিবারের বাইরে। ওর মাথায়ও নিশ্চয়ই অনেকরকম চিন্তা ঘুরপাক খায়। সেও নিশ্চয়ই তার বন্ধুদের কথা ভাবে ব্রুনোর মতোই। রাতে নিশ্চয়ই সে-ও নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে চোখের পানি ফেলে। আর মারিয়া দেখতেও কিন্তু বেশ সুন্দরি। শেষ কথাটা ভেবে মনে মনে একটু মজাই পেল ব্রুনো।

"আমার মা তোমার বাবাকে চিনতো যখন তিনি তোমার বয়সি ছিলেন," কিছুক্ষণ পরে বলল মারিয়া। "তোমার দাদির জন্যে কাজ করতেন তিনি। তার

BanglaBook.org

সব জামাকাপড় বানিয়ে দিতেন, কনসার্টের সময় সেগুলো পরতেন তোমার দাদি। সেই গাউনগুলোও ছিল একেকটা! চকচক করত সবগুলো। কী সুন্দর কারুকাজ! ওরকম দর্জি আজকাল আর পাবে না কেউ," আগের কথা মনে করতে করতে আপনমনেই হেসে উঠলো মারিয়া। ব্রুনোও ধৈর্য ধরে তার কথাগুলো শুনতে লাগলো। "তিনি সব কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখতেন যাতে অনুষ্ঠানের সময় কোন অসুবিধা না হয় তোমার দাদির। আর যখন তিনি অবসরে গেলেন তখনও মা'র সাথে তোমার দাদির বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। অল্প কিছু টাকা প্রতি মাসে পেনশন হিসেবে পেতেন মা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল সেটা। তখন তোমার বাবা আমাকে এই চাকরিটা দেন। আমার জীবনের প্রথম চাকরি। এর কয়েক মাস পরে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তোমার বাবাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। যদিও তার কোন দায়বদ্ধতা ছিল না আমাদের প্রতি। কিন্তু তিনি গাঁটের টাকা খরচ করে সেটা করেছিলেন। আমার মা তোমার দাদির বন্ধু ছিলেন–এটুকুই যথেষ্ঠ ছিলেন তার জন্যে। আর আমাকেও তোমাদের বাসায় চাকরি দেয়ার পেছনে এই একই কারণ ছিল। মা যখন মারা গেলেন তখন তার শেষকৃত্যের সব টাকাও তোমার বাবা দিয়েছিলেন। তাই আর কখনও আমার সামনে তোমার বাবাকে নিয়ে কিছু বলবে না, ব্রুনো। সেটা সহ্য করবো না আমি।"

ব্রুনো ঠোঁট কামড়ে ধরল। সে ভেবেছিল এই জঘন্য জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মারিয়া অন্তত তার পক্ষ নেবে। কিন্তু এখন সে ঠিক বুঝতে পারছে, মারিয়া আসলে কার পক্ষে। সত্যি কথা বলতে বাবার গল্পটা শুনে সেটা নিয়ে তার গর্বই হচ্ছে এখন।

"আমার মনে হয় তিনি আসলেও ভালো একটা কাজ করেছিলেন," বলার মত অন্য কিছু না পেয়ে বলল ব্রুনো।

"হ্যা," দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মারিয়া। জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল ও। যেটা দিয়ে বাইরের কুড়েঘরগুলো দেখা যায়। "আমার প্রতি তার ব্যবহার খুবই ভালো ছিল তখন," বাইরের সৈন্য আর লোকগুলোর কোলাহল দেখতে দেখতে বলল মারিয়া। "আমি এখনও ভাবতে পারি না..." এই কথাটা বলতে বলতে গলাটা কেমন যেন ধরে আসলো তার।

"কি ভাবতে পারো না?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"ভাবতে পারি না...তার পক্ষে কিভাবে..."

"তার পক্ষে কিভাবে কি?" অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো।

BanglaBook.org

এই সময় নিচতলা থেকে জোরে একটা দরজা লাগানোর আওয়াজ ভেসে আসলো। ব্রুনো লাফিয়ে উঠলো শব্দটা শুনে। মারিয়াও চমকে গেল ভীষণ। ব্রুনো ভয়ে ভয়ে খেয়াল করে দেখলো পায়ের আওয়াজটা তার নিজের ঘরের দিকেই আসছে। বিছানার একদম কোণায়, দেয়াল ঘেঁষে আশ্রয় নিলো সে। হঠাৎ করেই তার ভয় লাগছে, মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে তার সাথে। নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে আসবে যেন। কিন্তু একটু পর যে মাথাটা উঁকি দিলো দরজা দিয়ে সেটা দেখে ভয় নয়, রাগই পেল ব্রুনো। গ্রেটেল। নিজের ভাইকে আর বাসার কাজের লোককে ওভাবে আলাপ করতে দেখে বেশ অবাকই হয়েছে সে।

"কি হচ্ছে এখানে?" জিজ্ঞেস করলো গ্রেটেল।

"কিছু না," বেশ জোরেই বলল ব্রুনো। "তোমার কি চাই এখানে? বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"তুমি বেরিয়ে যাও," গ্রেটেল ঝাঁঝের সাথে জবাব দিলো। যদিও এটা ব্রুনোর ঘর। এরপর মারিয়ার দিকে নজর দিলো গ্রেটেল। "আমি গোসল করবো এখন, সবকিছু ঠিক করো," চোখ সরু কথাগুলো বলল সে।

"তুমি নিজে কেন গোসলের জন্যে সবকিছু ঠিক করে নিতে পারো না?" ব্রুনো রেগে জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ ওকে রাখাই হয়েছে এই কাজের জন্যে," গ্রেটেল চোখ বড় বড় করে জবাব দিলো।

"না, ওকে সেজন্যে রাখা হয়নি," চিৎকার করে কথাগুলো বলল ব্রুনো।। "তোমার নিজের পক্ষে যে কাজগুলো খুব সহজেই করা সম্ভব সেগুলো করার জন্যে ওকে রাখা হয়নি," বলতে বলতে তেড়ে গেল সে গ্রেটেলের দিকে।

গ্রেটেল এমনভাবে তাকিয়ে থাকলো ব্রুনোর দিকে যেন ও পাগলের প্রলাপ বকছে। মারিয়ার দিকে আবার কটমট করে তাকাল সে।

"অবশ্যই, মিস গ্রেটেল," মারিয়া বলল। "আপনার ভাইয়ের কাপড়গুলো গুছিয়ে রেখেই কাজটা করে দিচ্ছি আমি।"

"দেরি হয় না যেন," তাচ্ছিল্যের সাথে কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গ্রেটেল। কারণ ব্রুনোর মত তার কখনও এটা মনে হয় না, মারিয়ার নিজেরও কোন অনুভূতি আছে। গ্রেটেলের দুপদাপ করে বের হয়ে যাওয়া না দেখলেও চেহারাটা লাল হয়ে উঠলো মারিয়ার।

BanglaBook.org

"আমার এখনও মনে হচ্ছে খুব বড় একটা ভুল করে ফেলেছেন তিনি," একটু পরে হরবর করে কথাগুলো বলল ব্রুনো। যেন এভাবে বললেই তার বোনের খারাপ ব্যবহারটার কথা ভুলে যাবে মারিয়া। এ ধরণের পরিস্থিতিতে সবসময়ই খুব অস্বস্তিতে ভোগে ব্রুনো। কারণ সে ভেতরে ভেতরে এটা জানে, কারো সাথে অকারণে খারাপ ব্যবহার করতে নেই, সেই মানুষটা যেই হোক না কেন।

"যতই মনে হোক না কেন, এটা আর কখনও বলবে না তুমি," তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ব্রুনোর দিকে এগিয়ে গেল মারিয়া, "আমাকে কথা দাও।"

"কিন্তু কেন?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। "আমি তো আমার মনে যা আছে সেটাই বলছি। এটা তো করতেই পারি, তাই না?"

"না, পারো না।"

"আমার মনে কি আছে সেটা আমি বলতে পারবো না?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো।

"না," জোর দিয়ে বলল মারিয়া। তার গলাটা একটু চড়ে গিয়েছে এখন। "তুমি নিজেও জানো না সবার জন্যে কত বড় বিপদ ডেকে আনবে তুমি এসব বলে।"

ব্রুনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো মারিয়ার দিকে। তার চোখে যেন কীসের ভয়। এরকমটা আগে কখনো দেখেনি ব্রুনো। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো তার। "আসলে," হঠাৎ করে মারিয়া থেকে দূরে সরে যেতে যেতে বলে উঠলো ব্রুনো, "আমি তো শুধু আমার মনের কথাটাই বলছিলাম। কাপড়গুলো ভাঁজ করে রাখতে রাখতে যাতে তোমার একঘেয়েমি না লাগে সেজন্যেই ওগুলো বলছিলাম আর কি। এমনতো আর নয় যে, এখান থেকে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি আমি। যদিও আমার মনে হয় না সেটা করলেও কেউ কিছু মনে করবে।"

"আর তোমার মা-বাবা যে চিন্তায় আধমরা হয়ে যাবেন, সেটার কি হবে?" মারিয়া জিজ্ঞেস করলো। "ব্রুনো, তোমার মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে, তাহলে চুপচাপ থাকাটাই তোমার জন্যে ভালো হবে। ঠিকমতো পড়াশোনা করো আর বাবার কথামত চলো। ব্যাপারটা মিটে যাবার আগ পর্যন্ত আমাদের সাবধানে চলতে হবে। অন্তত আমি অমনটাই করছি। অন্য কোন কিছু করারও নেই আমাদের।"

হঠাৎ করেই কোন কারণ ছাড়াই ব্রুনোর খুব কান্না পেতে লাগলো। সে নিজেও অবাক হয়ে গেল ব্যাপারটাতে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে

BanglaBook.org

নিলো সে যাতে মারিয়া তার অশ্রুজল দেখতে পায়। যদিও কিছুক্ষণ পর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলো তার চোখেও পানি টলমল করছে। আবারও খুব অস্বস্তি লাগলো ব্রুনোর। আর থাকতে না পেরে ঘুরে দরজার দিকে হাটা দিলো সে।

"কোথায় যাচ্ছো?" জিজ্ঞেস করলো মারিয়া।

"বাইরে," একটু রেগে জবাব দিলো ব্রুনো।

শুরুতে আস্তে হাঁটা শুরু করলেও ঘর থেকে বের হবার পর তার চলার গতি দ্রুত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই দৌড়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো ব্রুনো। ওর মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি যদি এখান থেকে না বের হয়ে যায় তাহলে অজ্ঞান হয়ে যাবে সে। বাইরে বেরিয়ে এসে ড্রাইভওয়ের এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াতে লাগলো। এমন কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর যাতে করে এই ক্লান্তিকর সময়টা কেটে যায়। বাইরের গেটটা দেখা যাচ্ছে। গেটের বাইরেই সেই রাস্তাটা, যেটা ধরে ট্রেন স্টেশনে যাওয়া যায়। আর সেখান থেকে বাড়ি। কিন্তু সবাইকে এখানে রেখে একা একা বাড়ি যাওয়ার চিন্তাটা এই জঘন্য জায়গায় থাকার চেয়েও অস্বস্তিকর।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ব্রুনোদের পরিবারের আউট-উইথে আসার কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এতদিনেও কার্ল, ড্যানিয়েল কিংবা মার্টিনের সাথে দেখা করার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। খুব শিঘ্রই যে দেখা হবে সে সম্ভাবনাও নেই। তাই সে ঠিক করলো, নিজের বিনোদনের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে। না-হলে আস্তে আস্তে এই বদ্ধ জায়গাটাতে তার মাথাই খারাপ হয়ে যাবে।

ব্রুনো তার জীবনে এই পর্যন্ত কেবল একজন মাথা খারাপ লোকের দেখা পেয়েছে। বাবার বয়সি সেই লোকটার নাম ছিল রোলার। তাদের বার্লিনের বাসাটার পেছনের রাস্তায় দেখা পাওয়া যেত তার। কখনো কখনো পাগলটা সারাদিন কেবল রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা হাটাহাটি করত উদ্দেশ্যহীনভাবে আর নিজের সাথে নিজেই তর্ক করত। আবার এই তর্কের মাঝে নিজের ছায়ার দিকে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে যেত। মাঝে মাঝে এত জোরে দেয়ালে ঘুসি মারত যে, তার হাত ফেঁটে রক্ত বের হয়ে যেত। তখন আবার সে রাস্তায় শুয়ে মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে কান্না শুরু করে দিত। ব্রুনো তো মাঝে মাঝে পাগলটাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছে যেগুলো সে তার নিজের মুখ দিয়ে বের হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারে না। খুব কষ্ট করে হাসি চাপতে হয়েছে ওর।

"রোলারকে ওরকম উপহাস করা তোমার একদমই উচিত না, ব্রুনো," এক বিকেলে মা তাকে বলেছিলেন। "তার জীবনটা যে কত কষ্টের সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই।"

"ও একটা পাগল," এটা বলে মাথার চারপাশে আঙুল ঘুরিয়ে পাগলের অভিনয় করে দেখিয়েছিল ব্রুনো। "সেদিন বিকেলে ও একটা রাস্তার বেড়ালকে চায়ের দাওয়াত দিচ্ছিল।"

"বেড়ালটা কি বলল?" গ্রেটেল জিজ্ঞেস করে একটা স্যান্ডউইচ বানাতে বানাতে।

"কিছুই না," ব্রুনো একটু অবাকই হয়েছিল প্রশ্নটা শুনে। এত বড় মেয়ে আর মাথায় এইটুকু ঘিলু নেই! "বেড়াল কি কথা বলতে পারে নাকি?"

BanglaBook.org

"আমি কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ব্রুনো," মা জোর দিয়ে বলেছিলেন। "ছোটবেলা থেকেই আমি ফ্রাঞ্জ রোলারকে চিনি। খুব ভালো আর ভাবুক একটা ছেলে ছিল ও। কোন পার্টিতে ওকে নাচতে দেখলে সবাই তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় খুব বড় রকমের একটা আঘাত পায় ও মাথায়। এজন্যেই সে এখন এরকম আচরণ করে। তখনকার দিনে একটু কম বয়সি ছেলেদের যে কতটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই। নির্মম কষ্ট পোহাতে হয়েছে ওদের।"

তখন ব্রুনোর বয়স ছিল মাত্র সাড়ে ছয় বছর। সে বুঝতে পারছিল 'তখনকার দিন' দিয়ে মা কি বোঝাতে চাচ্ছিলেন। পরে যখন মা'কে জিজ্ঞেস করেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমার জন্মের অনেক আগের কথা...ফ্রাঞ্জ আমাদের দেশের হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল। ট্রেঞ্চে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ওকে। তোমার বাবার সাথে খুব ভালো খাতির ছিল ওর। দু-জন একই সাথে যুদ্ধ করেছে।"

"এরপর ওর কি হয়েছিল?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করে তার মাকে।

"সেটা ব্যাপার না। যুদ্ধ কোন আলাপ করার মত বিষয় নয়। যদিও আমার মনে হয়, খুব শিগ্রই আবার আমাদের এটা নিয়ে প্রতিদিন কথা বলতে হবে," মা বলেছিলেন।

এটা ব্রুনোদের আউট-উইথে আসার প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা। এর মধ্যে সে রোলারকে নিয়ে খুব একটা ভাবেনি। কিন্তু এখন হঠাৎ করেই ওর মনে হতে লাগলো, সে যদি করার মত ভালো কিছু খুঁজে না পায় তাহলে খুব তাড়াতাড়িই ওর নিজের অবস্থাও ফ্রাঞ্জ রোলারের মতই হয়ে যাবে। তখন সে-ও রাস্তার এমাথা থেকে ওমাথা হাত-পা ছুড়ে দৌড়াদৌড়ি করবে সারাদিন।

নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে এক শনিবার সে সারাটা দিন ব্যয় করলো সময় কাটানোর বিভিন্ন উপায়ের কথা চিন্তা করে করে। ওদের বাসা থেকে একটু দূরে একটা বড় ওক গাছ আছে। সেটা অবশ্য ব্রুনোর নিজের ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় না, গ্রেটেলের জানালা দিয়ে দেখতে হয়। গাছটার কান্ড অনেক মোটা আর ডালপালাগুলো দেখে মনে হয় ওগুলো ব্রুনোর বয়সি কোন ছেলের ভার অনায়াসেই সইতে পারবে। ব্রুনোর ধারণা মধ্যযুগে কোন একসময়ে গাছটা লাগানো হয়েছিল। ইদানিং সে আবার এই মধ্যযুগ সম্পর্কে খুব উৎসাহি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তখনকার দিনের নাইটদের ব্যাপারে সে খুবই আগ্রহি। ওদের কাজ ছিল ঘোড়া নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া আর নানা

BanglaBook.org

রকম জিনিস আবিষ্কার করা। সাথে থাকতো তলোয়ার। ভাবলেই ভালো লাগে তার।

বিনোদনের নতুন এই ব্যবস্থাটা করতে ব্রুনোর কেবল দুটো জিনিসের প্রয়োজন–একটা দড়ি আর একটা চাকা। দড়িটা খুব সহজেই বাসার স্টোররুম থেকে উদ্ধার করে ফেলল সে। আর একটা ধারালো ছুরি পেতেও বেশি বেগ পেতে হলো না। ওটা দিয়ে দড়িটা বেশ কয়েক টুকরো করে কাটলো। বলা তো যায় না কতটুকু লাগে। এরপর ওগুলো নিয়ে ওক গাছটার নিচে রেখে দিলো পরে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু টায়ার কোথায় খুঁজে পাবে?

আজ সকালে বাসায় কেউ নেই। মা ট্রেনে করে পাশের শহরে গিয়েছেন একটু হাওয়া বদলের জন্যে। বাবাকে ব্রুনো শেষ দেখেছে ঐ কুড়েঘরগুলোর দিকে যেতে। বরাবরের মতোই ওদের বাসার পাশে সৈন্যদের ট্রাক আর জিপগুলো পার্ক করে রাখা আছে। সে জানে, ওগুলোর কোন একটা থেকে টায়ার চুরি করা তার কম্ম নয়। কিন্তু বলা যায় না, কোন বাতিল টায়ারও তো পেয়ে যেতে পারে।

বাইরে বেরিয়ে দেখলো লেফটেন্যান্ট কটলারের সাথে গ্রেটেল কথা বলায় ব্যস্ত। যদিও কটলারের সাথে কথা বলতে ওর খুব একটা ভালো লাগে না কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে সাহায্য করার মত অন্য কারো কথা মনেও পড়ছে না। কটলারই সেই লেফটেন্যান্ট যাকে ব্রুনো প্রথমদিন দেখেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে মাথাও নেড়েছিল সে। এরপরেও অনেকবারই দেখা হয়েছে ওদের। ব্রুনোদের বাসায় কটলার এমনভাবে চলাফেরা করে যেন এটা ওর নিজেরই বাড়ি। বাবার অফিসে ঢুকতেও কোন নিষেধ নেই তার। কিন্তু কটলারের আশেপাশে গেলেই কেমন যেন লাগে তার। ওর চাহনিটাও কেমন শীতল! খুব কষ্ট করে সাহস জোগাড় করে লেফটেন্যান্টের সাথে কথা বলতে গেল সে।

ব্রুনো যতবার কটলারকে দেখেছে সবসময়ই তাকে পরিপাটি অবস্থায় পেয়েছে। ইউনিফর্মটা একদম টানটান ইস্ত্রি করা। চুলগুলো একদিকে সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। কালো বুটজোড়া একদম চকচক করে। আর বেশ দূর থেকেই পারফিউমের গন্ধ পাওয়া যায়। অবশ্য গন্ধটা খুব একটা ভালো লাগে না ব্রুনোর।

আজকে শনিবার হওয়াতে ইউনিফর্ম পরে নেই কটলার। ট্রাউজারের ওপরে একটা জামা চড়িয়েছে কেবল। চুলগুলোও কপালে এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব ক্লান্ত। তবে তার হাতের মাংসপেশিগুলো

BanglaBook.org

দেখে একরকম ঈর্ষাই হল ব্রুনোর। সে চায় বড় হলে তার পেশিগুলোও ওরকম ফুলে উঠবে। আজকে কটলারকে দেখে তার বয়স একদম কম বলে মনে হচ্ছে। একটু অবাকই হলো ব্রুনো। ওকে দেখে ব্রুনোর আগের স্কুলের বড় ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ে গেল, যাদেরকে এড়িয়ে চলতো ও। লেফটেন্যান্ট কটলার অবশ্য এখন গ্রেটেলের সাথে গভীর আলাপে মগ্ন। সে যা বলছে সেটা নিশ্চয়ই খুব মজার কিছু একটা হবে। কারণ গ্রেটেল অনবরত হেসেই যাচ্ছে আর আঙুল দিয়ে চুলগুলো নাড়াচাড়া করছে।

"কি খবর?" ওদের সামনে গিয়ে বলল ব্রুনো। গ্রেটেল মহা বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল। "কি চাই তোমার এখানে?"

"কিছু চাই না," ব্রুনো ওর দিকে কড়া একটা চাহনি দিয়ে বলল। "আমি খালি তোমাদের খবর জিজ্ঞেস করতেই এসেছিলাম।"

"আমার ছোট ভাইয়ের কথায় দয়া করে কিছু মনে করো না, কার্ট," গ্রেটেল লেফটেন্যান্ট কটলারের দিকে তাকিয়ে বলল। "ওর বয়স কেবল ন'য়ে পড়েছে।"

"গুড মর্নিং, ছোট্ট বন্ধু," ব্রুনোর চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে দিতে বলল কটলার। ব্রুনোর এতটাই বিরক্তি লাগলো যে, মনে মনে কটলারের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতে লাগলো সে।

"এই শনিবারে এত সকালে ঘুম থেকে উঠে কি করছো তুমি?" ব্রুনোর উদ্দেশ্যে বলল কটলার।

"এত সকাল!" অবাক হওয়ার অভিনয় করলো ব্রুনো। "এখন তো প্রায় দশটা বাজে।"

লেফটেন্যান্ট কটলার একবার কাঁধ তুলল শুধু। "আমি যখন তোমার বয়সি ছিলাম তখন তো আমার মা আমাকে দুপুরের আগে কোনভাবেই বিছানা থেকে ওঠাতে পারতো না। তিনি বলতেন এভাবে সারাদিন শুয়ে থাকলে কোনদিন আর বড় হবো না আমি।"

"দেখা যাচ্ছে, উনার আশঙ্কা ভুলই ছিল, তাই না?" গ্রেটেল এমন সুরে কথাটা বলল যে ব্রুনো অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। ওর আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। ব্রুনোর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই নাটক দেখার একদমই ইচ্ছে করছে না। কিন্তু ওর কোন উপায় নেই। খুব অপ্রিয় একটা কাজ করতে হবে এখন। লেফটেন্যান্ট কটলারের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

BanglaBook.org

"আপনি কি আমার একটা উপকার করতে পারবেন?" সাহস করে বলে ফেলল ব্রুনো।

"অবশ্যই," কটলার জবাবে বলল। এটা শুনে গ্রেটেল এমনভাবে হাসতে লাগলো যে, ব্রুনোর সারা গা ঘিনঘিন করে উঠলো। ও বুঝে উঠতে পারছে না এটাতে হাসার কী আছে।

"এখানে কোথাও কি একটা বাড়তি চাকা পাওয়া যাবে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। "ঐ জিপগাড়ি কিংবা ট্রাকগুলোতে তো বাড়তি চাকা থাকার কথা। যেটা এমুহূর্তে কেউ ব্যবহার করছে না।"

"একমাত্র বাড়তি যে চাকাটা আমি দেখেছি সেটা সার্জেন্ট হফশিন্ডারের কাছে আছে। সে ওটা তার কোমরের চারপাশে লাগিয়ে ঘুরছে," তার ঠোঁটগুলো এমনভাবে বেঁকে গেল যে, ব্রুনোর মনে হত্যে লাগলো এটা হাসির কাছাকাছি কিছু একটা হবে। কিন্তু এই কথাটা দিয়ে সে কি বোঝাতে চাইছে সেটা ব্রুনোর মাথায় ঢুকলো না। ওদিকে গ্রেটেলের হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়ার মত অবস্থা।

"সে কি ওটা ব্যবহার করছে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"সার্জেন্ট হফশিন্ডার?" লেফটেন্যান্ট কটলার বাঁকাসুরে জিজ্ঞেস করলেন। "আমার মনে হয় না সে তার বাড়তি চাকাটা কাউকে দেবে।"

"চুপ করো, কার্ট," হাসির ফাঁকে বলল গ্রেটেল। "ও এগুলো কিছু বুঝবে না। নেহায়েতই একটা বাচ্চা ছেলে।"

"ওহ্, তুমি চুপ করো দয়া করে," চিৎকার করে বলল ব্রুনো। রাগে গা রি রি করছে ওর। কটলারের কাছে সাহায্য চাওয়াটাই তার কাছে খুব বাজে একটা কাজ বলে মনে হচ্ছে। ওর নিজের বোনই ওকে নিয়ে মজা করছে এখন। "তোমার বয়সও তো কেবল বারো। অথচ তুমি এমন আচরণ করছো যেন তুমি কত বড় হয়ে গিয়েছো।"

"আমার বয়স প্রায় তেরো, কার্ট," লেফেটেন্যান্টের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বলল গ্রেটেল। "দু-সপ্তাহের মধ্যেই আমার বয়স তেরো হয়ে যাবে। তোমার চেয়ে খুব একটা ছোট নই আমি।"

জবাবে লেফটেন্যান্ট কটলার হেসে একবার মাথা ঝাঁকালো কেবল। ব্রুনো তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওনার জায়গায় যদি অন্য কোন বয়স্ক লোক থাকতো তাহলে হয়ত সে তার সাথে আলাপ করতে পারত এরকম বিরক্তিকর মেয়েদের নিয়ে কি করা যায়। কিন্তু এ তো অন্য কেউ নয়, লেফটেন্যান্ট কটলার।

BanglaBook.org

"যাই হোক," গ্রেটেলের অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে বলল ব্রুনো। "ওটা বাদে অন্য কোন বাড়তি চাকার ব্যবস্থা করা যাবে?"

"অবশ্যই," লেফেটেন্যান্ট কটলার বলল। তার মুখের হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা একঘেয়েমি লাগতে শুরু করেছে তার কাছে এখন। "কিন্তু ওটা কেন দরকার তোমার?"

"আমি একটা দোলনা বানাতে চাচ্ছিলাম," ব্রুনো বলল। "ঐ যে, চাকা আর দড়ি দিয়ে বেঁধে বানায় যেগুলো গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে?"

"বুঝতে পেরেছি," বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল কটলার। মনে হচ্ছে এসব তার জন্যে অনেক দূরের স্মৃতি এখন। কিন্তু গ্রেটেলের কথা শুনে তো বোঝা গেল, তার বয়স খুব একটা বেশি নয়। "আমিও ছোটবেলায় অনেক দোলনা বানিয়ে ঝুলেছি আমার বন্ধুদের সাথে। কত বিকেল কেটেছে এভাবে।"

এটা ভেবে ব্রুনো অবাক হয়ে গেল যে, তার সাথে লেফেটেন্যান্ট কটলারের কোন ব্যাপারে মিল আছে। কিন্তু এর চেয়েও বেশি অবাক হলো তার ছোটবেলার বন্ধুদের কথা শুনে। ছোটবেলায় লেফটেন্যান্ট কটলারেরও বন্ধুবান্ধব ছিল তাহলে?

"তো, আপনার কি মনে হচ্ছে? একটা টায়ার খুঁজে পাবো তো আমি?"

লেফটেন্যান্ট কটলারকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন ভাবছে, ব্রুনোকে সরাসরি জবাব দেবে নাকি আরো কিছুক্ষণ বিরক্ত করবে, যেমনটা সচরাচর করে থাকে সে। কিন্তু এই সময় তার দৃষ্টি পাভেলের দিকের পড়ল। সেই বুড়ো লোকটা প্রতি বিকেলে এসে সবজি ছিলতে সাহায্য করে রাতের খাবারের জন্যে। এরপর একটা সাদা জ্যাকেট পরে রাতের খাবার পরিবেশন করে সে।

"অ্যাই, এদিকে আয়–" এরপরে এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করলো সে যেটা ব্রুনো বুঝতে পারলো না। "এদিকে আয় তাড়াতাড়ি," আবারও কথাটা বলল লেফটেন্যান্ট কটলার। বলতে বলতে একবার থুতুও ছিটাল সে। ব্রুনোর খুবই লজ্জা পেল। পাভেল কাচুমাচু হয়ে কটলারের সামনে দাঁড়ালে সে এমন অভদ্র ভাষায় তার সাথে কথা বলতে লাগলো, ব্রুনোর লজ্জা বেড়ে গেল বহুগুণে। অথচ পাভেল লেফটেন্যান্ট কটলারের দাদার সমান হবে। "ওকে নিয়ে ট্রাকশেডের কাছে যা। ওখানে অনেকগুলো বাতিল চাকা পড়ে আছে। ওগুলো থেকে একটা পছন্দ করবে ও। সেটা নিয়ে ওর পছন্দমত জায়গায় পৌছে দিবি," ইঙ্গিতে ব্রুনোকে দেখিয়ে বলল।

পাভেল একহাতে তার টুপিটা ধরে রেখে মাথা নিচু করে থাকলো কেবল।

BanglaBook.org

এরপর খুব আস্তে করে বলল, "জি, স্যার।" এতটাই আস্তে যে ব্রুনোর মনে হলো পাভেল নিজেও শুনতে পায়নি সে কী বলেছে।

"আর এরপর, যখন রান্নাঘরে ফেরত যাবি তখন ঠিকমতো হাত ধুয়ে নিবি, নোংরা শূ–" আরেকটা খারাপ দিলো কটলার। ব্রুনো এসময় গ্রেটেলের দিকে তাকিয়ে দেখে সে সস্নেহে কটলারের চুলের দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্যের আলোয় চকচক করছে ওগুলো। কিন্তু এখন অবশ্য তাকে একটু তার ভাইয়ের মতোই অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যাচ্ছে। ওরা কেউই আজ পর্যন্ত পাভেলের সাথে খুব একটা খারাপ কথা বলেনি। কিন্তু বাবা বলেছেন, পাভেল খুব ভালো একজন ওয়েটার, এরকম ওয়েটার গাছে ধরে না।

"এখন যা তাহলে," কটলার বলল।

পাভেল সাথে সাথে ঘুরে ব্রুনোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। যাওয়ার পথে সে তার বোনের দিকে একবার তাকাল। তার মনে হচ্ছে গ্রেটেলকে টেনে ওখান থেকে নিয়ে আসে; সে যতই বিরক্তিকর বোন হোক না কেন। আসলে ওরকম বিরক্ত করাই তো বোনদের কাজ। লেফটেন্যান্ট কটলারের মত একটা লোকের সাথে বোনকে একা ছেড়ে আসতে কিছুতেই মন চাইছিল না ব্রুনো। খুবই জঘন্য একটা মানুষ সে। এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

দুর্ঘটনাটা ঘটল দুই ঘন্টা পর। ততক্ষনে ব্রুনো তার পছন্দমতো চাকাটা খুঁজে বের করার পর পাভেল সেটা বয়ে বয়ে বড় ওক গাছটার নিচে এনে রেখেছে। এরপর ব্রুনো বেশ কয়েকবার গাছে ওঠা নামা করে দড়িগুলো শক্ত করে ডালে আর চাকায় বেঁধেও নিয়েছে। ততক্ষন পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। সে আগেও এরকম একটা দোলনা বানিয়েছিল, অবশ্য তখন কার্ল, ড্যানিয়েল আর মার্টিন তাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এবার তাকে সব কাজ একা একাই করতে হয়েছে বলে গোটা ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তবুও সে সবকিছু ঠিমতোই গুছিয়ে আনতে পেরেছে। কয়েকঘন্টার মধ্যেই টায়ারটাতে বসে মনের সুখে দোল খাচ্ছিল সে। দুনিয়ার অন্য কোন ব্যাপারে খেয়াল নেই যেন তার। যদিও তাকে এটা মনে মনে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, দোলনাটা খুবই বাজেভাবে ঝোলানো হয়েছে।

সে টায়ারের ভেতর ঢুকে পা দিয়ে ভালো মত ঠেলা দিয়ে দোল খাচ্ছিল। প্রতিবারই যখন টায়ারটা পেছনে উঠে আবার নেমে আসে তখন গাছের গায়ে ধাক্কা খাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রতিবারই আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে

BanglaBook.org

উপরে উঠে যাচ্ছিল সে। সব কিছু খুব ভালোমতই চলছিল, কিন্তু তখনি একবার হঠাৎ করে ব্রুনোর হাত পিছলে গেল টায়ার থেকে আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার মাথাটা ধুপ করে ঠুকে গেল মাটির সাথে। একটা পা তখনও টায়ারের ভেতর আটকে আছে।

কিছুক্ষণের জন্যে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। এরপরে যখন সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখতে লাগলো তখন সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো সে। এই সময় টায়ারটা ফিরে এসে আবার তাকে একটা ধাক্কা দিলো। মুখ দিয়ে দূর্বোধ্য একটা শব্দ করে ওখান থেকে সরে গেল ব্রুনো, এরপরে যখন উঠে দাঁড়াল তখন খেয়াল করলো হাতে আর পায়ে খুব ব্যথা করছে। পরীক্ষা করে দেখলো ওগুলো। নাহ, ভাঙেনি বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে আরো বেশি ব্যথা করত। কিন্তু ছিলে গিয়েছে বেশ কয়েক জায়গায়। কঁনুইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো বেশ বড় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। কিন্তু তার চেয়েও পায়ের অবস্থা বেশি সঙ্গিন মনে হলো তার কাছে। হাটুর দিকে তাকিয়ে দেখলো তার হাফপ্যান্টটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ঠিক নিচেই বড় একটা জায়গা কেটে হা হয়ে আছে। আর কাটাটা বোধহয় তার তাকানোর অপেক্ষাতেই ছিল। কারণ সে তাকানো মাত্রই ওখান থেকে গলগল করে রক্ত বের হওয়া শুরু করলো।

"আহ্-হা," ব্রুনো জোরেই বলে উঠল। চিন্তা করতে লাগলো, এখন কি করা যায়। কিন্তু তাকে বেশিক্ষন চিন্তা করতে হলো না, কারণ পাভেল জানালার কাছে বসে আলু ছেলার সময় তাকে দোলনা থেকে পড়ে যেতে দেখেছে। ব্রুনো যখন ওদিকে তাকালো তখন সে দেখলো পাভেল খুব দ্রুতগতিতে তার দিকে ছুটে আসছে। পাভেল কাছে আসামাত্রই ব্রুনোর এতক্ষণের আত্মবিশ্বাস টলে গেল, একটা দুর্বল অনুভূতি গ্রাস করে নিলো তাকে। কিন্তু এবার পড়ে যাওয়ার আগেই পাভেল তাকে ধরে ফেলল।

"আমি জানি না কিভাবে হলো এটা," ব্রুনো বলল। "দোলনাটা দেখে তো মোটেও বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল না।"

"তুমি বেশি উপরে উঠে দোল খাচ্ছিলে," পাভেল এমন কণ্ঠে কথাটা বলল যে, সেটা শুনেই ব্রুনোর ভালো লাগলো। "আমি বাসা থেকেই বুঝতে পারছিলাম, যেকোন মুহূর্তে কিছু একটা ঘটাবে তুমি।"

"আর আমি সেটা ঘটিয়েছি," ব্রুনো বলল।

"তা তো দেখাই যাচ্ছে।"

পাভেল তাকে বাসার ভেতরে নিয়ে রান্নাঘরের একটা কাঠের চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলো।

BanglaBook.org

"মা কোথায়?" ব্রুনো অভ্যাসবশত আশেপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। কোন দুর্ঘটনার ঘটার পর মা'কেই সে প্রথম জানায়।

"তোমার মা এখনও ফেরেননি," পাভেল বলল। সে এখন হাটু গেঁড়ে বসে ব্রুনোর পা'টা পরীক্ষা করে দেখছে। "এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে।"

"তাহলে কি হবে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। এতক্ষণে ওর একটু ভয় ভয় লাগতে শুরু করেছে। চোখের কোণে পানি চিকচিক করতে লাগলো ওর। "আমি তো রক্তক্ষরণ হয়ে মরেই যাবো।"

পাভেল আস্তে করে হেসে মাথা নেড়ে বলল, "না, রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যাবে না তুমি।" একটা টুল টেনে এনে ব্রুনোর পাটা ওটার উপর টান করে রাখল সে। "বেশি নড়াচড়া করো না, ওপর তলায় একটা ফাস্ট-এইড কিট রাখা আছে, ওটা নিয়ে আসছি আমি।"

ব্রুনো দেখলো পাভেল একটা ফাস্ট-এইড কিট নিয়ে আসলো ওপর তলা থেকে। এরপর একটা গামলায় পানি ভরে আঙুল দিয়ে দেখলো সেটা বেশি ঠাণ্ডা কিনা।

"আমাকে কি হাসপাতালে যেতে হবে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"না, না," পাভেল আবার হাটু গেঁড়ে বসতে বসতে বলল। একটা শুকনো কাপড় পানিতে ভিজিয়ে খুব সাবধানে ব্রুনোর ক্ষতস্থানটা পরিস্কার করতে শুরু করলো সে। ব্যথায় একটু গুঙিয়ে উঠলো ব্রুনো। কিন্তু একটু পরেই আবার ব্যথাটা কমে গেল। "খুব অল্প কেটেছে, সেলাইও লাগবে না।"

ব্রুনো উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পাভেলের কাজ দেখতে লাগলো। সে একটা কাপড় দিয়ে পায়ের কাটা জায়গাটা আস্তে করে চেপে ধরে রেখেছে। এবার যখন সে কাপড় সরালো ওখান থেকে ততক্ষণে রক্ত পড়াটা অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। এরপর ফাস্ট-এইড কিট থেকে একটা সবুজ রঙের তরল বের করে তার অল্প কিছুটা কাটা জায়গাটায় ঢেলে দিলো। জ্বলে উঠলো জায়গাটা। ব্রুনো বেশ কয়েকবার আহ-উহ করলো।

"অতটাও খারাপ না অবস্থা," পাভেল নরম সুরে বলল। "ওটা নিয়ে বেশি চিন্তা করে করে ব্যথাটা অহেতুক বাড়িয়ো না।"

কথাটা শুনে ব্রুনো একটু স্বস্তি পেল যেন। শব্দ করলো না ও। পাভেল সবুজ তরলটা দিয়ে কাজ শেষ করে একটা ব্যান্ডেজ বের করে লাগিয়ে দিলো কাটা জায়গাটার ওপরে।

BanglaBook.org

"এখন তো একটু ভালো লাগছে, নাকি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

ব্রুনো আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় জানালো। এখন তার নিজেরই লজ্জা লাগছে একটু আগে ওরকম ভীতুর মত আচরন করার জন্যে। "আপনাকে ধন্যবাদ।"

"ব্যাপার না," পাভেল বলল। "এখন কিছুক্ষণ এখানে চুপচাপ বসে থাকো, এরপরে অন্য কোথাও যাবে। আর ঐ দোলনাটার কাছে আজ আর যাওয়ার দরকার নেই। একটু বিশ্রাম করো।"

ব্রুনো মাথা নেড়ে ওখানেই বসে থাকলো পা'টা টানটান করে। পাভেল বেসিনে হাত ধুয়ে আবার আলু ছেলার কাজে ফিরে গেল।

"আপনি কি মা'কে বলবেন কি ঘটেছিল?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। গত কয়েক মিনিট ধরে সে ভাবছিল, যা ঘটল তাতে কি সবাই তাকে হিরোর চোখে দেখবে নাকি ভিলেনের চোখে দেখবে।

"আমার মনে হয় তাকে কিছু বলার দরকার নেই। তিনিই নিজেই বুঝতে পারবেন কি ঘটেছিল," পাভেল বলল। সে এখন ব্রুনোর উল্টোদিকে বসে গাজর ছিলে ছিলে একটা পুরনো খবরের কাগজের ওপর রাখছে।

"তা ঠিক," ব্রুনো বলল। "আমার মনে হয় তিনি আমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইবেন।"

"না, তার কোন দরকার হবে না," পাভেল আস্তে করে কথাটা বলল।

"বলা তো যায় না," ব্রুনো চাচ্ছে না তার দুর্ঘটনাটা নিয়ে কেউ হেলাফেলা করুক। (হাজার হোক, এখানে আসার পর থেকে তার সাথে এর চেয়ে বড় আর কোন কিছু ঘটেনি)। "হয়তো দেখে যতটা মনে হচ্ছে ক্ষতটা তার চেয়ে আরো বেশি ভোগাতে পারে?"

"না, ভোগাবে না," পাভেল এমনভাবে কথাটা বলল যেন ব্রুনোর এতক্ষণ কি বলেছে সেটা ঠিকমতো তার কানে ঢোকেইনি। গাজর কাটার দিকেই তার মনোযোগ বেশি বলে মনে হচ্ছে।

"এত নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে আপনি?" ব্রুনো সন্দেহের সুরে জানতে চাইলো। এবার একটু বিরক্তি লাগতে শুরু করেছে ওর। যদিও এই মানুষটাই তার সেবা যত্ন করেছে একটু আগে। "আপনি আর ডাক্তার নন, তাই না?"

পাভেল গাজর কাটা বন্ধ করে দিয়ে ব্রুনোর দিকে তাকালো। যেন কিছু একটা বলার আগে ভাবছে, সেটা বলা উচিত হবে কিনা। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলল, "আমি একজন ডাক্তার।"

BanglaBook.org

ব্রুনো অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। "কিন্তু আপনি তো একজন ওয়েটার," আস্তে করে বলল। "সবজিগুলো ছেলার কাজও করেন। তাহলে আপনি ডাক্তার হলেন কীভাবে?"

"মাস্টার ব্রুনো," এটুকু বলে একটু থামলো সে। (এটা শুনে ব্রুনোর ভালো লাগলো যে, পাভেল তাকে ঐ লেফটেন্যান্টটার মত ছোট্ট বন্ধু বলে সম্বোধন করেনি)। "আমি আসলে একজন ডাক্তারই। একজন ব্যক্তি যদি কেবল রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলেই তো কিন্তু সে জ্যোতির্বিদ হয়ে যাবে না।"

ব্রুনো বুঝতে পারলো না পাভেল ঠিক কি বোঝাতে চাচ্ছে। কিন্তু তার গলার স্বরে এমন কিছু একটা ছিল যে, ব্রুনো তার দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হলো। পাভেল একজন ছোটখাট গড়নের মানুষ। খুব শুকনো। আঙুলগুলো অবশ্য বেশ লম্বা লম্বা। বাবার চেয়ে তার বয়স কিছুটা বেশিই হবে। কিন্তু দাদার চেয়ে কম। তবুও তার বয়স কম বলা যাবে না। যদিও ব্রুনো আউট-উইথে আসার আগে পাভেলকে কখনও দেখেনি, তবুও তার কেন যেন মনে হলো সে আগে হয়ত দাড়ি রাখতো।

কিন্তু এখন আর রাখে না।

"আমি ব্যাপারটা বুঝলাম না," ব্রুনো বলল। "আপনি যদি একজন ডাক্তারই হয়ে থাকেন তবে এখানে ওয়েটারগিরি করছেন কেন? আপনার তো কোন হাসপাতালে কাজ করা উচিত।"

উত্তর দেয়ার আগে পাভেল বেশ খানিকটা সময় ইতস্ততবোধ করলো। এই সময়টাতে ব্রুনো আর কিছু বলল না। কেন যেন তার মনে হলো পাভেলের কথা বলার আগ পর্যন্ত চুপ করে থাকাটাই ভদ্রতা হবে।

"এখানে আসার আগে আমি প্র্যাকটিসই করতাম," অবশেষে বলল সে।

"প্র্যাকটিস?" ব্রুনো বুঝতে পারলো না। এরকম কথা সে আগে কখনও শোনেনি। "আপনি কি ভালো ছিলেন না তখন ডাক্তার হিসেবে?"

পাভেল ছোট করে হাসি দিলো একটা। "বেশ ভালো ডাক্তারই ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি একজন ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম। তোমার বয়সি থাকতেই।"

"কিন্তু আমি একজন অভিযাত্রি হতে চাই," ব্রুনো বলল।

"আশা করি তুমি সেটা হবে," পাভেল বলল।

"ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

"এই পর্যন্ত কিছু আবিষ্কার করেছো নাকি তুমি?"

"বার্লিনে আমাদের আগের বাসাটাতে অনেক কিছু আবিষ্কার করা যেত," ব্রুনো আগের কথা চিন্তা করে বলল। "কিন্তু ওই বাসাটা এর চেয়ে অনেক বড় ছিল। আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত বড় ছিল। তাই কিছু না কিছু পেয়েই যেতাম। কিন্তু এখানে আসার পর সব বদলে গিয়েছে।"

"এখানে আসলেই সব বদলে গিয়েছে," পাভেল একমত প্রকাশ করলো ব্রুনোর সাথে।

"আপনি আউট-উইথে কবে এসেছেন?" জানতে চাইলো ব্রুনো।

পাভেল ছুরি আর গাজর নিচে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলো। "আমার মনে হয় আমি জন্মের পর থেকেই এখানে আছি," অবশেষে বলল শান্ত স্বরে।

"এখানেই বড় হয়েছেন আপনি?"

"না," মাথা নেড়ে জবাব দিলো পাভেল। "এখানে বড় হইনি।"

"কিন্তু আপনিই তো কেবল বললেন–"

সে কথাটা শেষ করার আগেই বাইরে মা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল। আর সেটা শোনার সাথে সাথে চমকে চেয়ার থেকে উঠে সিঙ্কের কাছে গিয়ে গাজর ছিলতে শুরু করলো পাভেল। কথাবার্তা বলা আবার বন্ধ হয়ে গেল তাদের।

"একি অবস্থা তোমার? কি হয়েছে?" মা রান্নাঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন। নিচু হয়ে ব্রুনোর হাটুর কাটা জায়গাটা দেখতে লাগলেন তিনি।

"একটা দোলনা বানিয়েছিলাম আমি, এরপর ওটা থেকে ঝুলতে গিয়ে পড়ে গিয়েছি," ব্রুনো বলল। "দোলনাটা যখন আবার আমাকে ধাক্কা দিলো তখন পড়ে যাওয়ার আগেই পাভেল এসে আমাকে ধরে ফেলেন। এরপরে তিনিই আমাকে এখানে নিয়ে এসে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন সুন্দর করে। আমি একটুও কাঁদিনি তখন, তাই না পাভেল?"

পাভেল একটু ঘুরে দাঁড়াল তাদের দিকে কিন্তু মাথা উঁচু করে তাকালো না। "মাস্টার ব্রুনোর ক্ষতটা পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি," আস্তে করে বলল সে। "চিন্তা করার মত কিছু হয়নি।"

"চুপচাপ তোমার ঘরে যাও এখন ব্রুনো," মাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছেন তিনি।

"কিন্তু আমি–"

BanglaBook.org

"তর্ক করো না আমার সাথে। তোমার ঘরে যাও।"

ব্রুনো চেয়ার থেকে উঠে তার খারাপ পায়ে (ব্যথা পাওয়া পা'টাকে সে এই নামেই ডাকবে বলে ঠিক করেছে) ভর দিয়ে দাঁড়াল। তেমন একটা ব্যথা নেই। ঘুরে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে গেল সে। কিন্তু যেতে যেতে ঠিকই শুনলো, মা পাভেলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। এটা শুনে তার মনটা ভালো হয়ে গেল। সবাই নিশ্চয়ই এটা বুঝতে পারছে, পাভেল না থাকলে সে হয়ত রক্তক্ষরণে মরেই যেত।

তবে ওপরে ওঠার আগে মা'র আরেকটা কথা কানে আসলো তার। পাভেলের উদ্দেশ্যেই বলেছেন সেটা।

"কমান্ড্যান্ট যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমরা বলবো আমিই ব্রুনোর ক্ষতস্থানটা পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি।"

কথাটা শুনে মাকে খুবই স্বার্থপর বলে মনে হলো তার। এমন একটা কাজের কৃতিত্ব তিনি নিচ্ছেন যেটা তিনি করেনইনি!

BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

এখানে আসার পর যে-দুজন মানুষের কথা ব্রুনোর সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তারা হচ্ছেন দাদা আর দাদি। বার্লিনে ব্রুনোদের বাসার খুব কাছেই ফলের দোকানগুলোর পাশে একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন তারা। ব্রুনোরা যখন আউট-উইথে আসে তখন দাদার বয়স ছিল তিয়াত্তর বছর। ওর মনে হয়, দাদাই এই পৃথিবীর সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। একবার সে হিসেব করে দেখেছিল, তার এখন যত বয়স, এরকম আটবার বাঁচলেও সে দাদার থেকে এক বছর ছোট থেকে যাবে।

দাদা তার জীবনের প্রায় পুরোটা সময়ই কাটিয়েছেন শহরে একটা রেস্তোরাঁতে। ঐ রেস্তোরাঁতেই ব্রুনোর বন্ধু মার্টিনের বাবা বাবুর্চি হিসেবে কাজ করতেন। যদিও দাদা সেখানে এখন আর রান্না কিংবা অন্য কাজ করেন না তবুও তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটান। রেস্তোরাঁর বারে বসে খদ্দেরদের সাথে কথা বলতেন তিনি বিকেলবেলা। বিকেলের খাওয়াটাও সেখানেই সারতেন। আর রেস্তোরাঁ বন্ধ হওয়ার পর বন্ধুদের সাথে হাসতে হাসতে বাসায় ফিরতেন।

অবশ্য দাদির বয়স ওর অন্য বন্ধুদের দাদিদের বয়সের তুলনায় বেশ কম। ব্রুনো যেবার শুনেছিল দাদির আসল বয়স কত সেবার সে বেশ অবাকই হয়েছিল। বাষট্টি বছর। তরুণ বয়সে একটা কনসার্ট শেষ করার পর দাদার সাথে দেখা হয়েছিল তার। তখনই কোনভাবে দাদা তাকে পটিয়ে ফেলেন। কিছুদিন বাদে বিয়েও করেন তারা। পুত্রবধূর মতনই তার চুলের রঙও লাল আর চোখের রঙ উজ্জ্বল সবুজ। তিনি দাবি করেন তার পরিবারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ একজন আইরিশ ছিলেন। কোন অনুষ্ঠান তখনই পুরোদমে জমে উঠতো যখন দাদি তার পিয়ানোটা বাজানো শুরু করতেন। কেউ না কেউ তাকে গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতেনই।

"কি বললেন?" প্রতিবার তিনি বুকে হাত দিয়ে প্রশ্নটা করতেন। যেন সেটা শুনে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে, "একটা গান শুনতে চান? সেটা কীভাবে সম্ভব? গান গাওয়ার দিনগুলো সেই কবেই পেছনে ফেলে এসেছি।"

"না না, গান তো আপনাকে গাইতেই হব," সবাই বলে উঠতো। কিছুক্ষণ

BanglaBook.org

পরে দাদিও ক্ষান্ত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিয়ানোর দায়িত্বে থাকা লোকটার উদ্দেশে বলতেন : *লা ভিয়ে এন রোজ*, ই মাইনরে ধরুন।

ব্রুনোদের বাসায় যে পার্টিগুলো হত সেগুলো এভাবেই চলত। অবশ্য মা যখন সবাইকে রান্নাঘরে ডাক দিতেন তখন কিছুটা ভাটা পড়ত উৎসাহে। কিন্তু বাবা সবসময় গান শোনার জন্যে থেকে যেতেন, সাথে ব্রুনোও। কারণ দাদির ঐ মধুর কণ্ঠের গান শুনে সবাই যেরকম বাহবা দিত সেটা দেখে তার খুবই গর্ব হতো। তাছাড়াও *লা ভিয়ে এন রোজ* গানটা শোনার পর তার সাড়া শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যেত।

দাদি চাইতেন ব্রুনো আর গ্রেটেলও যেন তার পথ অনুসরণ করে। প্রতিবার ক্রিসমাসে তিনি নাটকের ব্যবস্থা করতেন যেটাতে তারা তিনজন অভিনয় করতো। দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন দাদা, বাবা আর মা। নাটকগুলো তিনি নিজেই লিখতেন। ব্রুনোর মনে হত, দাদি তার নিজের চরিত্রের জন্যে সেরা সংলাপগুলো রেখে দিতেন, যদিও এটাতে সে কিছু মনে করতো না। এছাড়াও তিনি তাকে আর গ্রেটেলকে দিয়ে গান গাওয়াতেন কিংবা জাদু দেখাতেন। নাটকগুলো শেষ হত ব্রুনোর একটা লম্বা কবিতা পাঠের মাধ্যমে। যদিও কবিতার কঠিন কঠিন কথাগুলো মনে রাখতে ব্রুনোকে বেশ বেগ পেতে হত, তবুও যতবার সে কবিতাগুলো পড়ত ততবারই আগের চেয়ে বেশি ভালো লাগতো।

কিন্তু নাটকের সেরা আকর্ষন এটা ছিল না। ব্রুনোর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগত দাদি তার আর গ্রেটেলের জন্যে যে কস্টিউমগুলো বানাতেন সেগুলো। নাটকে তার অংশ যতই ছোট হোক না কেন কিংবা যতই কম সংলাপ বরাদ্দ থাকুক না কেন তার জন্যে প্রতিবারই তাকে রাজকুমার কিংবা আরব শেখ সাজতে হত। একবার তো রোমাণ গ্লাডিয়েটরও সেজেছিল ও। সুন্দর সুন্দর মুকুট পরত। আর মুকুট না থাকলে থাকতো পাগড়ি। কেউ আগে থেকে জানতো না, দাদি এবার কি চমকের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু ক্রিসমাসের কয়েকদিন আগে থেকে ব্রুনো আর গ্রেটেলকে রিহার্সেলের জন্যে যেতে হত।

অবশ্য শেষবারের নাটকে খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ব্রুনোর সেই কথাটা মনে পড়লে এখনও মন খারাপ হয়ে যায়। যদিও সে বুঝে উঠতে পারেনি ঠিক কি কারনে ঝগড়াটা হয়েছিল।

নাটকের এক সপ্তাহ আগে বাসায় খুব উৎসবমুখর পরিবেশ ছিল। কারণ মারিয়া, বাবুর্চি আর অন্য কর্মচারীরা বাবাকে 'কমান্ড্যান্ট' বলে ডাকা শুরু করেছিল তখন থেকেই। সৈন্যরাও এমনভাবে তাদের বাসাতে আসা যাওয়া শুরু

BanglaBook.org

করে যেন ওটা তাদের নিজেদেরই বাড়ি। কয়েক সপ্তাহ ধরেই ওরকম কাটছিল। একে তো কিছুদিন আগেই তাদের বাসায় স্বয়ং 'ফিউরি' এসেছিলেন, সাথে ঐ সুন্দরি মহিলা। এরপরেই তো বাবাকে সবাই 'কমান্ড্যান্ট' বলে ডাকতে শুরু করে। মা ব্রুনোকে বলেছিলেন, সে যাতে বাবাকে অভিনন্দন জানায়। ব্রুনো জানিয়েছিলও। যদিও সত্যি কথা বলতে (যেটা সে সবসময়ই চেষ্টা করে বলার) সে তখন বুঝে উঠতে পারেনি, কেন বাবাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

ক্রিসমাসের দিন বাবা তার ইউনিফর্মটা প্রথম পরেছিলেন। একদম চকচক করছিল সেটা। বাবা এখনও সেটা প্রতিদিনই পরেন। সেবার সবাই তাকে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ওখানে অন্য যেসব সৈন্যরা ছিল তারা সবাই বাবার দ্যুতির কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ওটা অবশ্যই বিশেষ কোন পোশাক ছিল। ব্রুনো বেশি খুশি হয়েছিল যখন বাবা তাকে তার নিজের টুপিটা কিছুক্ষণের জন্যে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

দাদাকে দেখেও খুব গর্বিত মনে হলেও একমাত্র দাদিকে দেখেই কেমন যেন হতাশ লাগছিল। সেদিনের নাটক আর রাতের খাবারের পর দাদি চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে বাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরপরই মাথা নাড়ছিলেন যেন বাবা খুব হতাশাজনক কিছু একটা করেছেন।

"আমার কি মনে হয় জানো, রালফ? তোমাকে যে এতটা বছর নাটক করিয়েছি আমি, সেটাই বোধহয় কাল হয়েছে তোমার জন্যে। অন্যের হাতের পুতুল হয়ে গেছো তুমি।"

"মা, আপনি জানেন এখন এসব কথা বলার জন্যে ঠিক সময় নয়," বাবা আস্তেই কথা বলছিলেন প্রথম দিকে।

"এই ইউনিফর্মটা পরে তুমি এমন ভাব ধরেছো যেন বিশাল কিছু একটা হয়ে গেছো। অথচ তুমি নিজেও বুঝতে পারছো এর অর্থ কি?"

"ন্যাটালি, আমরা তো আগেই আলাপ করেছিলাম, এব্যাপারে আমরা এখানে কথা বলবো না," দাদা বলেছিলেন। অবশ্য তিনি নিজেও এটা জানতেন, দাদি যখন কিছু বলবেন বলে মনস্থির করেন তখন তাকে থামানোর কোন উপায় থাকে না।

"তুমি আলাপ করেছিলে, ম্যাথিয়াস...আমি না," দাদি বলেন।

"এটা একটা অনুষ্ঠান, মা," বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন। "ক্রিসমাসের সময় এরকম তর্ক না করাটাই ভালো।"

"প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুর কথা আমার মনে আছে," দাদা বেশ গর্বিতভাবেই বলেছিলেন। "তুমি আমাদের কাছে এসে বলেছিলে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছো।

BanglaBook.org

আমরাও কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য করিনি। কারণ আমরা ভেবেছিলাম এতে ক্ষতির কিছু নেই।"

"ক্ষতি যে হয়েছে তা তুমি ওর দিকে তাকালেই বেশ বুঝতে পারছো, ম্যাথিয়াস," দাদি বলেছিলেন।

"এখন নিজের অবস্থানটা চিন্তা করো তুমি," দাদা বলতে লাগলেন দাদিকে উপেক্ষা করে। "তোমাকে এখানে দেখে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠছে। নিজের দেশের জন্যে এভাবে ক'জন কাজ করে? বিশেষ করে যখন দেশটাকে ওভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।"

"তুমি কি বুঝতে পারছো, তোমার কথাগুলো কতটা হাস্যকর শোনাচ্ছে?" দাদাকে উদ্দ্যেশ্য করে বলেন দাদি। "আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের দু-জনের মধ্যে কে বেশি আহাম্মক।"

"কিন্তু ন্যাটালি, আপনার কি মনে হচ্ছে না, ইউনিফর্মটা পরার পর আপনাদের ছেলেকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে?" মা দাদিকে ঠান্ডা করার জন্য বলেছিলেন।

"সুন্দর!" দাদির গলা শুনে মনে হচ্ছে যেন তিনি একদল পাগলের সাথে কথা বলছেন। "তোমার কাছে কি দুনিয়ায় এই জিনিসটাই সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হয়? সুন্দর লাগা?"

"আমাকে কি এই রাজকুমারের পোশাকে সুন্দর লাগছে না?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। কথাটা বলেই ব্রুনো বুঝতে পারলো বড় একটা ভুল করে ফেলেছে সে। সবার নজর এখন তার আর গ্রেটেলের দিকে ঘুরে গেল। ওদের কথা যেন সবাই ভুলেই গিয়েছিল।

"বাচ্চারা, ওপরে যাও," মা দ্রুত বলেন। "যার যার ঘরে।"

"কিন্তু আমরা এখনই উপরে যেতে চাই না," গ্রেটেল প্রতিবাদ করে বলল। "আমরা এখানেই খেলতে চাই।"

"না, এখনই উপরে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দেবে তোমরা," মা আবার বলেছিলেন।

"তোমাদের কাজ তো এই একটাই, সুন্দর সুন্দর ইউনিফর্ম পরে বসে থাকা," বাচ্চাদের পুরোপুরি উপক্ষা করে বলে উঠেছিলেন দাদি। "আর এসব পরেই সবচেয়ে খারাপ কাজগুলো করো তোমরা। আমার লজ্জা লাগছে, রালফ। কিন্তু আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না। দোষটা আসলে আমারই।"

"ওপরে যাও! এখনই," এবার এমন সুরে বলেছিলেন মা, ওদের পক্ষে আর তাকে অমান্য করো সম্ভব হয়নি।

BanglaBook.org

কিন্তু ওরা তখনই ওপরে তাদের ঘরে গিয়ে ঢোকেনি. বরং সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে নিচের কথা শুনেছিল। বাবা আর মা বেশ শান্তভাবেই কথা বলছিলেন। দাদার তো গলাই শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু দাদির চিৎকারের আওয়াজ তারা স্পষ্ট শুনতে পারছিল। কিছুক্ষণ পরে নিচের দরজাটা শব্দ করে খুলে গেলে গ্রেটেল আর ব্রুনো তাড়াতাড়ি ঘরের সামনে চলে গিয়েছিল। দাদি হ্যাঙ্গার থেকে তার কোটটা নিচ্ছিলেন।

"লজ্জিত আমি," চিৎকার করে বলেছিলেন তিনি বের হয়ে যাওয়ার আগে। "লজ্জিত কারণ আমার ছেলে একজন–"

"দেশপ্রেমিক," বাবাও একই সুরে তার কথাটা শেষ করে দিয়েছিলেন। মনে হয় তাকে কখনও এটা শেখানো হয়নি বড়দের কথা বলার মাঝখানে কথা বলতে হয় না।

"হুহ, দেশপ্রেমিক না ছাই! ঐ ইউনিফর্মে তোমাকে দেখার আগে চোখদুটো টেনে বের করে ফেলা উচিত ছিল আমার," যাওয়ার আগে দাদির শেষ কথা ছিল এটাই।

এরপরে ব্রুনোর সাথে দাদির আর তেমন একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। এমনকি আউট-উইথে চলে আসার আগে তার কাছ থেকে বিদায়ও নেয়া হয়নি। কিন্তু দাদির কথা খুব মনে পড়ে তার। সে ঠিক করলো, দাদিকে একটা চিঠি লিখবে।

ঐদিন বিকেলে একটা কাগজ আর কলম নিয়ে বসে সে লিখল, এই জঘন্য জায়গাটাতে থাকতে তার কতটা খারাপ লাগছে। সে চায় আবার তার বার্লিনের বাসায় ফিরে যেতে। এছাড়াও লিখল এখানকার বাগানের কথা, উঁচু উঁচু খাম্বাগুলোর কথা, ওগুলোর ওপরের তারকাটার কথা। বিশেষভাবে বলল ঐ কুড়েঘরগুলোতে থাকা ডোরাকাটা পাজামা আর কাপড়ের টুপি পরা মানুষগুলোর কথা। সবশেষে লিখল, দাদা-দাদির কথা তার ভীষণ মনে পড়ে।

লেখা শেষ করে সই করলো 'ইতি–তোমার আদরের, ব্রুনো' বলে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

এরপরের বেশ কয়েকটা দিন আউট-উইথে তেমন কোন কিছুই ঘটল না। সব কিছু ঐ একঘেয়ে তালে চলতে লাগলো।

ব্রুনোকে এখনও গ্রেটেলের সাথে মানিয়ে চলতে হয়। তবে দিন দিন গ্রেটেলের ব্যবহার কেমন যেন আরো বেশি রুক্ষ হয়ে উঠছে। তার মেজাজ খারাপ থাকলে তো কথাই নেই, যা মুখে আসে তাই বলে। ব্রুনো অবশ্য খুব একটা পাত্তা দেয় না এটাকে। বোন থাকলে এমন তো করবেই।

সে এখনও বার্লিনের বাসাটাতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক, যদিও তার স্মৃতি থেকে ওখানকার বেশ কয়েকটা জিনিস ইতিমধ্যেই ঝাপসা হয়ে যেতে শুরু করেছে। আর গত কয়েকসপ্তাহ ধরে দাদা-দাদিকে চিঠিও পাঠানো হচ্ছে না। যদিও সে প্রতিদিনই ভাবে আজ লিখবে। কিন্তু কাগজ কলম নিয়ে বসাই হচ্ছে না, পাঠানো তো দূরে থাক।

সপ্তাহে প্রতিদিনই সৈন্যরা অবাধে তাদের বাসায় আসা যাওয়া করে। বাবার ঘরে দরজা লাগিয়ে বৈঠক করে। ব্রুনোর কিন্তু এখনও ওঘরে ঢোকা মানা। আর লেফটেন্যান্ট কটলার তো আছেই। কালো রঙের বুটজোড়া পরে সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই। যখন সে বাবার সাথে থাকে না তখন তার কাজ হচ্ছে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে গ্রেটেলের সাথে কথা বলা। সে যাই বলুক না কেন, তার জবাবে গ্রেটেলের শুধু একটাই কাজ–হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগির মত হাসা, আর আঙুল দিয়ে চুল নাড়াচাড়া করা। মাঝে মাঝে মা'ও গল্প করেন তার সাথে।

বাড়ির চাকরেরাও নিয়মিত আসা যাওয়া করে। ঘর ঝাড়ু দেয়, রান্না করে, এটা-সেটা আগিয়ে দেয়। তাদের মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোয় না। মারিয়াও তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ব্রুনোর কোন জামাকাপড় যদি আধোয়া অবস্থায় থাকে কিংবা ভাঁজ না করা থাকে তবে সে ওগুলো ধুয়ে, ইস্ত্রি করে ড্রয়ারে গুছিয়ে রাখে। বুড়ো পাভেলও প্রতিদিন বিকেলে সব্জি ছোলার জন্য আসেন। এরপরে সাদা জ্যাকেট পরে রাতের খাবার এগিয়ে দেন। (মাঝে মাঝে ব্রুনো খেয়াল করে দেখেছে, পাভেল তার হাটুর কাটা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেটা এখন কেবল লাল একটা দাগ ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু ওটুকুই, এরচেয়ে বেশি আর কোন কথাবার্তা কিংবা অঙ্গভঙ্গিও হয় না ওদের মাঝে)।

BanglaBook.org

কিন্তু এরপরেই কিছু পরিবর্তন আসল। বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, বাচ্চাদের আবার পড়াশোনায় ফিরে যাওয়া উচিত। যদিও ব্রুনোর কাছে ব্যাপারটা একদমই পছন্দ হয়নি যে, মাত্র দু-জন ছাত্র-ছাত্রি থাকা সত্ত্বেও স্কুল চলবে, তবুও মা-বাবা মিলে ঠিক করলেন যে একজন শিক্ষক এসে প্রতিদিন তাদের নিয়ম করে সকালে আর বিকেলে পড়াবেন। এর কিছুদিন পরে সকালে মি. লিস্ত নামে একজন লোক এসে হাজির হলো ওদের বাসায়। আর পড়াশোনা শুরু হয়ে গেল আবার। মি. লিস্ত ব্রুনোর কাছে এক চলমান রহস্য। যদিও বেশিরভাগ সময় তিনি ব্রুনোর সাথে বেশ হাসিখুশিভাবেই কথা বলতেন, তবুও ব্রুনোর মনে হত তিনি ভেতরে ভেতরে রেগে আছেন। খালি ফেঁটে পড়ার অপেক্ষা।

মি. লিস্তের প্রিয় বিষয় হল ইতিহাস ও ভূগোল। যদিও ব্রুনোর কেবল গল্পের বই আর শিল্পসাহিত্য সম্পর্কিত জিনিস পড়তেই বেশি ভালো লাগে।

"এসব ছাইপাঁশ শিখে তোমার কোন কাজ নেই," মি. লিস্ত জোর দিয়ে বলতেন। "এর চেয়ে সামাজিক বিজ্ঞান পড়লে তোমার লাভ হবে বেশি।"

"কিন্তু দাদির সাথে তো আমরা অনেক নাটক করেছি বার্লিনে," ব্রুনো পাল্টা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করল।

"তোমার দাদিমা তো আর তোমার শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন কি?" মি. লিস্ত জিজ্ঞেস করলেন। "তিনি ছিলেন তোমার দাদিমা। আর আমি তোমার শিক্ষক। তাই আমি যা যা বলব তুমি সেগুলোই পড়বে। তোমার ইচ্ছেমত বিষয় নয়, কেমন?"

"কিন্তু পাঠ্যবইয়ের বাইরের বই পড়ার কি কোনই দরকার নেই?"

"যেসব বই পড়লে দুনিয়া সম্পর্কে জানতে পারবে সেগুলো পড়ার তো অবশ্যই দরকার আছে," মি. লিস্ত ব্যাখ্যা করে বললেন। "কিন্তু ওসব গল্পের বই পড়ে কোন লাভ নেই। কারণ ওগুলো কখনও ঘটেনি, আর ভবিষ্যতে ঘটবে সেরকম সম্ভাবনাও কম। তুমি তোমার ইতিহাস সম্পর্কে কতটা জানো বলো তো, ব্রুনো?" (মি. লিস্ত তাকে নাম ধরেই ডাকেন, অন্তত ঐ হতচ্ছাড়া লেফটেন্যান্টটার 'ছোট্ট বন্ধু' ডাকের চেয়ে এটা মেনে নেয়া যায়।)

"আসলে অল্প কিছু বিষয় তো জানিই। এই যেমন আমার জন্ম উনিশশো চৌত্রিশ সালের পনেরোই এপ্রিল," ব্রুনো বলতে লাগলো।

কিন্তু কথার মাঝেই মি. লিস্ত তাকে থামিয়ে বলল, "আমি তোমার ব্যক্তিগত ইতিহাসের কথা জিজ্ঞেস করিনি। আমি ইতিহাস বলতে বুঝিয়েছি তোমার পূর্বপুরুষদের কথা, তারা কেমন সংস্কৃতি থেকে এসেছেন? কিংবা তোমার এই পিতৃভূমির ইতিহাস সম্পর্কে কতটা জানো তুমি?"

ব্রুনো কপাল ঘুঁচো করে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলো। ও

BanglaBook.org

আসলে নিশ্চিত না, ওর পিতার বার্লিনে ঠিক কতটা জমি আছে। কারণ ওখানকার বাসাটা বড় হলেও ওটার চারপাশে বাগানটা তেমন একটা বড় ছিল না। আর সে ছোট হলেও এটা অন্তত বোঝে, এই আউট-উইথের মালিক তারা নয়। "তেমন কিছু না," অবশেষে সে স্বীকার করলো। "যদিও মধ্যযুগ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি। তখনকার নাইট আর তাদের অভিযানের গল্প পড়তে আমার খুব ভালো লাগে।"

মি. লিস্ত জিহ্বা দিয়ে একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে মাথা নাড়তে লাগলেন। "আমি এই ব্যাপারটা পরিবর্তন করতেই এখানে এসেছি," ভয়ানক স্বরে বললেন তিনি। "তোমার মাথা থেকে ঐ গল্পের বইয়ের ভুতগুলোকে তাড়িয়ে, আসল ইতিহাস সেখানে ঢোকাতে হবে। তোমার জানতে হবে, তোমার পিতৃভূমির ওপর কিরকম অত্যাচার করা হয়েছে অতীতে।"

ব্রুনো জবাবে মাথা নাড়ল কেবল। সে এটা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছে, অবশেষে কেউ তাকে এটা ব্যাখ্যা করবে কেন তাদের বার্লিনের ঐ সুন্দর বাসাটা ছেড়ে এখানে এসে উঠতে হয়েছে। তার পিতৃভূমির উপর এর চেয়ে বেশি আর কীইবা অত্যাচার করা যেতে পারে?

এর কয়েকদিন পরের কথা। ব্রুনো তার ঘরে বসে মনে করার চেষ্টা করছে বার্লিনের বাসাটায় থাকতে সে কি কি কাজ করত যেটা সে এই আউট-উইথে আসার পরে একদমই করেনি? এর মধ্যে যেগুলোর কথা মনে পড়ল সে তার বেশিরভাগই এখানে করা সম্ভব নয় কারণ এখানে তার বন্ধু বলতে কেউ নেই। আর গ্রেটেলের সাথে খেলার তো প্রশ্নই আসে না। এই সময় একটা কথা মাথায় আসাতে বেশ খুশি হয়ে উঠলো। বার্লিনে থাকতে সে মাঝেই মাঝেই একা একা অভিযানে বেরোত।

"আমি যখন ছোট ছিলাম," নিজের সাথেই কথা বলা শুরু করলো সে। "অভিযানে বেরুতাম আমি। একা একা বার্লিনের এরাস্তা থেকে ওরাস্তা চষে বেড়াতাম। কিন্তু ঐ শহরে চোখে কাপড় বেঁধে ছেড়ে দিলেও তো আমি ঠিকই রাস্তা খুঁজে বের করে ফেলতে পারবো। এখানকার ব্যাপার ভিন্ন। এতদিনে বোধহয় সত্যিকারের অভিযানে বের হবার সময় হয়েছে।"

এরপরেই সে তার মত বদলে ফেলার আগেই ওয়ার্ডরোব থেকে একটা ওভারকোট আর একজোড়া পুরনো বুট বের করে নিয়ে বাসা থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। তার ধারণা সত্যিকারের পরিব্রাজকেরা এসব পরেই অভিযানে বের হন।

বাসার ভেতরে অভিযান করে তো আর কোন লাভ নেই। এটা তাদের বার্লিনের বাসাটার মত হলেও একটা কথা ছিল। ওখানে তো কত গোপন

BanglaBook.org

জায়গা ছিল। পাঁচতলা বাসাটার কতকিছু আবিষ্কার করার কথা ছিল তার, আর কি হলো। আর এই বাসাটা! ভাবলেও রাগ লাগে। এখানে অভিযান করতে হলে বাইরেই বেরোতে হবে।

এই যে কয়েকমাস ধরে ব্রুনো তার জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে যাচ্ছে। ওখানকার বাগানের দাগওয়ালা বেঞ্চিটা কিংবা টেলিগ্রাফের খাম্বাগুলো আর লম্বা বেড়াটা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে সে। দাদিকে চিঠিতে সে উদ্ভট ডোরাকাটা পাজামা পরা যে লোকগুলোর ব্যাপারে লিখেছিল তাদের কথা মনে হলো ওর আজ। একটু অবাকই হলো এটা ভেবে যে, ওখানে আসলে কি ঘটছে এসম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।

ওটা যেন ভিনগ্রহের কোন শহর। ওখানকার বাসিন্দারা সবসময় একসাথে থাকছে আর কাজ করছে। তাদের সবার পরণে ঐ ডোরাকাটা পাজামা আর কাপড়ের ডোরাকাটা টুপি। তারা কি সবাই এক জাতের মানুষ নাকি? ওদের বাসাতেও কিন্তু প্রায় একই অবস্থা (মা, গ্রেটেল আর সে বাদে)। এখানেও সবাই নানারকম ইউনিফর্ম পরে থাকে। অবশ্য এখানে সবার বুকে কিংবা বাহুতে কোন না কোন ব্যাজ কিংবা তারা লাগানো থাকে। অনেকের হাতে লাল রঙের কাপড়ও বাধা থাকে। আর সবার সাথে থাকে বন্দুক। খুবই গম্ভীর তারা, যেন সবসময় এরকম গম্ভীর না থাকলেই নয়।

কিন্তু আসলে পার্থক্যটা কোথায়? এটা কে ঠিক করে, কারা ডোরাকাটা পাজামা পরবে আর কারা ইউনিফর্ম পরবে?

অবশ্য মাঝে মাঝে দু'দলের লোকের মাঝে অদলবদলও হয়। সে বেড়ার ওপারে এখানকার ইউনিফর্ম পরা লোকদের যেতে দেখেছে। অবশ্য একটা জিনিস দেখেই বুঝতে পেরেছে সে, কর্তৃত্ব এখানকার লোকদের হাতেই। পাজামা পরা লোকগুলো তাদের দেখলেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। কিংবা কখনও কখনও মাটিতে শুয়েও পড়ে। মাঝে মাঝে এমনভাবে শুয়ে থাকে যে, অন্য লোকদের এসে তাদের বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

আচ্ছা, আমি ঐ লোকগুলোর ব্যাপারে কখনও চিন্তা করিনি কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করলো ব্রুনো। আরেকটা বিষয় চিন্তা করে বেশ মজা পেল সে, ওপারের লোকেরা কিন্তু কখনও এপারে আসেনি। কিন্তু এখানকার লোকেরা নিয়মিত ওপারে যায়। এমনকি বাবাকেও সে কয়েকবার আবিষ্কার করেছে ওখানে। ওদেরকে কেন ওখানে দাওয়াত দেয়া হয় না ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকলো না।

হঠাৎ হঠাৎ ওদের বাসায় কিছুসংখ্যক সৈনিক রাতের খাবারটাও সারেন। যদিও খুব কমই ঘটেছে ব্যাপারটা। ঐদিনগুলোতে খাবার টেবিলে নানা ধরণের

BanglaBook.org

পানীয় পরিবেশন করা হয়। ব্রুনো আর গ্রেটেলের খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র তাদের উপরের ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপরে নিচ থেকে বেসুরো গলার গান ভেসে আসে। মা-বাবা অবশ্য ঐসব সৈন্যদের সঙ্গ পছন্দ করেন এটা ব্রুনো বুঝতে পারে। কিন্তু পাজামা পরা লোকগুলোকে কখনো রাতের খাবারের জন্যে দাওয়াত দেয়া হয় না।

বাসার বাইরে বের হয়ে ব্রুনো পেছনের দিকে চলে গেল। এখান থেকে তাকালে অবশ্য তার ঘরের জানালাটা অত উঁচুতে মনে হয় না। ওখান থেকে লাফিয়ে নিচে নামলেও মনে হয় তেমন একটা ব্যথা পাওয়া যাবে না। অবশ্য ওখান থেকে লাফ দেয়ার মত অবস্থা কোনদিন সৃষ্টি হবে বলেও মনে হয় না। তবে বাসায় যদি কখনও আগুন লাগে কিংবা জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটা ভিন্ন কথা। তবুও একটা ঝুঁকি রয়েই যায়।

সে ডানদিকে তাকিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখতে লাগলো। টেলিগ্রাফের খাম্বা আর বেড়ার কোন শেষ নেই যেন। খুশিই হল সে দৃশ্যটা দেখে। ওগুলোর শেষ কোথায় এটা সে আবিষ্কার করতে পারে। যেকোন অভিযানের মূল উদ্যেশ্য তো এটাই, অজানাকে জানা। (মি. লিস্তের ক্লাস থেকে অন্তত একটা আকর্ষনীয় ব্যাপার জানতে পেরছে সে–ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আবিষ্কারের কথা। বড় হয়ে সে-ও ওরকম অজানার উদ্দ্যেশ্যে পাড়ি জমাবে)।

কিন্তু ওদিকে যাবার আগে শেষ একটা কাজ সেরে নিতে হবে। বাগানের ঐ সাদা দাগওয়ালা বেঞ্চিটা একটু খতিয়ে দেখতে হবে। ওটার পাশে ফলকের মত একটা জিনিসে কি যেন একটা লেখা আছে, তার ঘর থেকে সেটা পড়া যায় না। আজ সেটার পাঠোদ্ধার করবে সে। ডানে বামে দেখে সে এক দৌড়ে বেঞ্চিটার কাছে পৌছে গেল। পিতলের একটা ফলকের উপর কিছু লেখা আছে। সে চোখ সরু করে ওগুলো পড়া শুরু করলো।

"আউট-উইথ ক্যাম্পের উদ্বোধন উপলক্ষে উপহারস্বরূপ..." সে পড়তে লাগলো। "জুন, ১৯৪০।"

হাত বাড়িয়ে লেখাটা একবার স্পর্শ করে দেখলো সে। পিতলের বোর্ডটা এত ঠাণ্ডা হয়ে আছে সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

গভীরভাবে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। একটা ব্যাপার মাথা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলো ব্রুনো, বাবা-মা দু'জনেই বেশ কয়েকবার করে বলেছেন এদিকে হাঁটাচলা না করতে, ক্যাম্পের কাছাকাছি না যেতে। বিশেষ করে আউট-উইথে ব্রুনোর অভিযানের ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে।

আর কখনও যাতে এর ব্যতিক্রম না ঘটে সে কথাও বলা আছে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

তারকাটার বেড়াটা ধরে ব্রুনো হাটছে তো হাটছেই, এর কোন শেষ নেই যেন। সে প্রাথমিকভাবে যা ধারণা করেছিল তার চেয়ে অনেক লম্বা এটা। মাইলের পর মাইল ধরে বিস্তৃত। পেছনে ওদের বাসাটা ছোট হতে হতে একসময় দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে। আর বেড়ার ওপাশেও এখন আর কোন কুড়েঘর দেখা যাচ্ছে না। ব্রুনো বুঝলো না এরকম ধু ধু প্রান্তর তারকাটা দিয়ে আলাদা করে রাখার কী মানে। আরো অবাক করা বিষয় হলো, এ পর্যন্ত অন্য কোন মানুষের দেখা পায়নি সে। আর বেড়াটার গায়ে কোন লুকোনো দরজাও নেই। আজকের অভিযান যে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে সেটা সে এখন থেকেই বুঝতে পারছে।

আরো প্রায় এক ঘন্টা হাটার পর ব্রুনোর ক্ষিদে পেয়ে গেল। আজকের মত অভিযানে ক্ষান্ত দিয়ে বাসায় ফিরে যাবার সময় হয়েছে–নিজেকেই বোঝাল সে। ঠিক এই সময়টাতে দূরে একটা বিন্দুর মত কিছু একটা ব্রুনোর চোখে পড়ল। একটা গল্পের কথা তার মনে পড়ে গেল–সেখানে এক অভিযাত্রি মরুভূমিতে সারাদিন হাটতে হাটতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর তখনই চোখের সামনে সুন্দর সুন্দর ফলের বাগান আর ঝর্ণা দেখতে পায়। কিন্তু সে যতই ওগুলোর দিকে আগায়, সেগুলো ততই পিছিয়ে যায়। ব্রুনো চিন্তা করতে লাগলো যে তার সাথেও এমন কিছু ঘটছে কিনা।

কিন্তু চিন্তাটা মাথায় ঘুরপাক খাওয়ার সময় সে আপনাআপনিই ঐ বিন্দুটার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে থাকলো। কিন্তু যতই এগুচ্ছে বিন্দুটা ততই বড় হচ্ছে। এক সময় বিন্দুটা বড় হতে হতে একটা বলের সমান হয়ে গেল। আরো কিছুটা সামনে আগানোর পর সেটা একটা মূর্তির আকার ধারন করলো। এখানে একটা মূর্তি আসবে কোথা থেকে? ভাবল ব্রুনো। কিন্তু না, আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝলো, ওটা কোন মূর্তি নয়, ওটা একটা মানুষ।

আসলে একটা ছোট ছেলে।

ব্রুনো এরকম বহুবার পড়েছে, যেখানে অভিযাত্রিরা জানতো না, সামনে তাদের জন্যে কী অপেক্ষা করছে। বেশিরভাগ সময়ই তারা এমন কিছু খুঁজে

BanglaBook.org

পেয়েছে, যেগুলো কিছু না করে চুপচাপ তাদের জায়গায় বসে বসে আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষা করছিল। (এই যেমন আমেরিকা)। আর মাঝে মাঝে তারা এমন কিছু খুঁজে পায় যেগুলোকে না ঘাটানোই মঙ্গল। (এই যেমন আলমারির পেছনে পড়ে থাকা মরা ইঁদুর)।

ব্রুনো যে ছেলেটার দেখা পেয়েছে সে প্রথম শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। কিছু না করে চুপচাপ বসে আছে কেউ তাকে খুঁজে পাবে এই আশায়।

ব্রুনো ছেলেটার কাছাকাছি এসে হাঁটার গতি কমিয়ে দিলো। যদিও বেড়াটা তাদের আলাদা করে রেখেছে তবুও অপরিচিত মানুষদের সামনে সাবধান থাকাটাই ভাল। আস্তে আস্তে এগিয়ে একসময় ছেলেটার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল সে।

"কি খবর?" ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো।

"এই তো, তোমার কি খবর?" জবাব আসল।

ছেলেটা ব্রুনোর চেয়েও ছোটখাটো। চেহারায় কেমন যেন হতাশ একটা অভিব্যক্তি। পরনে ওপাশের লোকেরা যা পরে থাকে–সেটাই। একটা ডোরাকাটা পাজামা আর একটা ডোরাকাটা টুপি। তার পায়ে অবশ্য কোন জুতো নেই, ধুলোবালি লেগে নোংরা হয়ে আছে সেটা। ব্রুনো খেয়াল করলো, তার বাহুতে একটা তারকা চিহ্নসম্বলিত কাপড় লাগানো আছে।

ব্রুনো যখন প্রথমে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনও সে পা ভাঁজ করে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে মুখটা উপরে তুলে তাকালে ব্রুনো পরিস্কারভাবে তার চেহারাটা দেখতে পেল। আর চেহারাটাও কেমন যেন অদ্ভুত। ছেলেটার গায়ের রঙ ফ্যাকাসে। অনেকটাই ধূসর। এরকম ধূসর গায়ের রঙ ব্রুনো আগে কখনো দেখেনি। বড় বড় এক জোড়া চোখ, আর সেই চোখে যেন বেদনার সব রঙ বাসা বেধেছে। ঐ বেদনার্ত চোখদুটো দিয়ে ছেলেটা তার দিকে তাকিয়ে থাকলে ব্রুনো একটু শিউরে উঠলো।

সে একরকম নিশ্চিত, এরকম হাড্ডিসার আর দুঃখি কোন বাচ্চা ছেলের সাথে তার আগে কখনো পরিচয় হয়নি। কিন্তু এখন ছেলেটার সাথে কথা বলবে বলেই মনস্থির করলো।

"আমি অভিযানে বেরিয়েছি," ব্রুনো বলল।

"তাই?" ছেলেটা পাল্টা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, প্রায় দু'ঘন্টার মত হবে।"

কথাটা অবশ্য পুরোপুরি সত্য নয়। সে বেরিয়েছে একঘন্টার একটু বেশি

BanglaBook.org

হবে। কিন্তু একটু বাড়িয়ে বললে নিশ্চয়ই তেমন কোন ক্ষতি হবে না। এতে যদি অভিযাত্রি হিসেবে তার গুরুত্ব একটু বেড়ে যায় তাহলে তো আরো ভালো।

"কিছু খুঁজে পেলে?" ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো।

"নাহ, তেমন কিছু না।"

"কিছুই না?"

"আসলে...তুমিই আমার প্রথম আবিষ্কার," কিছুক্ষণ পরে বলল সে।

ব্রুনো একবার ভাবলো, ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করবে তাকে দেখে এত দুঃখি মনে হচ্ছে কেন। কিন্তু শুনতে খারাপ লাগবে ওটা। ব্রুনো জানে, যাদের মন খারাপ থাকে তারা মাঝে মাঝে একটু চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করে; আবার কখনো কখনো তারা নিজে থেকেই সব কিছু খুলে বলে আর সে কথা তারা মাসের পর মাস বলতেই থাকে। তাই ব্রুনো ঠিক করলো, এ ব্যাপারে সে আগে থেকে কিছু বলবে না। তার অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। সে অবশেষে এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছে যে কিনা বেড়ার ওপারে থাকে আর এখন তার সাথে কথাও বলছে। সুতরাং সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই উত্তম।

সে-ও পা ভাঁজ করে ছেলেটার উল্টোদিকে বেড়ার এপাশে বসে পড়ল। সাথে করে একটা চকোলেট কিংবা পেস্ট্রি নিয়ে আসলে ভাগাভাগি করে খাওয়া যেত।

"আমি বেড়ার এপাশের বাসাটাতে থাকি," বলল ব্রুনো।

"তাই নাকি? আমি একবার দূর থেকে বাসাটা দেখেছিলাম। কিন্তু তোমাকে চোখে পড়েনি।"

"আমার ঘর দোতলায়," ব্রুনো বলল। "ওখান থেকে আমি বেড়ার ওপারের সবকিছু দেখতে পাই। যাই হোক, আমার নাম ব্রুনো।"

"আমি শুমেল," ছোট ছেলেটা বলল।

ব্রুনো বুঝল না সে ঠিক শুনতে পেয়েছে কিনা।

"কি বললে তোমার নাম?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"শুমেল," ছেলেটা এমনভাবে নামটা বলল যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক নামগুলোর মধ্যে একটা। "আর তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?"

"ব্রুনো।"

"এরকম নাম আমি আগে কখনও শুনিনি," শুমেল বলল।

"আমিও তোমারটার মত নাম আগে কখনো শুনিনি," ব্রুনো বলল। "শুমেল," বলে কী যেন ভাবতে লাগলো ব্রুনো। "শুমেল," কিছুক্ষণ পরে

BanglaBook.org

আবারো পুনরাবৃত্তি করলো নামটার। "নামটা বলতে কিন্তু খুব মজা লাগছে আমার। শুমেল। মনে হচ্ছে যেন বাতাস বয়ে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমন।"

"ব্রুনো," খুশিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল শুমেল। "আমারও তোমার নামটা পছন্দ হয়েছে। হাত গরম রাখার জন্যে ঘসলে যেরকম শব্দ হয় অনেকটা সেরকম।"

"শুমেল নামের কারো সাথে আমার আগে কখনও পরিচয় হয়নি," ব্রুনো বলল।

"বেড়ার এপাশে আরো অন্তত ডজনখানেক শুমেল আছে," ছোট ছেলেটা বলল। "আরো বেশি হবে। আমার যদি অন্যরকম একটা নাম থাকতো তাহলে ভালো হত। সবার চেয়ে আলাদা হত সেটা।"

"আমি অবশ্য ব্রুনো নামেরও অন্য কাউকে চিনি না," ব্রুনো বলল। "মানে আমি বাদে আরকি। আমার ধারণা ব্রুনো নামে শুধু আমিই আছি।"

"তুমি অনেক ভাগ্যবান," শুমেল বলল।

"তাই মনে হচ্ছে। তোমার বয়স কত?" জিজ্ঞেস করলো সে।

শুমেল কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলো। এরপর তার আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। যেন গোনার চেষ্টা করছে। "নয় বছর," সে বলল। "আমার জন্ম উনিশশো চৌত্রিশ সালের পনেরো এপ্রিল।"

ব্রুনো হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, "কি বললে?"

"আমি বললাম আমার জন্ম উনিশশো চৌত্রিশ সালের পনেরোই এপ্রিল।"

বড় বড় হয়ে গেল ব্রুনোর চোখ, আর মুখটা হয়ে গেল চোঙার মত। "আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না," বলল সে।

"কেন বিশ্বাস হচ্ছেনা?" শুমেল জিজ্ঞেস করলো।

"না," ব্রুনো তাড়াতাড়াই মাথা নেড়ে বলল। "আমি এটা বলিনি যে তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি বোঝাতে চেয়েছি, আমি খুবই অবাক হয়েছি কথাটা শুনে। কারণ আমার জন্মদিনও উনিশশো চৌত্রিশ সালের পনেরোই এপ্রিল। আমরা একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছি।"

শুমেল কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "তাহলে তোমার বয়সও নয় বছর।"

"হ্যা, ব্যাপারটা অদ্ভুত না?"

"একটু বেশিই অদ্ভুত," শুমেল বলল। "কারণ বেড়ার এপাশে ডজনখানেক শুমেল থাকলেও তাদের কারো সাথে আমার জন্মদিন মেলে না।"

BanglaBook.org

"আমরা যমজের মতই," ব্রুনো বলল।

"খানিকটা," শুমেল সম্মতি জানাল কথাটার সাথে।

ব্রুনোর হঠাৎ করে খুব খুশি লাগতে লাগলো। তার মাথায় কার্ল, মার্টিন আর ড্যানিয়েলের একটা ছবি ভেসে উঠলো। তার সবচাইতে প্রিয় তিন বন্ধু। বার্লিনে তারা কত মজাই না করতো একসাথে। আউট-উইথে যে সে কত নিঃসঙ্গ এটা বুঝতে পারলো।

"তোমার কি অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে নাকি?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। এরপরে মাথাটা একদিকে কাত করে উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

"আছে," শুমেল বলল। "মানে, কয়েকজন আর কি।"

ব্রুনো ভেবেছিল, শুমেল বলবে তারও এখানে কোন বন্ধুবান্ধব নেই। তাহলে তাদের মধ্যে আরেকটা জিনিস মিলে যেত। "কাছের বন্ধু?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"না। আসলে তেমন কাছের বন্ধু না, কিন্তু এখানে আমাদের বয়সি ছেলের অভাব নেই। মানে, বেড়ার এপাশে। আমরা অনেক মারামারি করি। তাই তো আমি এখানে এসে বসে থাকি, একা একা সময় কাটানোর জন্যে।"

"এটা ঠিক না," ব্রুনো বলল। "আমি তাহলে কেন বেড়ার এপাশে বন্দি হয়ে আছি। কেউ নেই খেলার মত, কথা বলার মত। আর তুমি এত্তজনের সাথে মিশতে পারো, সারাদিন খেলতে পারো। বাবার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে হবে।"

"তোমরা কোথা থেকে এসেছো?" শুমেল চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ব্রুনো খুব কৌতুহলোদ্দীপক কিছু একটা।

"বার্লিন।"

"সেটা আবার কোথায়?"

ব্রুনো জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুললেও বুঝতে পারলো না কী বলবে। "জার্মানিতে, অবশ্যই," সে বলল। "তোমরা জার্মানির না?"

"না, আমি পোল্যান্ডের," শুমেল বলল।

"তাহলে তুমি জার্মান বলছো কেন?" ব্রুনো ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ তুমি জার্মান ভাষাতেই আমার খবর জিজ্ঞেস করেছিলে তাই আমি জার্মান ভাষায় উত্তর দিয়েছি। তুমি কি পোলিশ ভাষা জানো?"

"না," ব্রুনো বোকার মত হাসতে হাসতে বলল। "আমি এমন কাউকে

BanglaBook.org

চিনি না যে দুটো ভাষায় কথা বলতে পারে। বিশেষ করে আমাদের বয়সি কাউকে।"

"আমার মা একজন স্কুলশিক্ষক, তিনিই আমাকে জার্মান ভাষা শিখিয়েছেন," শুমেল বলল। "তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষাও বলতে পারেন। ইতালিয়ান আর ইংলিশও। আমি অবশ্য ইতালিয়ান কিংবা ফ্রেঞ্চ ভাষা বলতে পারি না। কিন্তু তিনি আমাকে ইংলিশ ভাষা শেখানোর কথা দিয়েছেন। কারণ এটা ভবিষ্যতে আমার দরকার হতে পারে।"

"পোল্যান্ড," ব্রুনো একটু গম্ভীরভাবে বলার চেষ্টা করলো। "জায়গাটা নিশ্চয়ই জার্মানির মত এত সুন্দর নয়, তাই না?"

"কেন সুন্দর হবে না?" শুমেল ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ জার্মানি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দেশ," ব্রুনো বলল। সে একবার বাবাকে এরকম কিছু একটা দাদার সাথে আলাপ করতে শুনেছিল। "আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী আর মহান।"

শুমেল তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কিছু বলল না। ব্রুনোরও মনে হলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসঙ্গ পাল্টানো উচিত। কারণ বলার পরে কথাগুলো সে যতটা ভেবেছিল ততটা ভালো শোনাচ্ছে না। সে চায় না শুমেল কিছু মনে করুক।

"তা, এই পোল্যান্ডটা কোথায়?" কিছুক্ষণ নীরবতার পরে জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো।

"ইউরোপে," শুমেল জানালো তাকে।

মি. লিস্তের সাথে তার সর্বশেষ ভূগোল ক্লাসে শেখা দেশগুলোর নাম মনে করার চেষ্টা করলো ব্রুনো। "তুমি কি কখনো ডেনমার্কের নাম শুনেছো?"

"না," শুমেল বলল।

"আমার মনে হয় পোল্যান্ড ডেনমার্কেই হবে," ব্রুনো বলল। নিজেকে চালাক প্রমাণ করতে গিয়ে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে এখন। "কারণ সেটা অনেক অনেক দূরে।"

শুমেল দু-বার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও আবার বন্ধ করে ফেলল। যেন কী বলবে সে-ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক। "কিন্তু এটাই তো পোল্যান্ড," আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল সে।

"তাই?" ব্রুনো অবাক হলো।

"হ্যা,। জার্মানি আর পোল্যান্ড থেকে ডেনমার্ক অনেক দূরে।"

BanglaBook.org

ব্রুনোর ভ্রু কুঁচকে গেল। এসব জায়গার নাম আগে শুনেছে সে, কিন্তু সবসময়ই একটার সাথে আরেকটা গুলিয়ে ফেলে। "হতে পারে। কিন্তু এই দূরত্বের ব্যাপারটা তো আপেক্ষিক, তাই না?" সে বলল। এই প্রসঙ্গটা যত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা যায় ততই ভালো। কারণ এখন তার ধারণা হচ্ছে যে সে এতক্ষণ যা বলেছে সবই ভুল। এরপর থেকে মি. লিস্তের ভূগোল ক্লাসে আরো মনোযোগি হতে হবে।

"আমি কখনও বার্লিন যাইনি," শুমেল বলল।

"আমারও মনে হয় না, আমি এখানে আসার আগে কখনো পোল্যান্ডে গিয়েছি," ব্রুনো বলল। কথাটা আসলেও সত্যি। "যদি এটা আসলেও পোল্যান্ড হয়ে থাকে আর কি।"

"আমি নিশ্চিত, এটাই পোল্যান্ড," শুমেল বলল। "যদিও এটা পোল্যান্ডের সুন্দর জায়গাগুলোর মধ্যে একটা নয়।"

"আসলেও সুন্দর না," ব্রুনো বলল।

"আমরা যেখানে থাকতাম সেটা আরো সুন্দর ছিল।"

"সেটা নিশ্চয়ই বার্লিনের মত সুন্দর নয়," ব্রুনো বলল। "বার্লিনে আমাদের বাসাটা পাঁচতলা ছিল। আর রাস্তায় ছিল সুন্দর সুন্দর ফুলের দোকান। ক্যাফে আর সবজির স্টলেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তুমি যদি কখনও ওখানে যাও তবে আমি বলবো শনিবারে না যাওয়াটাই ভালো হবে। কারণ সেদিন বিকেলে প্রচন্ড ভিড় থাকে, ঠিকমতো হাটাও যায় না। তবে সবকিছু বদলে যাওয়ার আগে জায়গাটা আরো বেশি সুন্দর ছিল।"

"মানে?" শুমেল জিজ্ঞেস করলো।

"আসলে জায়গাটা আগে আরো বেশি চুপচাপ ছিল," ব্রুনো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। সে বার্লিনের বদলে যাওয়ার বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে অত একটা পছন্দ করে না। "তখন আমি রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়তে পারতাম। কিন্তু ইদানিং মাঝে মাঝেই উদ্ভট উদ্ভট সব শব্দ ভেসে আসতো। ভয়ও লাগতো কখনও কখনও অন্ধকারে হয়ে আসলে।"

"আমি যেখান থেকে এসেছি সেটা বার্লিনের চেয়েও বেশি সুন্দর," শুমেল বলল। ও অবশ্য কখনও বার্লিনে যায়নি। "মানুষজন খুবই ভালো আর বন্ধুসুলভ। আমাদের পরিবারেও অনেক মানুষ ছিল। খাবারগুলোও ছিল দারুণ সুস্বাদু।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," ব্রুনো বলল তাড়াতাড়ি। সে চায় না তার নতুন বন্ধুর সাথে এ নিয়ে ঝগড়া হোক। "তোমার কি অভিযানে বের হতে ভালো লাগে?"

BanglaBook.org

"আমি আসলে কখনও অভিযানে বের হইনি," শুমেল স্বীকার করলো।

"আমি বড় হয়ে একজন অভিযাত্রি হতে চাই," ব্রুনো মাথা দুলিয়ে বলল। "এই মুহূর্তে অবশ্য নামকরা অভিযাত্রিদের সম্পর্কে পড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। কিন্তু একটা সুবিধা হবে এতে। ওনারা যে ভুলগুলো করেছেন আমি সেগুলো করবো না।"

"কি ধরণের ভুল?" শুমেল জিজ্ঞেস করলো।

"আরে, অগণিত ভুল," ব্রুনো বলল। "অভিযানে বের হবার সময় তোমার মাথায় একটা জিনিস রাখতে হবে, যে জিনিসটা তুমি আবিষ্কার করবে সেটার কি আসলেও আবিষ্কার হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কিনা। এমন কিছু জিনিস আছে, যেগুলো কিছু না করে চুপচাপ তাদের জায়গায় বসে বসে আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এই যেমন আমেরিকা। আর মাঝে মাঝে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলোকে না ঘাটানোই মঙ্গল। যেমন আলমারির পেছনে পড়ে থাকা মরা ইঁদুর।"

"আমার ধারণা আমি প্রথম শ্রেনীর মধ্যে পড়ি," শুমেল বলল।

"হ্যা," ব্রুনো উত্তর দিলো। "আমারও তাই মনে হয়। আমি কি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"হ্যা," শুমেল বলল।

ব্রুনো কিছুক্ষণ ভাবলো ব্যাপারটা নিয়ে। সে একদম সঠিক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে চায়।

"বেড়ার পাশে তোমাদের এত লোকজন কেন? আর তোমরা সবাই কি করছো ওখানে?"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

বেশ কয়েক মাস আগের কথা। বাবা কেবলই তার বিশেষ ইউনিফর্মটা পেয়েছেন আর সবাই তাকে 'কমান্ড্যান্ট' বলে ডাকা শুরু করেছে। ব্রুনোর স্কুল থেকে ফিরে মারিয়াকে তার ঘরে আবিষ্কার করারও কয়েকদিন আগের ঘটনা। বাবা এক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরলেন হৈ হৈ করতে করতে। তার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ফেঁটে পড়ছেন তিনি। তার চরিত্রের সাথে একদমই মানানসই ছিলনা ব্যাপারটা। ব্রুনো, মা আর গ্রেটেল লিভিংরুমে বসে বই পড়ছিল।

"বৃহস্পতিবার রাতে," তিনি ঘোষনার সুরে বললেন, "বৃহস্পতিবার রাতে যদি আমাদের কোন অনুষ্ঠান থেকে থাকে কিংবা কোথাও দাওয়াত থাকে তবে সেগুলো বাতিল করে দিতে হবে।"

"তুমি ইচ্ছে করলে বাতিল করতে পারো," মা বললেন। "কিন্তু আমি আমার বান্ধবিদের সাথে থিয়েটারে–"

"ফিউরিসাহেবের সাথে আমার কিছু দরকারি আলাপ ছিল," বাবা বললেন, মা'র কথার মাঝে কথা বলার অধিকার একমাত্র বাবারই আছে। "একটু আগেই আমি একটা ফোন পেয়েছি। তিনি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার রাতের সময়টাই বের করতে পেরেছেন। আর তিনি নিজেই আমাদের বাসায় রাতের খাবারের আমন্ত্রন নিয়েছেন।"

মা'কে দেখে মনে হলো তার চোখজোড়া কোটর থেকে ছিটকে বের হয়ে আসবে। তার মুখটাও কেমন যেন চোঙার মত হয়ে গেছে। ব্রুনো ভাবলো, সে যখন অবাক হয়ে যায় তখন তার মুখও কি এরকম চোঙার মত হয় নাকি?

"তিনি এখানে আসছেন? আমাদের বাসায়?" মা কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যা, সাতটায়। আমাদের সে রাতে বিশেষ কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ওহ, ঈশ্বর!" মা চারিদিকে দেখতে দেখতে বললেন। যেন তিনি এখন থেকেই চিন্তা করতে শুরু করেছেন সবকিছু কীভাবে ঠিকঠাক করবেন।

"ফিউরি আবার কে?"

BanglaBook.org

"তোমার উচ্চারণটা ভুল হচ্ছে। আর সাহেব বলবে তাকে সবসময়," এই বলে বাবা তাকে সঠিক উচ্চারণটা শেখালেন।

"ফিউরিসাহেব," বলার চেষ্টা করলো ব্রুনো, কিন্তু এবারও হলো না।

"না, ওভাবে না," বাবা বললেন। "আচ্ছা থাক্, বাদ দাও।"

"যাই হোক, তিনি আসলে কে?"

বাবা হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, "তুমি বেশ ভালোমতই জানো তিনি কে।"

"না, আমি জানি না," ব্রুনো বলল।

"এই দেশটা উনিই চালান, গাধা," গ্রেটেল বলল। (অন্যসব বড়বোনের মতই, যারা নিজেকে অতিরিক্ত জ্ঞানী বলে জাহির করতে চায়।) "তুমি কি কখনো খবরের কাগজ পড়ো না নাকি?"

"তোমার ভাইকে দয়া করে গাধা বলবে না, গ্রেটেল," মা বললেন।

"গর্দভ বলতে পারি?"

"না বললেই আমি খুশি হবো।"

গ্রেটেল বসে পড়ল ঠিকই, কিন্তু তার আগে একবার ভেংচি কাটতে ছাড়লো না।

"উনি কি একাই আসবেন?"

"আমি জিজ্ঞস করতে ভুলে গিয়েছি," বাবা বললেন। "কিন্তু আমার মনে হয় তিনি সাথে করে তাকে নিয়ে আসবেন।"

"ওহ, ঈশ্বর," মা আবার বললেন। উঠে দাঁড়িয়ে আঙুলে গুণতে লাগলেন, বৃহস্পতিবারের আগে তাকে কতগুলো কাজ করতে হবে। বৃহস্পতিবার মাত্র দুইদিন দূরে। বাসাটা আগাগোড়া পরিস্কার করতে হবে। জানালার পর্দা ধোয়া, টেবিল বার্নিশ করা, বাইরে থেকে খাবার আনা, কাজের লোকদের ইউনিফর্ম ধোয়া আর সব ক্রোকারিজের জিনিস–গ্লাস, প্লেট, চামচ এগুলো এমনভাবে পরিস্কার করতে হবে যেন সেগুলো চকচক করে।

যদিও এই তালিকাটা প্রতিবারই একটু একটু করে বাড়তে লাগলো কিন্তু মা সব কিছু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুছিয়ে আনলেন। অবশ্য তিনি বারবার বলছিলেন 'কিছু মানুষ' যদি বসে না থেকে একটু হাত লাগাতো কাজে তবে সব কিছু আরো তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হতো।

ফিউরিসাহেব আসার একঘন্টা আগে গ্রেটেল আর ব্রুনোকে নিচের তলায় ডাকা হলো। বাবার অফিসে ঢোকার দুর্লভ আমন্ত্রন পেল ওরা। গ্রেটেলের পরনে একটা সুন্দর সাদা রঙের পোশাক আর তার চুলটা পেচিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে মাথার ওপরে। ব্রুনোর পরনে একটা গাঢ় বাদামি রঙের হাফপ্যান্ট, একটা শার্ট

BanglaBook.org

আর একটা টাই। ফিউরির আগমন উপলক্ষ্যে সে একজোড়া নতুন বুট পেয়েছে। যদিও সেগুলো তার পায়ে একটু ছোট হয়েছে আর তার হাটতেও একটু অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এসব নতুন জামাকাপড়ের তেমন কোন গুরুত্ব নেই, কারণ ব্রুনো আর গ্রেটেলকে ফিউরির সাথে রাতের খাবারের আমন্ত্রন জানানো হয়নি। তারা আরো একঘন্টা আগেই খেয়ে নিয়েছে।

"বাচ্চারা," বাবা তার ডেস্কের পেছনে বসতে বসতে বললেন। ওরা দু-জন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। "তোমরা নিশ্চয় জানো, আজকের সন্ধ্যাটি খুবই স্পেশাল আমাদের জন্যে?"

তারা দু-জনেই মাথা নাড়ল।

"এটা আমার ক্যারিয়ারের জন্যেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদি সবকিছু আজকে ঠিকমতো হয়।"

তারা আবারও মাথা নাড়লো।

"তাহলে তোমাদের কয়েকটা নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে আজকের জন্যে," বাবা নিয়ম-কানুনের অনেক বড় ভক্ত। যখনই বাসায় কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো, তখনই কিছু নিয়ম-কানুন ঠিক করে দেন ওদের দু-জনের জন্যে।

"এক নম্বর," বাবা বললেন। "ফিউরিসাহেব যখন আসবেন তখন তোমরা দু-জনই হলে দাঁড়িয়ে থাকবে তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে। উনি যতক্ষণ তোমাদের সাথে কথা না বলবেন ততক্ষণ তোমরা কিছু বলবে না। আর যখন তার কথার জবাব দেবে তখন প্রত্যেকটা শব্দ পরিস্কারভাবে উচ্চারণ করবে। বুঝতে পেরেছো?"

"জি, বাবা," ব্রুনো বলল আস্তে করে।

"ঠিক এইভাবেই কথা বলবে না তার সামনে," বাবা বললেন। "বড় করে মুখ খুলে পরিস্কারভাবে কথা বলবে। বড়দের মত। ছোট বাচ্চাদের মত আচরণ করা শুরু করবে না তার সামনে। যদি ফিউরিসাহেব তোমাদের দিকে নজর না দেন তাহলে কিছুই বলার দরকার নেই। কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে একদম উপযুক্ত সম্মান দেবে, যেটা একজন আদর্শ নেতার প্রাপ্য।"

"অবশ্যই, বাবা," গ্রেটেল পরিস্কার গলায় বলল।

"তোমাদের মা আর আমি যখন ফিউরিসাহেবের সাথে রাতের খাবারে ব্যস্ত থাকবো তখন তোমরা চুপচাপ নিজেদের ঘরে থাকবে। কোনরকম দৌড়াদৌড়ি করবে না," এটুকু বলে তিনি ইচ্ছে করে ব্রুনোর দিকে তাকালেন, "আমাদেরকে বিরক্ত করবে না।"

BanglaBook.org

ব্রুনো আর গ্রেটেল মাথা নাড়লে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। এর অর্থ বৈঠক শেষ হয়ে গেছে।

"তাহলে এই হচ্ছে আজকের জন্যে নিয়ম-কানুন," তিনি বললেন।

পৌনে একঘন্টা পরে কলিংবেলটা বাজলে বাসায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হলো। ব্রুনো আর গ্রেটেল হলওয়েতে সিঁড়ির গোড়ায় তাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মা তাদের পাশেই দাঁড়ালেন। বাবা তাদের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নেড়ে দরজা খুলে দিলেন।

বাইরে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। একজন ছোটখাট লোক আর একজন লম্বা মহিলা।

বাবা তাদের স্যালুট জানিয়ে ভেতরে আসার আমন্ত্রন জানালেন। মারিয়া অন্যান্য সময়ের চেয়ে আরো বেশি মাথা নিচু করে তাদের কাছ থেকে তাদের কোটটা নিলো। তারা মা'র সাথে প্রথমে কথা বললেন। এই সুযোগে ব্রুনো মেহমানদের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলো কেন উনাদের এতটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

ফিউরিসাহেব বাবার চেয়ে বেশ খাট। আর ব্রুনোর মনে হলো শক্তিতেও বাবাই জয়ি হবেন প্রতিযোগিতায়। তার চুল কালো আর ছোট করে ছাটা। আর নাকের নিচে একটা ছোট্ট গোঁফ। এতই ছোট যে, ব্রুনো ভাবতে লাগলো তিনি সেটা কেটে ফেলছেন না কেন। তিনি কি ভুলেই গেছেন ওটার অস্তিত্বের কথা? কিন্তু তার পাশে যে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন তিনি ব্রুনোর দেখা এযাবতকালের সবচেয়ে সুন্দরি মহিলা, এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। সুন্দর করে বাঁধা সোনালি চুল, লাল ঠোঁট আরো সুন্দর করেছে তাকে। ফিউরিসাহেব যখন মা'র সাথে কথা বলছেন তখন তিনি ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলেন। ব্রুনো লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

"এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে, ফিউরিসাহেব," বাবা এই কথা বলার সাথেই ওরা দু'জন সামনে এগিয়ে গেল। "গ্রেটেল আর ব্রুনো।"

"কোনটা কে?" ফিউরিসাহেব এই কথাটা বলার পরে পুরো বাসায় হাসির রোল উঠলো, একমাত্র ব্রুনো বাদে। কারণ কে ব্রুনো আর কে গ্রেটেল এটা তো সবাই পরিস্কারভাবে বুঝতে পারছে। এত হাসির কি আছে এটাতে? ফিউরিসাহেব দুজনের সাথেই হাত মেলালেন। গ্রেটেল একটু বেশি ঝুঁকে তাকে সম্মান জানাতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেললে ব্রুনোর খুব হাসি পেল।

"কি সুন্দর দুটো বাচ্চা," সুন্দরি মহিলা বললেন। "কার বয়স কত, সেটা কি আমি জানতে পারি?"

BanglaBook.org

"আমার বয়স বারো বছর, কিন্তু ওর বয়স মাত্র নয়," গ্রেটেল বিতৃষ্ণাসহকারে তার ভাইকে দেখিয়ে বলল। "আর আমি ফ্রেঞ্চ ভাষাও বলতে পারি," যোগ করলো সে। অবশ্য কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ স্কুলে এই পর্যন্ত মাত্র কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ শেখানো হয়েছে।

"বেশ, কিন্তু তার দরকার কি?" ফিউরিসাহেব বললেন। কিন্তু এবার আর কেউ হাসলো না, বরং কেমন যেন অস্বস্তিকর একটি পরিবেশের সৃষ্টি হলো। গ্রেটেল বুঝতে পারছে না সে কী বলবে।

কিন্তু ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়িই মিটে গেল যখন ফিউরিসাহেব ঘুরে খাবার টেবিলের দিকে হাটা দিলেন। ব্রুনো এরকম রুক্ষ স্বভাবের মেহমান আগের কখনও দেখেনি। আর তিনি গয়ে বসলেন একবারে টেবিলের মাঝের চেয়ারে। যেখানে বাবা বসেন! বাবা আর মা তাড়াহুড়ো করে ভেতরে গেলেন। মা লার্সকে স্যুপ গরম করা শুরু করতে বললেন।

"আমিও ফ্রেঞ্চ বলতে পারি," সুন্দরি মহিলা বললেন। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে পরের কথাটি বললেন তিনি, "ফ্রেঞ্চ নিঃসন্দেহে অনেক সুন্দর একটি ভাষা। কিন্তু জার্মান সব থেকে ভালো।"

"ইভা," ভেতর থেকে জোরে ডাক দিলেন ফিউরিসাহেব আঙুল দিয়ে তুড়ি বাজিয়ে, যেমনভাবে কেউ তার পোশা কুকুরকে ডাক দেয়। জবাবে মহিলা চোখ দিয়ে একরকম ইঙ্গিত করে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তোমার জুতোটা আমার পছন্দ হয়েছে, ব্রুনো। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো তোমার পায়ে একটু ছোট," তিনি হেসে বললেন। "যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমার উচিত মা'কে জানানো, না-হলে পায়ে ব্যথা পাবে।"

"আসলেও একটু ছোট হয়েছে," ব্রুনো স্বীকার করলো।

"আমি সাধারনত চুল এভাবে পেঁচিয়ে রাখি না," বলল গ্রেটেল। সব মনোযোগ যে তার ভাইয়ের দিকে এটা সহ্য করতে পারছে না সে।

"কেন না?" মহিলা জিজ্ঞেস করলেন। "এভাবেই তো আরো বেশি সুন্দর দেখায়।"

"ইভা," এবার চিৎকার করে ডাকলেন ফিউরিসাহেব ভেতর থেকে। তিনি ভেতরের দিকে হাটা শুরু করলেন।

"তোমাদের দু-জনের সাথে পরিচিত হয়ে অনেক খুশি হলাম," খাবার ঘরে গিয়ে ফিউরির বামপাশের আসনটাতে বসতে বসতে ওদের উদ্দ্যেশে বললেন তিনি। গ্রেটেল ঘুরে তার ঘরের দিকে রওনা দিলেও ব্রুনো তার জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি ওর দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে একবার হাত নাড়লেন। এসময় বাবা এসে দরজাটা লাগিয়ে দিতে দিতে একবার ওপরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ওপরের ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকার সময় হয়ে গেছে। রেলিং বেয়ে স্লাইডও করা যাবে না এখন।

ফিউরিসাহেব আর ইভা প্রায় দু-ঘন্টার মত থাকলেন। এসময়ের মধ্যে ব্রুনো আর গ্রেটেল একবারের জন্যেও নিচে নামেনি। এমনকি ওনাদের বিদায় জানানোর সময়ও ডাকা হলো না ওদের। ব্রুনো তার ঘরের জানালা দিয়ে ওনাদের বের হওয়া দেখলো। বাইরে একজন শফার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ফিউরিসাহেব বের হয়ে গটগট করে গাড়িতে উঠে পড়লেন তার সঙ্গিনির জন্যে অপেক্ষা না করেই। ততক্ষণে মহিলা বাবা আর মা'র কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। তাদের ধন্যবাদ জানালেন তিনি রাতের খাবারের জন্যে।

কেমন বেয়াদব লোকটা–ব্রুনো ভাবলো।

সে রাতে ব্রুনো বাবা আর মা'র মধ্যেকার কিছু উচ্চবাচ্য শুনেছিল। অবশ্য পুরোপুরি শুনতে পায়নি। দরজার নিচে ফাঁক দিয়ে কতটাই বা শোনা যায়?

"...বার্লিন ছেড়ে যেতে হবে, তা-ও ওরকম একটা জায়গার জন্যে..." মা বলছিলেন।

"...উপায় নেই। অন্তত কয়েক..." বাবা বললেন।

"...তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কিন্তু মোটেও তা..."

"...কি হবে যদি আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওরকম আচরণ..." বাবা বললেন।

"...ওরকম একটা পরিবেশে বেড়ে উঠবে কীভাবে..." মা বলতেই থাকলেন।

"...এটাই শেষ। আমি আর একটা শব্দও শুনতে চাই না..." বাবা বললেন।

এভাবেই বোধহয় তর্কটা শেষ হয়েছিল, কারণ এরপর বাবার অফিস থেকে বের হয়ে যান মা আর ব্রুনোও ঘুমিয়ে পড়ে।

তিনদিন পরে ব্রুনো স্কুল থেকে বাসায় এসে দেখে মারিয়া তার ঘরে দাঁড়িয়ে সবকিছু বের করছে আলমারি থেকে। এমনকি তার অতি গোপনীয় জিনিসগুলোও যেগুলো সে কিনা একদম পেছনে লুকিয়ে রেখেছিল।

আর এভাবেই গল্পের শুরু।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

"আমি যা যা জানি সব তোমাকে খুলে বলছি," শুমেল শুরু করলো। "এখানে আসার আগে আমি, বাবা-মা, আর আমার ছোটভাই জোসেফ একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম, নিচতলায় বাবার ঘড়ির দোকানটা ছিল। ঘড়িগুলো তিনি নিজেই বানাতেন। প্রতিদিন সকাল সাতটায় একসাথে নাস্তা করার পর আমি স্কুলে যেতাম আর বাবা যেতেন তার দোকানে। ওখানে অনেকে আবার ঘড়ি ঠিক করার জন্যেও নিয়ে আসতো। তিনি সেগুলো দেখতেন, আবার ফাঁকে ফাঁকে নতুন ঘড়িও তৈরি করতেন। আমাকে তিনি একটা সুন্দর সোনালি রঙের ঘড়ি দিয়েছিলেন। রাতে ঘুমাতে যাবার আগে ঠিক ঠিক আমাকে জানান দিতো ঘড়িটা। কিন্তু ওটা এখন আর নেই আমার কাছে।"

"কি হয়েছে ওটার?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"ওরা নিয়ে গিয়েছে আমার কাছ থেকে," শুমেল জানালো ওকে।

"কারা?"

"আরে সৈন্যরা, আবার কারা?" শুমেল এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটা খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা।

"যাই হোক, একদিন সব কিছু বদলে যেতে শুরু করলো," বলতে থাকলো শুমেল। "স্কুলশেষে এক দুপুরে বাসায় এসে দেখি মা আমাদের সবার জন্যে একটা বিশেষ কাপড় দিয়ে বাহুবন্ধনি বানাচ্ছেন। সেগুলোতে আবার একটা তারার মত চিহ্ন এঁকে দিচ্ছেন তিনি। এরকম," এই বলে সে আঙুল দিয়ে বালিতে একটা তারা এঁকে দেখাল।

"মা আমাদের বলে দিলেন আমরা যখন বাইরে যাবো তখন এটা পরতে হবে।"

"আমার বাবাও এরকম একটা বাহুবন্ধনি পরেন," ব্রুনো বলল। "তার ইউনিফর্মের সাথে। ওনারটা দেখতে খুব সুন্দর। লাল রঙের কাপড়ের ওপর সাদা কালো নকশা," এবার সে একটা ছবি এঁকে দেখাল বেড়ার এপাশে।

"হ্যা, কিন্তু এ দুটো তো একদমই আলাদা, তাই না?" শুমেল বলল।

"আমাকে এখনও কেউ এরকম কিছু দেয়নি," ব্রুনো জানালো।

BanglaBook.org

"আমিও কিন্তু পরার জন্যে আবদার করিনি।"

"ঐ একই কথা," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ব্রুনো। "আমার মনে হয় আমারও একটা থাকা উচিত। কিন্তু কোনটা যে আমার বেশি পছন্দ বুঝতে পারছি না– বাবারটা নাকি তোমারটা," শুমেল দুটো চিহ্নের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল সে।

শুমেল একবার মাথা নেড়ে তার গল্পে ফিরে গেল। সে এখন আর তার আগের জীবন সম্পর্কে অতো একটা কথা বলে না। কারণ ওসম্পর্কে ভাবলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

"তো, আমরা কয়েকমাস হাতে ওগুলো বেঁধে বের হতাম," সে বলল। "কিন্তু তখন আবার সবকিছু বদলে গেল, একদিন বাসায় এসে শুনি আমরা আমাদের বাসাটাতে আর থাকতে পারবো না–"

"আমার সাথেও এমন হয়েছে!" ব্রুনো বলল। এটা ভেবে সে খুশি হলো, একমাত্র সে-ই এমন অবিচারের ভুক্তভোগি নয়, যাকে জোর করে বাসা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। "ফিউরিসাহেব একদিন রাতের খাবার খেতে এসেছিলেন, এর পরপরই আমরা এখানে চলে আসি। উনি কি তোমাদের বাসাতেও গিয়েছিলেন নাকি?" জোরে জিজ্ঞেস করলো সে।

"না। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল আগের বাসাটা ছেড়ে দিয়ে ক্র্যাকোর ওদিকটায় থাকতে হবে। যেখানে সৈন্যরা আগে থেকেই একটা দেয়াল তুলে দিয়েছিল। ওখানে আমাদের সবাইকে কষ্ট করে একটামাত্র ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হতো।"

"তোমাদের সবাইকে?" জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো। "একটামাত্র ঘরে?"

"শুধু আমরাই না, ওখানে আগে থেকেই আরেকটা পরিবার ছিল, যারা সারাদিন ঝগড়া করত। ওনাদের একটা ছেলে ছিল আমার থেকে বড়। ও অকারণে আমাকে মারতো।"

"এটা কীভাবে সম্ভব? তোমরা সবাই একটা ঘরে? এর তো কোন দরকার ছিল না!" ব্রুনো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল।

"আমরা সবাই," শুমেল বলল। "সর্বমোট এগারোজন।"

ব্রুনো আবারো তার মুখ খুলল বলার জন্যে যে, এগারোজন মানুষ কোনভাবেই একটা ঘরে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা আর বলল না।

"ওখানে আমরা আরো কয়েকমাস থাকলোম," শুমেল বলতে থাকলো। "আমরা সবাই। ঘরটাতে একটা ছোট জানালা ছিল। কিন্তু আমার জানালা দিয়ে

BanglaBook.org

বাইরে তাকাতে ভালো লাগতো না। বাইরে তাকালেই ঐ দেয়ালটা চোখে পড়ত। সেটা দেখলে আমার রাগ লাগত। কারণ দেয়ালটার অন্যপাশেই আমাদের আসল বাসা। আর দেয়ালের এপাশটাতে একদম জঘন্য অবস্থা। সারাদিন হৈ-হট্টগোল লেগেই থাকে। রাতে ঘুমানোও যেত না। আমি লুকাকেও অনেক ঘৃণা করতাম। সে আমাকে অকারণে মারতো।"

"গ্রেটেলও আমাকে মাঝে মাঝে মারে," ব্রুনো বলল। "ও আমার বড়বোন। কিন্তু খুব শিঘ্রই আমি বড় আর শক্তিশালি হয়ে যাবো। তখন ও বুঝবে কেমন লাগে।"

"এরপরে একদিন সৈন্যরা বিরাট বিরাট অনেকগুলো ট্রাক নিয়ে আসলো," শুমেল বলল, ওকে দেখে মনে হলো না গ্রেটেলের কথা শোনার প্রতি ওর তেমন একটা আগ্রহ রয়েছে। "সবাইকে হুকুম করা হলো, ওখানকার ঘরগুলো ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু অনেকে সেটা না করে যেখানে পারলো সেখানে লুকোতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের সবাইকে ধরে ট্রাকে করে একটা ট্রেনে তুলে দিলো। আর ট্রেনটা..." এটুকু বলে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল শুমেল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে দেবে। ব্রুনো বুঝলো না, ও কেন এরকম করছে।

"ট্রেনটা ছিল জঘন্য," শুমেল বলল। "একেকটা বগিতে গাদাগাদি করে অনেক মানুষ তোলা হচ্ছিল। নিঃশ্বাসই নেয়া যাচ্ছিল না ঠিকমতো, আর দুর্গন্ধের কথা কী বলবো।"

"এর কারণ তোমরা সবাই একটা বগিতেই উঠেছিলে," ব্রুনো বলল। তার বার্লিনের ট্রেন স্টেশনে দেখা ওরকম দুটো ট্রেনের কথা মনে পড়ে গেল। "যখন আমরা এখানে আসি তখন আমাদের রেললাইনের উল্টোদিকের লাইনে ওরকম একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু প্ল্যাটফর্মের এপাশে যে আমাদের ট্রেনটা প্রায় খালি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এটা যেন কারো চোখেই পড়ছিল না। তোমাদের উচিত ছিল আমাদেরটায় ওঠা।"

"আমার মনে হয় না আমাদের উঠতে দেয়া হতো," শুমেল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "আমরা আমাদের বগি থেকে বেরই হতে পারিনি।"

"বগির শেষমাথায় দরজা থাকে।"

"কোন দরজা ছিল না," শুমেল বলল।

"অবশ্যই দরজা ছিল," জোর দিয়ে বলল ব্রুনো। "একদম শেষমাথায়," আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলো সে। "বুফে খাবারের পাশেই।"

BanglaBook.org

"বললাম তো কোন দরজা ছিল না," শুমেলও জোর দিয়ে বলল। "যদি থাকতোই তাহলে আমরা সবাই বের হয়ে যেতাম।"

অবশ্যই ছিল, ব্রুনো এমনভাবে বলল যাতে শুমেলের কানে সেটা না যায়।

"ট্রেনটা যখন অবশেষে থামলো," শুমেল বলল, "তখন আমাদের বের করা হয়। খুব ঠান্ডা ছিল বাইরে। ওখান থেকে আমাদের হেটে হেটে এখানে আসতে হয়েছে।"

"আমাদের অবশ্য একটা গাড়ি আছে," ব্রুনো জোরেই বলল এবার।

"আর মাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায় ওরা। বাবা, জোসেফ, আর আমাকে এখানে একটা কুঁড়েতে নিয়ে আসা হয়। সেই থেকে আমরা এখানেই আছি।"

গল্পটা বলার সময় শুমেলকে খুবই দুঃখি দেখাল। কিন্তু ব্রুনো বুঝতে পারলো না এর কারণ কি। তার সাথেও তো অনেকটা এরকম ঘটনাই ঘটেছে।

"ওখানে কি অনেক আরো অনেক ছেলে আছে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"শত শত," শুমেল বলল।

অবাক হয়ে গেল ব্রুনো। "শত শত? এটা ঠিক না। বেড়ার এপাশে খেলার মত কেউ নেই। একজনও না।"

"আমরা খেলি না," শুমেল জানালো তাকে।

"খেলো না কেন?"

"কি খেলবো আমরা?" সে জিজ্ঞেস করলো। তার চেহারা দেখে মনে হলো যে সে কিছুটা বিভ্রান্ত প্রশ্নটা শুনে।

"সেটা আমি কী করে বলবো?" ব্রুনো বলল। "যেকোন খেলা। এই যেমন ফুটবল। তা নাহলে অভিযানে বের হতে পারো। আচ্ছা, বেড়ার ওপাশে অভিযান করতে কেমন লাগে? ভালো?"

শুমেল মাথা নাড়ল কিন্তু জবাব দিলো না। সে একবার কুঁড়েঘরগুলোর দিকে দেখে আবার ব্রুনোর দিকে ফিরল। এর পরের প্রশ্নটা করার ইচ্ছে তার নেই কিন্তু ওর পেটে এতই ব্যথা করছে যে ওকে জিজ্ঞেস করতেই হবে।

"তোমার সাথে তো খাওয়ার মত কিছু নেই, তাই না?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না," ব্রুনো বলল। "আমি ভেবেছিলাম কিছু চকোলেট নিয়ে আসবো। কিন্তু ভুলে গিয়েছি।"

"চকোলেট," শুমেল আস্তে আস্তে কথাটা বলল। "আমি মাত্র একবার চকোলেট খেয়েছি।"

"মাত্র একবার? কি বলো? আমি চকোলেট খেতে অনেক পছন্দ করি। যদিও মা বলেন, ওগুলো খেলে দাঁতে পোকা ধরে যাবে।"

BanglaBook.org

"কোন রুটিও তো নেই তোমার কাছে, নাকি আছে?"

ব্রুনো মাথা নেড়ে বলল, "কিছুই নেই। সাড়ে ছটার আগে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় না। তোমাদের ওখানে কখন খাও?"

শুমেল একবার শ্রাগ করে উঠে দাঁড়াল। "আমার মনে হয় যাওয়া উচিত এখন।"

"তুমি একবার আমাদের বাসায় রাতের খাবারের জন্যে আসতে পারো," ব্রুনো বলল। যদিও তার নিজের কাছে মনে হচ্ছে না এটা ভালো কোন বুদ্ধি।

"দেখা যাক্," শুমেল বলল। তাকেও খুব একটা আগ্রহি দেখাল না।

"না-হলে আমি আসতে পারি তোমাদের ওদিকে," ব্রুনো বলল। "এসে তোমার বন্ধুদের সাথে দেখাও করলোম," সে আশাবাদি হয়ে কথাটা বলল। ভেবেছিল, শুমেল নিজে থেকেই কথাটা বলবে কিন্তু ওরকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

"কিন্তু তুমি তো বেড়ার ওপাশের বাসিন্দা," শুমেল বলল।

"আমি নিচ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারি," এই বলে সে নিচু হয়ে বেড়ার এক জায়গার তারকাটা উঁচু করে ধরল। ওখান দিয়ে ওর বয়সি একজন ছেলে অনায়াসেই ওপারে চলে যেতে পারবে।

শুমেল তাকে এই কাজটা করতে দেখে ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে গেল। "আমার যাওয়া উচিত এখন।"

"অন্য কোনদিন তাহলে," ব্রুনো বলল।

"আমার আসলে এখানে আসার কথা না। ওরা যদি আমাকে ধরে ফেলে তাহলে খুব বড় বিপদ হবে।"

এই বলে সে উল্টোদিকে ঘুরে হাটতে লাগলো। ব্রুনো আবারও খেয়াল করে দেখলো তার নতুন বন্ধুটা কত চিকন আর ছোটখাট। কিন্তু সে কিছু বলল না, কারণ সে জানে কারো উচ্চতা নিয়ে মন্তব্য করাটা অভদ্রতা। আর সে এমন কিছু করতে চায় না যাতে শুমেল কিছু মনে করে।

"আমি কাল আবার আসবো," ব্রুনো শুমেলের উদ্দেশ্যে বলল। কিন্তু ছেলেটা কোন উত্তর না দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো ব্রুনোকে পেছনে একা রেখে।

ব্রুনো ঠিক করলো আজকের মত যথেষ্ঠ ঘোরাফেরা করা হয়েছে, এখন বাড়ি ফিরে সবাইকে বলতে হবে তার এই আশ্চর্য অভিযানের কথা। যেখানে

BanglaBook.org

ওর এমন একটা ছেলের সাথে পরিচয় হয়েছে যার জন্ম ওর সাথে একইদিনে। গ্রেটেল তো হিংসায় মরেই যাবে মনে হয়।

কিন্তু সে যতই বাড়ির কাছাকাছি যেতে লাগলো ততই ওর মনে হতে লাগলো কাউকে বলা বোধহয় উচিত হবে না। কারণ তারা ওকে শুমেলের সাথে নাও মিশতে দিতে পারে। আর সেটা হলে ও অভিযানের জন্যেও বাইরে বের হতে পারবে না।

বাড়ির সামনের দরজায় পৌছে যতক্ষনে ওর নাকে গরুর মাংসের ঘ্রাণ এসে পৌছুল ততক্ষনে সে ঠিক করে ফেলেছে এ ব্যাপারে কাউকে একটা কথাও বলবে না। এটা কেবল তার আর শুমেলের মধ্যেই থাকবে।

ব্রুনোর মতে, বাবা-মারা যেটা জানবে না সেটা নিয়ে তারা কোন দুশ্চিন্তাও করবে না। বিশেষ করে গ্রেটেলের মত বোনেরা কোন ঝামেলাও পাকাতে পারবে না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

সময় গড়ানোর সাথে সাথে ব্রুনো বুঝতে পারলো অদূর ভবিষ্যতে তার আর বার্লিনের বাসায় ফেরত যাওয়া হচ্ছে না। তাই ড্যানিয়েল, কার্ল আর মার্টিনের সাথেও দেখা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

বরং যতই দিন যেতে লাগলো আউট-উইথের জীবনের সাথে ততই অভ্যস্ত হয়ে গেল সে। তার আর আগের মত কষ্টও হয় না এখন। কারণ এখন তার কথা বলার সঙ্গির অভাব একটু হলেও দূর হয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে মি. লিস্তের ক্লাসের পরে অনেকটা পথ হেটে হেটে শুমেলের সাথে কাঁটাতারের বেড়ার পাশে দেখা করতে যায়। সেখানে তারা বসে বসে এটাসেটা নিয়ে কথা বলে। বার্লিনে ফেরত যেতে না পারার দুঃখ একটু একটু করে হলেও প্রশমিত হচ্ছে যেন।

এক বিকেলে সে যখন বাইরে যাওয়ার সময় পকেট ভর্তি করে রুটি আর পনির নিচ্ছিল তখন মারিয়া তাকে দেখে ফেলল।

"কি খবর?" ব্রুনো যথাসম্ভব শান্ত থেকে প্রশ্নটা করলো। "তুমি তো আমাকে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিলে।"

"তুমি নিশ্চয়ই এগুলো এখন খাওয়ার কথা ভাবছো না?" মারিয়া হেসে জিজ্ঞেস করলো। "একটু আগেই তো দুপুরের খাবার খেলে। এখনই আবার ক্ষিদে পেয়ে গেছে?"

"এই অল্প," ব্রুনো বলল। "আমি একটু হাটতে যাবো তো বাইরে তাই ভাবলাম খাওয়ার কিছু নিয়ে নেই।"

মারিয়া একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুলার দিকে চলে গেল। চুলার পাশেই স্তুপ করে আলু আর গাজর রাখা আছে। পাভেল বিকেলে এসে ওগুলো ছিলবে। ব্রুনো বের হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় সবজিগুলো দেখে তার মাথায় একটা প্রশ্নের উদয় হলো। সে এটা আগে কাউকে জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি। কিন্তু এখন মারিয়াকে দেখে একটু স্বস্তি লাগছে। ওকে করা যেতে পারে প্রশ্নটা।

"মারিয়া," সে বলল। "তোমাকে কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

মারিয়া অবাক হয়ে ওর দিকে ঘুরে তাকাল। "অবশ্যই মাস্টার ব্রুনো।"

"তুমি কথা দাও কাউকে বলবে না?"

BanglaBook.org

মারিয়ার চোখ সন্দেহে সরু হয়ে আসলেও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো সে, "ঠিক আছে। কি জানতে চাও তুমি?"

"পাভেল সম্পর্কে একটা জিনিস," ব্রুনো বলল। "তুমি তো ওকে চেনো, তাই না? ঐ যে সবজি ছিলতে আসে যে লোকটা, পরে রাতের খাবার পরিবেশন করে?"

"হ্যা, চিনি তো," মারিয়া স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল। সে ভেবেছিল ব্রুনো কোন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করবে। "তার সাথে বেশ কয়েকবার কথাও হয়েছে আমার।"

"তাহলে," ব্রুনো মনে মনে ভেবে নিলো কীভাবে পরের কথাগুলো বলবে, "তোমার কি মনে আছে আমরা এখানে আসার কয়েকদিন পরে আমার পা কেটে গিয়েছিল দোলনা থেকে পড়ে গিয়ে?"

"হ্যা," মারিয়া বলল। "কেন ওখানে ব্যথা করছে নাকি আবার?"

"না, সেটা না। আমি যখন ব্যথা পেয়েছিলাম, আশেপাশে বড়মানুষ বলতে একমাত্র পাভেল ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেই আমাকে কোলে করে এখানে নিয়ে এসে কাটা জায়গাটা পরিস্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিল।"

"তার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলেও এটাই করতো," মারিয়া বলল।

"আমি জানি," ব্রুনো বলতে থাকলো, "কিন্তু পাভেল সেদিন আমাকে বলেছিলেন তিনি আসলে ওয়েটার নন।"

মারিয়ার মুখটা জমে গেল কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না সে। বরং অন্য দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিলো, এরপর বলল, "তাই? তা সে তার আসল পরিচয় সম্পর্কে কি বলেছিল?"

"তিনি বলেছেন তিনি একজন ডাক্তার," ব্রুনো বলল। "কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা ঠিক বলে মনে হয়নি। উনি আসলে কোন ডাক্তার নন, তাই না?"

"না," মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "উনি কোন ডাক্তার নন। উনি একজন ওয়েটার।"

"আমি জানতাম," ব্রুনো বলল। নিজের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় খুবই সন্তুষ্ট সে এই মুহূর্তে। "তিনি তাহলে আমাকে মিথ্যে কথা বললেন কেন?"

"পাভেল এখন আর ডাক্তার নন, ব্রুনো," মারিয়া শান্তস্বরে বলল। "কিন্তু এক সময় তিনি ডাক্তারই ছিলেন...এখানে আসার আগে।"

ব্রুনো ভ্রু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলো, এরপর বলল, "বুঝলাম না।"

"খুব কম লোকই এটা বুঝতে পারে," মারিয়া বলল।

BanglaBook.org

"তিনি যদি একসময় ডাক্তার হবেন তাহলে এখন কেন ডাক্তারি করছেন না?"

মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরে দেখে নিলো কেউ আসছে কিনা। এরপর ব্রুনোকে ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। সে নিজেও বসলো একটাতে।

"আমি তোমাকে বলবো পাভেল তার আগের জীবন সম্পর্কে আমাকে কি বলেছেন," সে বলল। "কিন্তু সেটা তুমি কাউকে বলতে পারবো না। তাহলে আমরা অনেক বড় বিপদে পড়ে যাবো।"

"আমি কাউকে বলবো না," ব্রুনো বলল। এরকম গোপন তথ্য জানতে তার অনেক ভালো লাগে। আর সে কাউকে এসব গোপন কথা বলেও দেয় না। যদি না পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় আর কি। তখন তো তার কিছু করার থাকে না।

"ঠিক আছে," মারিয়া বলল। "আমি যা যা জানি তার সব বলছি।"

*

ব্রুনোর আজকে শুমেলের সাথে দেখা করতে যেতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু বরাবরের মতই সে সেখানে পৌছে দেখলো শুমেল চুপচাপ পা ভাঁজ করে বসে আছে।

"আমি দুঃখিত, আসতে দেরি হয়ে গেল আজ," ব্রুনো শুমেলের হাতে রুটি আর পনিরের টুকরোগুলো দিতে দিতে বলল। এর মধ্যে কিছুটা অবশ্য সে আসার পথে খেয়েছে। ক্ষিধে পেয়ে গিয়েছিল একটু। "মারিয়ার সাথে কথা বলছিলাম আমি।"

"মারিয়া কে?" উপরের দিকে না তাকিয়েই শুমেল জিজ্ঞেস করলো। সে এখন খাওয়ায় ব্যস্ত।

"সে আমাদের বাসায় কাজ করে," ব্যাখ্যা করলো ব্রুনো। "সে খুবই ভালো একটা মেয়ে, যদিও বাবা বলেন তাকে অতিরিক্ত বেতন দেয়া হয়। আজকে সে আমাকে পাভেলের সম্পর্কে বলছিল। পাভেল আমাদের বাসায় প্রতিদিন রাতের খাবার পরিবেশন করতে আর সবজি ছিলতে আসেন। আমার মনে হয় ও তোমাদের বেড়ার পাশেই থাকে।"

"আমাদের ওখানে?" শুমেল খাওয়া বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, তুমি কি তাকে চেনো? তার বয়স একটু বেশি, রাতের খাবার পরিবেশনের সময় একটা সাদা রঙের জ্যাকেট পরে থাকে।"

BanglaBook.org

"না," শুমেল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "আমি চিনি না।"

"তোমার তো তাকে অবশ্যই চেনার কথা," ব্রুনো একটু বিরক্ত হয়ে বলল। তার কাছে মনে হচ্ছে শুমেল ইচ্ছে করে পরিস্থিতি ঘোলা করে তোলার চেষ্টা করছে। "তার চুলগুলো সাদা, তিনি বেশ খাটো।"

"আমার মনে হয় তোমার এব্যাপারে বোধহয় কোন ধারণা নেই বেড়ার এপাশে কত লোক বাস করে," শুমেল বলল। "হাজার হাজার।"

"কিন্তু ওনার নাম তো পাভেল," ব্রুনো জোর দিয়ে বলল। "আমি যখন দোলনা থেকে পড়ে গিয়েছিলাম তখন তিনিই আমাকে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলেন পায়ে। যাই হোক, যেকারণে আমি তোমাকে ওনার কথা বলতে চাইছিলাম, সেটা হলো, উনিও তোমার মত পোল্যান্ডের লোক।"

"আমাদের এপাশের বেশিরভাগ লোকই পোল্যান্ডের," শুমেল বলল। "অবশ্য চেকোস্লোভাকিয়া আর অন্য জায়গার–"

"হ্যা, কিন্তু আমি সেজন্যেই ভেবেছিলাম তুমি তাকে চেনো। যাই হোক, তিনি যখন তার শহরে থাকতেন তখন তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি কাউকে ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন না। আর বাবা যদি জানতে পারেন তিনি আমার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন তাহলে নাকি তিনি বিপদে পড়বেন।"

"এখানকার সৈন্যরা চায় না মানুষজন ভালো থাকুক," শুমেল রুটির শেষ টুকরোটা গিলতে গিলতে বলল।

ব্রুনো মাথা নেড়ে সায় জানালেও আসলে বুঝতে পারলো না শুমেল কোন ব্যাপারে কথা বলছে। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বেড়ার ওপাশে ফিরে আরেকটা প্রশ্ন করলো, যেটা তার মাথায় কয়েকদিন ধরেই ঘুরছে।

"তুমি কি ঠিক করেছো, বড় হয়ে কি করতে চাও?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"হ্যা," শুমেল বলল। "আমি বড় হয়ে চিড়িয়াখানায় কাজ করতে চাই।"

"চিড়িয়াখানায়?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"জন্তু-জানোয়ার আমার খুব ভালো লাগে।"

"আমি একজন সৈনিক হতে চাই," ব্রুনো বলল। "বাবার মত।"

"আমার সৈনিক হবার কোন ইচ্ছে নেই," জোর দিয়ে বলল শুমেল।

"আমি লেফটেন্যান্ট কটলারের মত খারাপ সৈনিকের কথা বলিনি," ব্রুনো তাড়াতাড়ি যোগ করলো। "সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই দুনিয়াতে আর কেউ নেই। আর আমার বোনের সাথেও সুযোগ

BanglaBook.org

পেলেই গল্প করে। সে কোন জাতের সৈন্যই না। আমি বাবার মতো ভালো অফিসার হতে চাই।"

"ভালো সৈনিক বলে কিছু নেই," শুমেল বলল।

"অবশ্যই আছে," জোর দিয়ে বলল ব্রুনো।

"কে?" জিজ্ঞেস করলো শুমেল।

"এই যেমন, বাবা," জবাবে বলল ব্রুনো। "এজন্যেই তো তিনি এত সুন্দর ইউনিফর্মটা পেয়েছেন। আর তিনি যেখানেই যান সবাই তাকে কমান্ড্যান্ট বলে ডাকে।"

"ভালো সৈনিক বলে কিছু নেই," শুমেল আবারো বলল কথাটা।

"বাবা ছাড়া," ব্রুনো বলল আবার। সে শুমেলের সাথে এই বিষয় নিয়ে তর্ক করতে চাচ্ছে না। কারণ আউট-উইথে ওই তার একমাত্র বন্ধু। কিন্তু সে তো আর বাবার সম্পর্কে কাউকে খারাপ কথা বলতে দিতে পারে না।

দু-জনই চুপচাপ বসে থাকলো। কেউই বেফাঁস কিছু বলতে চাচ্ছে না যাতে করে পস্তাতে হয়।

"আসলে তোমার ধারণা নেই এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে," শুমেল একটু পরে আস্তে করে বলল।

"তোমার তো কোন বোন নেই, তাই না?" ব্রুনো না শোনার ভান করে প্রশ্নটা করলো তাড়াতাড়ি, যাতে করে তাকে উত্তর দিতে না হয়।

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল শুমেল।

"তোমার ভাগ্য ভালো," ব্রুনো বলল। "গ্রেটেলের মাত্র বারো বছর বয়স, কিন্তু তার ধারণা সে দুনিয়ার সবকিছু জানে। সে সারাক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে আর যখনই লেফটেন্যান্ট কটলারকে দেখে তখন বাইরে বেরিয়ে এমন ভান করে যেন সে আগে থেকেই ওখানে ছিল। একদিন আমি ওকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখি নিচ থেকে ভেসে আসছে 'ওহ কটলার! তুমি এখানে?!' অথচ সে আগে থেকেই ওখানে অপেক্ষা করছিল।"

ব্রুনো অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল কিন্তু সে যখন আবার শুমেলের দিকে তাকাল তখন সে লক্ষ্য করলো তার বন্ধুর চেহারা আগের চেয়েও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো তাকে। "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনই তোমার শরীর খারাপ করবে।"

"আমি ওর ব্যাপারে কথা বলতে পছন্দ করি না," শুমেল বলল।

BanglaBook.org

"কার ব্যাপারে?"

"লেফটেন্যান্ট কটলার। আমার ওকে ভয় লাগে ওকে।"

"আমিও অবশ্য ওকে একটুও ভয়ই পাই," ব্রুনো বলল। "ও আমার আগের স্কুলের শয়তান ছেলেগুলোর মত। ওর কাছে গেলে আফটারশেভের যে গন্ধটা পাওয়া যায় সেটাও আমার বিরক্ত লাগে।" ব্রুনো দেখলো শুমেল একটু একটু কাঁপছে। আশেপাশে তাকিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করলো তাপমাত্রা হঠাৎই কমে গেছে কিনা। তারপর বলল, "কি ব্যাপার, তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে? আসলে তোমার একটা জাম্পার পরে আসা উচিত ছিল। অবশ্য সন্ধ্যার দিকে একটু ঠান্ডা লাগে।"

*

বিকেলে ব্রুনো এটা শুনে খুব হতাশ হয়ে গেল যে, লেফটেন্যান্ট কটলার আজকে রাতে তাদের সাথে খাবেন। পাভেল বরাবরের মতই তার সাদা জ্যাকেটটা পরে খাবার পরিবেশন করছিল।

ব্রুনোর চোখ আজকে যতবারই পাভেলের দিকে যাচ্ছিল, ততবারই তার ভেতরে একটু হলেও খারাপ লাগছিল মানুষটার জন্যে। পাভেল বোধহয় আগেও এই সাদা রঙের জ্যাকেটটা পরে ডাক্তারি করতেন–ব্রুনো মনে মনে ভাবল। প্রতিবার সবার সামনে খাবার পরিবেশন করার পরে পাভেল দেয়ালের কাছে গিয়ে একদম সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকে দেখে মনে হয় সমস্ত শরীরে তার একমাত্র চোখদুটোই জেগে আছে, আর বাকি সব ঘুমে।

কেউ কিছু চাইলেই পাভেল দ্রুত সেটা তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলো কিন্তু প্রতিবারই ব্রুনোর মনে হচ্ছিল, এবারই বোধহয় দুর্ঘটনা ঘটবে। কারণ তাকে আজকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় আরো বেশি ছোটখাট আর দুর্বল লাগছে। আর তার চোখ দেখে মনে হচ্ছে সেখানে পানি টলমল করছে, একবার চোখের পাতা পড়লেই সেগুলো অঝোর ধারায় পড়তে শুরু করবে।

পাভেল যখন প্লেটগুলো নিয়ে আসলো তখন ব্রুনো খেয়াল করে দেখলো যে তার হাত সেগুলোর ভারে একটু একটু কাঁপছে। মা'কে দু-বার স্যুপের বাটিটা এগিয়ে দেয়ার জন্যে বলতে হয়েছে আজকে। আর ওয়াইনের বোতলের সব ওয়াইন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও অন্য একটা বোতল খুলে রাখতে ভুলে গেছিল। বাবাকে সেটা আলাদা করে বলতে হয়েছে।

"মি. লিস্ত আমাদের কবিতা আর নাটক পড়তে দিচ্ছেন না," ব্রুনো অভিযোগ করলো খাওয়ার সময়। আজকে যেহেতু তাদের খাবার টেবিলে

BanglaBook.org

একজন অতিথি আছেন এজন্যে তাদের সবাইকে ভালো কাপড়-চোপড় পরতে হয়েছে। বাবার গায়ে তার ইউনিফর্মটা আর মা পরেছেন সুন্দর সবুজ রঙের একটি ড্রেস। গ্রেটেলের পরনে রবিবারে গীর্জায় যাওয়ার পোশাক। "আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অন্তত একদিন আমাদের কবিতা পড়তে দেবেন কিনা, কিন্তু তিনি সাফ মানা করে দিয়েছেন।"

"নিশ্চয়ই এর পেছনে ভালো কোন কারণ আছে," বাবা ভেড়ার মাংস চিবোতে চিবোতে বললেন।

"তিনি আমাদের দিয়ে কেবলই ভূগোল আর ইতিহাস পড়াতে চান," ব্রুনো বলল। "ভূগোল আর ইতিহাসের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগতে শুরু করেছে আমার।"

"বিতৃষ্ণা শব্দটা বলবে না দয়া করে," মা নির্দেশ দিলেন।

"তুমি কেন ইতিহাস পছন্দ করো না?" বাবা চামচ নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এখন ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

"কারণ ওটা একঘেয়ে," ব্রুনো তার বদভ্যাসমত কাঁধ ঝাকিয়ে জবাব দিলো।

"একঘেয়ে!? আমার ছেলে বলছে ইতিহাস একঘেয়ে? একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, ব্রুনো," বাবা বললেন। "এই ইতিহাসের কারণেই আজ আমরা এখানে। যদি তা না হতো তাহলে আমরা কেউ এমুহূর্তে এই টেবিলে বসে থাকতাম না। আমরা আমাদের বার্লিনের আরামদায়ক টেবিলে থাকতাম। এই ইতিহাস শুধরাতেই এখানে এসেছি আমরা।"

"তবুও আমি বলবো এটা একঘেয়ে," ব্রুনো আবারো বলল।

"আমার ভাইয়ের ব্যবহারে কিছু মনে করো না, কটলার," গ্রেটেল তার হাত কটলারের হাতের উপর রেখে বলল। "ও কিছুই জানে না।"

এটা দেখে মা চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকলেন।

"আমি সব জানি," ব্রুনো বলল। "আপনি আমার বোনের কথায় কিছু মনে করবেন না, লেফটেন্যান্ট কটলার। তার মাথায় সমস্যা আছে। ডাক্তাররা বলেছেন এখন আর কিছুই করা সম্ভব না।"

"চুপ করো," গ্রেটেল বলল। তার গাল লাল হয়ে গিয়েছে।

"তুমি চুপ করো," হেসে হেসে জবাব দিলো ব্রুনো।

"বাচ্চারা, দয়া করে একটু থামবে?" মা বললেন।

বাবা ছুরি দিয়ে টেবিলে একটা টোকা দিতেই সবাই চুপ মেরে গেল। ব্রুনো তার দিকে তাকিয়ে খেয়াল করে দেখলো তিনি রাগ করেননি ঠিকই তবে আরো বেশি তর্ক করলে রেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

BanglaBook.org

"ছোট থাকতে ইতিহাস আমার খুবই ভালো লাগতো," লেফটেন্যান্ট কটলার বলল কিছুক্ষণ পরে। "যদিও আমার বাবা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, তবুও আমার কাছে শিল্প-সাহিত্যের চেয়ে সমাজবিজ্ঞানই বেশি ভালো লাগতো।"

"সেটা তো আমার জানা ছিল না, কার্ট," মা বললেন। "তিনি কি এখনও পড়ান নাকি?"

"মনে হয়," কটলার জবাব দিলো। "আমার ঠিক জানা নেই।"

"তোমার জানা নেই মানে? ওনার সাথে যোগাযোগ নেই তোমার?"

ব্রুনো চুপচাপ খাবার চিবোতে চিবোতে ভাবতে লাগলো। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কথাটা তুলে পস্তাচ্ছে এখন মনে মনে।

"কার্ট?" মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাথে কি তোমার বাবার যোগাযোগ নেই?"

"না," কাঁধ ঝাকিয়ে জবাব দিলো কটলার। "তিনি ১৯৩৮-এর দিকে জার্মানি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এরপর তার সাথে আমার আর যোগাযোগ হয়নি।"

বাবা খাওয়া বন্ধ করে কটলারের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন, "এরপরে তিনি কোথায় গিয়েছেন?"

"জি, কমান্ড্যান্ট?" লেফটেন্যান্ট কটলার বললেন। যদিও বাবা যথেষ্ঠ জোরেই প্রশ্নটা করেছিলেন।

"আমি জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?...তোমার বাবা...সাহিত্যের অধ্যাপক। জার্মানি ছাড়ার পর তিনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

লেফটেন্যান্ট কটলারের চেহারাটা লাল হয়ে গেল। পরের কথাটা বলার সময় একটু ইতস্তত বোধ করতে লাগলো সে, "আমার মনে হয়...মনে হয়, তিনি বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে আছেন। সেখানকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন।"

"ওহ্, সুইজারল্যান্ড তো সুন্দর একটা দেশ," মা তাড়াতাড়ি বললেন। "আমি ওখানে কখনও যাইনি, তবে আমি যতটা শুনেছি–"

"তার বয়স তো বেশি হবার কথা নয়," বাবা এমন গম্ভীরস্বরে কথাটা বললেন যে সবাই চুপ হয়ে গেল। "মানে, তোমার বয়স তো আর বেশি নয়। কত আর হবে? সতেরো, নাকি আঠারো?"

"আমি কেবলই উনিশে পা দিয়েছি, কমান্ড্যান্ট।"

"তাহলে তোমার বাবার বয়স হবে চল্লিশের মত, তাই না?"

BanglaBook.org

লেফটেন্যান্ট কটলার কিছু না বলে খেতে লাগলো। যদিও তাকে দেখে মনে হচ্ছে না তার খেতে খুব একটা ভালো লাগছে এখন।

"অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি তার পিতৃভূমিতে থাকলেন না," বাবা বললেন।

"আমি আর বাবা অতোটা ঘনিষ্ঠ নই," লেফটেন্যান্ট কটলার তাড়াতাড়ি বলল। "অনেক বছর যাবত আমাদের মধ্যে কোন কথা হয় না।"

"তা কি কারনে তিনি চলে গিয়েছিলেন, শুনি?" বাবা বললেন। "জার্মানির সবচেয়ে গৌরবজনক মুহূর্তে তিনি চলে গেলেন কেন? এই রকম সময়েই তো তাকে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল জাতির। তার কি কোন অসুখ করেছিল?"

"দুঃখিত, বুঝতে পারলাম না, কমান্ড্যান্ট," লেফটেন্যান্ট কটলার বলল।

"তিনি কি হাওয়া বদলের জন্যে সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলেন, নাকি অন্য কোন কারণ ছিল? ১৯৩৮ সালের কথা বলছি।"

"আমি ঠিক জানি না, কমান্ড্যান্ট," লেফটেন্যান্ট কটলার বলল। "সেটা আপনার ওনাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না, তাই না? তিনি যেহেতু এত দূরে আছেন এমুহূর্তে। মনে হয় তার অসুখই করেছিল," বাবা চামচ তুলে নিতে নিতে বললেন, "নয়তো তার হয়ত মতপার্থক্য ছিল।"

"মতপার্থক্য?"

"সরকারের সাথে মতপার্থক্য। এরকম লোকের কথা ঢের শুনেছি। বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষের দল কোথাকার। তুমি তো তোমার কমান্ডিং অফিসারকে তোমার বাবার ব্যাপারে সব জানিয়েছো, তাই না?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

তরুণ লেফটেন্যান্ট কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেও একবার ঢোক গিলল কেবল। যদিও তার মুখে কোন খাবার নেই।

"যাই হোক, বাদ দাও," বাবা হাসিমুখে বললেন। "এটা খাবার টেবিলে বসে আলাপ করার মত কোন বিষয় নয়। আমরা পরে এ ব্যাপারে কথা বলবো।"

"কমান্ড্যান্ট," লেফটেন্যান্ট কটলার সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, "আমি আপনাকে নিশ্চিত করে–"

"বললাম তো, এটা খাবার টেবিলে বসে আলাপ করার মত কোন বিষয় নয়," বাবা আবার বললেন। ব্রুনোর তাদের দিকে তাকিয়ে একটু ভয়ও পেতে লাগলো আবার একটু মজাও লাগছে তার।

"আমার মনে হয় সুইজারল্যান্ড খুব সুন্দর একটা দেশ," গ্রেটেল বলল কিছুক্ষণ নীরবতার পরে।

BanglaBook.org

"চুপচাপ তোমার খাবার খাও, গ্রেটেল," মা বললেন।

"কিন্তু আমি তো কেবল–"

"খাবার খাও চুপচাপ," মা কড়া গলায় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই বাবা পাভেলকে ডাকলেন।

"আজকে তোমার হয়েছেটা কি?" পাভেলের উদ্দ্যেশ্যে বললেন বাবা। "এই নিয়ে চারবার আমাকে ওয়াইনের কথা বলতে হলো।"

ব্রুনো চুপচাপ দেখতে লাগলো পাভেলের কাজ। বাবার গ্লাসে ওয়াইন ঢালা পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল কিন্তু এরপরে যখন লেফটেন্যান্ট কটলারের গ্লাসে ওয়াইন ঢালার জন্যে ঘুরলো ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটলো। তার হাত থেকে কোনভাবে বোতলটা ছুটে গেল, আর সেখানকার সব ওয়াইন গিয়ে পড়লো লেফটেন্যান্ট কটলারের গায়ের উপরে।

এরপরে যে ঘটনাটা ঘটল তা একদমই অপ্রত্যাশিত আর বর্ণনার অযোগ্য। কিন্তু মা কিংবা বাবা কেউই লেফটেন্যান্ট কটলারকে থামালেন না। যদিও তারা কেউ দৃশ্যটার দিকে তাকিয়েও ছিলেন না। ব্রুনো তো কেঁদেই দিলো, আর গ্রেটেলের চেহারাও পুরোপুরি ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল এসব দেখে।

রাতে যখন ব্রুনো শুতে গেল তখনও তার খাবার টেবিলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বার বার। পাভেলের কথাও তার মনে হলো। লোকটা কি সুন্দরভাবে তার কাঁটা পায়ের যত্ন নিয়েছিল। বাবার প্রতিও একটু রাগ হলো ব্রুনোর। যদিও তিনি অনেক ভালো আর দয়াবান একজন মানুষ, তবুও ঘটনাটার সময় তার চুপ করে থাকাটা একদমই উচিত হয়নি। আউট-উইথে যদি এরকমই ঘটে থাকে সচরাচর, তবে তার নিজের উচিত হবে একদম চুপচাপ থাকা। কারণ এখানে কিছু কিছু মানুষ অনেক বিপজ্জনক।

বার্লিনে তার জীবনের কথা এখন মনে হচ্ছে অনেক দূরের কোন সুখস্মৃতি। ইদানিং সে ড্যানিয়েল, মার্টিন কিংবা কার্লের চেহারাও ভালোমত মনে করতে পারে না। তার খালি এটুকু মনে আছে, ওদের মধ্যে একজনের চেহারা আদার মত ছিল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

এর মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ঐ ঘটনাটার পরেও ব্রুনো নিয়মিত মি. লিস্তের ক্লাসের পরে প্রতি বিকেলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। মা ঐ সময়ে ঘুমে ব্যস্ত থাকেন। প্রায় প্রতিদিনই শুমেল বেড়ার কাছে মাটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে আর ব্রুনোর জন্যে অপেক্ষা করে।

এক বিকেলে ব্রুনো খেয়াল করলো শুমেলের একটা চোখ ফুলে কালো হয়ে আছে। যখন সে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলো, তখন মাথা নেড়ে শুমেল বলল, ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চায় না। ব্রুনো ধারণা করে নিলো ওপাশেও নিশ্চয়ই বাজে বাজে ছেলে আছে কিছু, তার বার্লিনের স্কুলের মত। তারাই শুমেলের এ অবস্থা করেছে। সে শুমেলের মন ভালো করার জন্যে কিছু একটা করতে চাচ্ছিল কিন্তু কী করবে তা ভেবে উঠতে পারছিল না। আর সে এটাও বুঝতে পারছিল, শুমেল ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাইছে।

প্রতিদিনই ব্রুনো শুমেলকে একবার করে জিজ্ঞেস করে সে বেড়া পার হয়ে ওপারে আসতে পারবে কিনা, যাতে করে তারা একসাথে খেলতে পারে। কিন্তু শুমেল সব সময়ই বলে, এটা করা উচিত হবে না।

"আমি জানি না, তুমি এপাশে আসার জন্যে এত উদগ্রিব হয়ে আছো কেন?" শুমেল জিজ্ঞেস করলো। "এপাশের অবস্থা তো খুবই খারাপ।"

"তুমি তো আর আমার বাসায় থাকোনি, তাই বোঝো না," ব্রুনো বলল। "এই যেমন এটা মাত্র তিনতলা, পাঁচতলা না। এত ছোট জায়গায় কেউ থাকে কীভাবে?" সে ভুলে গেছে শুমেলরা আউট-উইথে আসার আগে এগারোজন একটা ঘরে গাদাগাদি করে থাকতো। আর সেখানে লুকা নামে একটা ছেলে অকারণে খালি মারতো শুমেলকে।

একদিন শুমেলকে জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো, বেড়ার ওপাশের সবাই ওরকম একই ধরণের ডোরাকাটা পাজামা আর টুপি পরে থাকে কেন।

"কারণ এখানে আসার পরে আমাদের এটাই দেয়া হয়েছে," শুমেল ব্যাখ্যা করে বলল। "তারা আমাদের অন্য সব জামাকাপড় নিয়ে গিয়েছে।"

"কিন্তু তোমার কি প্রতিদিন সকাল বেলা উঠে একই জিনিস পরতে ভালো

BanglaBook.org

লাগে? তোমার ওয়ার্ডরোবে অন্য কোন জামা কাপড় তো নিশ্চয়ই আছে?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

শুমেল কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলো।

"আমার এমনকি এই ডোরাগুলোও ভালো লাগে না," ব্রুনো বলল। কথাটা আসলে পুরোপুরি সত্য নয়। ব্রুনোর কাছে ডোরাকাটা পাজামা আর জামাটা ভালোই লাগে। বরং সে প্রতিদিন তার হাফপ্যান্ট, টাই আর বুটজুতা পরতে পরতে বিরক্ত। সেগুলো ইদানিং একটু ছোটও হয়ে গেছে। এদিকে শুমেল কি সুন্দর প্রতিদিন ঢোলা জামাকাপড় পরে থাকে!

এর কয়েকদিন পরে ব্রুনো এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর রাতে কোন এক সময়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি পড়া। সে যখন নাস্তা করছিল তখনও বাইরে বৃষ্টি। সকালে মি. লিস্তের ক্লাসের সময়ও বৃষ্টি পড়ছিল অঝোর ধারায়। এটা তার জন্যে খুবই খারাপ খবর, কারণ এর অর্থ সে বাইরে যেতে পারবে না। শুমেলের সাথে দেখাও হবে।

সেইদিন বিকেলে ব্রুনো একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল কিন্তু কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না। ঠিক এই সময় মাথা খারাপ মেয়েটা তার সাথে দেখা করতে আসল। সে অবশ্য ব্রুনোর ঘরে অত একটা আসে না। অবসর সময় নিজের পুতুলগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই আবহাওয়ার কারণেই হোক আর অন্য কোন কারণে, তারও আজকে পুতুল খেলায় মন বসছে না।

"কি চাই তোমার?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"বাহ, স্বাগতম জানানোর কি ছিরি!"

"দেখতে পাচ্ছে না আমি বই পড়ছি," ব্রুনো বলল।

"কি পড়ছো?" জিজ্ঞেস করলো সে, ব্রুনো জবাব না দিয়ে বইয়ের প্রচ্ছদটা ঘুরিয়ে তাকে দেখিয়ে দিলো।

সে মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ করে বলল, "ফালতু।"

"মোটেও ফালতু না। এটা একটা অভিযানের কাহিনী। অন্তত তোমার ঐ পুতুলগুলার তুলনায় অনেক ভালো।"

কিন্তু গ্রেটেল কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না। "তুমি কি করছো?" ব্রুনোকে বিরক্ত করার জন্যে আবার জিজ্ঞেস করলো সে।

"একবার তো বললাম, আমি পড়ার চেষ্টা করছি কিন্তু 'কিছু' লোকের জ্বালায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না।"

BanglaBook.org

"করার মত কিছু নেই এখন। জঘন্য লাগছে এই বৃষ্টিটা," গ্রেটেল বলল।

ব্রুনো কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকল। কারণ এমন তো আর নয়, গ্রেটেল বৃষ্টি না পড়লেও তেমন কিছু একটা করে। কিন্তু ব্রুনো নিজে অনেক ব্যস্ত থাকে। এই কারণেই অভিযানে বের হয়ে সে একটা বন্ধু পেয়েছে। আর গ্রেটেল তো এই বাসা থেকেই সহজে বের হয় না। যেন সে ইচ্ছে করে একঘেয়েমিতে ভুগতে পছন্দ করে। কিন্তু এ মুহূর্তে তার আসলেও বোধহয় করার মত কিছু নেই।

ব্রুনো জানে মাঝে মাঝে ভাইবোনদের কিছুক্ষণের জন্যে ঝগড়া ভুলে সভ্য মানুষের মত একসাথে সময় কাটানো উচিত। সে ঠিক করলো, এখন সেটাই করবে।

"আমার কাছেও বৃষ্টিটা জঘন্য লাগছে। আমার এতক্ষণে শুমেলের সাথে থাকার কথা। ও ভাববে আমি ওকে ভুলে গেছি।"

নিজেকে থামানোর আগেই কথাগুলো আপনা আপনি বের হয়ে গেল তার মুখ থেকে। সাথে সাথে তার পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। নিজের উপরো রাগ লাগতে লাগলো ভীষণ।

"তোমার কার সাথে থাকার কথা?" গ্রেটেল জিজ্ঞেস করলো।

"ওটা কি?" কথা ঘোরানোর জন্যে বলল ব্রুনো।

"তুমি কার সাথে দেখা করার কথা বলছিলে?"

"আমি দুঃখিত, বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো...আবার বলবে?"

"তুমি কার সাথে থাকার কথা বলছিলে?" আবার জোরে জোরে বলল গ্রেটেল, যাতে শুনতে কোন অসুবিধা না হয় তার ছোভায়ের।

"কই, আমি তো বলিনি আমার কারো সাথে থাকার কথা," ব্রুনো বলল।

"হ্যা, তুমি বলেছো। আর এটাও বলেছো কেউ ভাববে তুমি তাকে ভুলে গেছো।"

"কি বললে?"

"ব্রুনো!" গ্রেটেল শাসানোর ভঙ্গিতে বলল এবার।

"তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?" ব্রুনো এমনভাবে কথাটা বলল যেন গ্রেটেল মনে করে, সে নিজেই ভুল শুনেছে। কিন্তু তার পক্ষে অভিনয়টা সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হলো না। সে তো আর দাদিমার মত দক্ষ নয়।

গ্রেটেল মাথা নেড়ে ব্রুনোর দিকে আঙুল তুলে বলল, "একদম কথা ঘোরানোর চেষ্টা করবে না, ব্রুনো। আমাকে বোকা পেয়েছো? তুমি কারো সাথে দেখা করার কথা বলছিলে। কে সেটা? এখানে তো খেলার মত কাউকে পাওয়ার কথা নয়। নাকি কেউ আছে?"

BanglaBook.org

ব্রুনো পরিস্থিতিটা ভেবে দেখার চেষ্টা করলো। তার বোন আর সে, দুজনের কেউই পূর্ণবয়স্ক নয়। এমনও হতে পারে, গ্রেটেলও তার মতই একাকিত্বে ভোগে এই আউট-উইথে। হাজার হলেও বার্লিনে ইসোবেল আর হিল্ডা ছিল তার খেলার সাথি হিসেবে। এখানে তার পুতুলগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। গ্রেটেলের মাথা হয়ত আসলেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্চয় কল্পনা করে, পুতুলগুলো তার সাথে কথা বলে।

অন্যদিকে এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, শুমেল তার একমাত্র বন্ধু এখানে। গ্রেটেলের না। আর সে শুমেলকে কারো সাথে ভাগাভাগিও করতে চায় না। তাই মিথ্যে বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তার।

"আমার একটা নতুন বন্ধু হয়েছে," ব্রুনো বলল। "যার সাথে আমি প্রতিদিনই দেতখা করি। সে এখন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি কিন্তু কথাটা কাউকে বলতে পারবে না।"

"কেন না?"

"কারণ সে আমার কাল্পনিক বন্ধু," ব্রুনো যতটা সম্ভব লজ্জিত হবার ভঙ্গি করে বলল। "আমরা প্রতিদিন একসাথে খেলি।"

হাসিতে ফেঁটে পড়ার আগে গ্রেটেল কিছুক্ষণ হা করে ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। "কল্পনার বন্ধু!" হাসতে হাসতেই বলল সে। "তোমার কি মনে হয় না এসবের জন্যে একটু বেশি বড় হয়ে গেছো তুমি?"

ব্রুনো তার চেহারা যতটা সম্ভব কালো করে ফেলল। সে এমন ভান করতে লাগলো যেন পারলে মাটিতে মিশে যায়। বিছানায় চোখ নিচু করে বসে থাকলো সে। ভালোই অভিনয় করছি আমি–নিজেকে বলল। চেহারাটা যদি লজ্জায় লাল হয়ে যেত তাহলে আরো ভালো হতো। কিন্তু সেটা বেশ কঠিন কাজ। তাই সে গত কয়েক বছরে তার সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্তগুলো মনে করার চেষ্টা করলো। এভাবে কাজ হতে পারে।

একদিন সে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল আর দাদিমা ভেতরে ঢুকে সব দেখে ফেলেছিলেন। একবার সে ক্লাসে টিচারকে ভুল করে মা ডেকে ফেলেছিল। সবার সে কী হাসি! আর একবার তো একদল মেয়ের সামনে সে সাইকেল নিয়ে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে পড়েই গিয়েছিল। পা-ও কেটে গিয়েছিল। খুব কষ্ট করে নিজেকে সামলাতে চাইলেও পারেনি। কান্না করে দিয়েছিল।

এর মধ্যে কোন একটা কাজ করলো, আর তার চেহারা আসলেও লাল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

"তোমার চেহারাটা আয়নায় একবার দেখো!" গ্রেটেল বলল। "পুরো লাল হয়ে গিয়েছে।"

"কারণ আমি তোমাকে ওর কথা জানাতে চাইনি," ব্রুনো বলল।

"কাল্পনিক বন্ধু?! সত্যি ব্রুনো, তোমাকে নিয়ে আর কোন আশা নেই।"

ব্রুনো হেসে ফেলল। দুটো কারণ আছে এর পেছনে। একে তো তার কৌশল কাজে দিয়েছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, এখানে যদি কেউ থেকে থাকে, যাকে নিয়ে আসলেও কোন আশা নেই–সে হচ্ছে গ্রেটেল।

"আমাকে একা থাকতে দাও," সে বলল। "আমি আমার বইটা পড়তে চাই।"

"তুমি তোমার কাল্পনিক বন্ধুকে ওটা পড়ে শোনাতে বলছো না কেন?" গ্রেটেল হেসে হেসে বলল। অনেক দিন পরে ব্রুনোকে জ্বালানোর মত একটা বিষয় খুঁজে পেয়েছে সে। এত সহজে ছেড়ে দেবে না। "তাহলে তোমার সময় বেঁচে যেত।"

"আমার বোধহয় ওকে বলা উচিত, তোমার বিচ্ছিরি পুতুলগুলো যেন জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।"

"একবার বলেই দেখো না কি হয়। দেখা যাবে কার কত জোর," গ্রেটেল এমনভাবে কথাগুলো বলল যে, ব্রুনো বুঝতে পারল, সে ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। "একটা কথা বলো তো? তুমি তোমার ঐ কাল্পনিক বন্ধুটার সাথে এমন কী করো যে সে এতটা প্রিয় তোমার কাছে?" গ্রেটেল জিজ্ঞেস করলো।

ব্রুনো কিছুক্ষণ ভাবলো ব্যাপারটা নিয়ে। সে আসলে মনে মনে কারো সাথে শুমেলের ব্যাপারে কথা বলতে ইচ্ছুক। এটাই বোধহয় সুযোগ।

"আমরা সব ব্যাপারে কথা বলি," ব্রুনো শুরু করলো। "আমি ওকে বার্লিনে আমাদের আগের বাসাটার কথা সব খুলে বলেছি। ওখানকার ফুলের দোকানগুলোর কথা, ক্যাফেগুলোর কথা আর শনিবারে শহরের ভিড়ের কথা–সবই বলেছি। আর এও জানিয়েছি, ওখানে থাকাকালীন মার্টিন, ড্যানিয়েল আর কার্ল আমার সবচেয়ে সেরা বন্ধু ছিল।"

BanglaBook.org

"বাহ্, ভালো তো!" গ্রেটেল ব্যাঙ্গাত্মক সুরে বলল। দুই সপ্তাহ আগেই সে তেরোয় পা দিয়েছে, তাই সে এখনভাবে, কথায় কথায় সবাইকে ব্যঙ্গ করা তার নতুন অধিকার। "আর সে তোমাকে কি কি বলে?"

"ও আমাকে ওর পরিবারের কথা বলেছে। ওদের ঘড়ির দোকানটার কথা বলেছে, যার উপরতলায় ওরা থাকতো। বলেছে ওখানকার লোকেদের কথা

যাদের সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওখানকার খাবারদাবারও নাকি অনেক ভালো ছিল। কিন্তু এখন সে আর ওগুলো খেতে পারে না, ওর আগের বন্ধুদের সাথেও কোন যোগাযোগ নেই আর। কারণ তারা তাকে বিদায় না জানিয়েই উধাও হয়ে গিয়েছে।"

"শুনে তো মনে হচ্ছে ও একটা বোকার হদ্দ ছাড়া আর কিছু নয়," গ্রেটেল বলল। "দিনরাত হাসাহাসি করা যায় যাকে নিয়ে। ও যদি আমার বন্ধু হতো তাহলে ভালো হতো।"

"গতকাল সে আমাকে বলেছে, ওর দাদাকে নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে যতবারই তার বাবাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে ততবারই তিনি কাঁদতে শুরু করেন আর ওকে জড়িয়ে ধরেন। এমনভাবে ধরে থাকেন যে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায়।"

কথাটা বলার পরে ব্রুনো বুঝতে পারলো তার খুবই খারাপ লাগছে। গতকাল শুমেল যখন তাকে এই কথাগুলো বলছিল, তখন সে অতটা গুরুত্ব দেইনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে শুমেলের মন কতটা খারাপ ছিল কালকে। তার মনে হচ্ছে কালকে বার্লিন সম্পর্কে বোকার মত ওসব গল্প জুড়ে দেয়া একদমই উচিত হয়নি। সে ঠিক করলো আগামিদিন শুমেলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করবে এ ব্যাপারে।

"বাবা যদি তোমার এসব কাল্পনিক বন্ধুর কথা জানতে পারেন তবে সেটা কিন্তু ভালো হবে না। আমার মনে হয় তোমার এসব বন্ধ করা উচিত," গ্রেটেল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল।

"কেন?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ পাগল হবার প্রথম লক্ষণ এটা।"

"আমার মনে হয় না আমি এটা বন্ধ করতে পারবো," ব্রুনো বলল। "আর আমি চাইও না বন্ধ করতে।"

"যাই হোক, আমি তোমার জায়গায় হলে মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করতাম," নরম সুরে বলল গ্রেটেল।

"ঠিক আছে," চেহারায় দুঃখিভাব এনে বলল ব্রুনো। "তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু তুমি তো এটা কাউকে বলবে না, তাই না?"

সে মাথা নেড়ে বলল, "কাউকে না। একমাত্র আমার নিজের কাল্পনিক বন্ধুকে ছাড়া।"

BanglaBook.org

ব্রুনো টাস্কি খেলো। "তোমারও আছে?" সে কল্পনা করতে লাগলো, বেড়ার দুপাশে দু-জন মেয়ে বসে বসে ঝগড়া করছে।

"আরে না! মজাও বোঝো না তুমি," গ্রেটেল হেসে উত্তর দিলো। "আমার বয়স এখন তেরো! এসব ছেলেমানুষি আমাকে মানায় না। তুমি আসলেও একটা জিনিস!" বলতে বলতে বের হয়ে গেল সে।

ব্রুনো আবার তার বইয়ে মনোযোগ বসাতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। জানালা দিয়ে বাইরের ক্রন্দনরত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। আর শুমেলে কথা ভাবতে লাগলো।

শুমেলও কি এমুহূর্তে আমার কথা ভাবছে? ঘুমে ঢলে পড়ার আগে এটাই ছিল ব্রুনোর শেষ ভাবনা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকলো। ব্রুনো আর শুমেল তাই চাইলেও তেমন একটা দেখা সাক্ষাৎ করতে পারলো না। আর যতবারই ব্রুনো তার বন্ধুর সাথে দেখা করলো, ততবারই সে তার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলো। কারণ শুমেল দিনে দিনে আরো শুকিয়ে যাচ্ছে। মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে তার। মাঝে মাঝে সে পকেটে বেশি করে রুটি আর পনির নিয়ে যেত তার বন্ধুকে খাওয়ানোর জন্যে। আশেপাশে কেউ না থাকলে গোটা দুয়েক চকলেট কেকও প্যান্টের পকেটে পুরে ফেলত। কিন্তু তার বাসা থেকে শুমেলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে ব্রুনোকে দীর্ঘ একটা পথ হাটতে হতো। তাই এক কামড় দু কামড় করতে করতে কেকগুলো প্রায়ই ছোট হয়ে যেত আকারে। তখন সে আর ওগুলো শুমেলকে দিত না। কারণ তাতে ও মন খারাপ করতে পারে।

বাবার জন্মদিনের আর বেশি দেরি নয়। যদিও তিনি মানা করে দিয়েছেন বাসায় এ নিয়ে কাউকে বেশি হৈ চৈ না করতে, তবুও মা আউট-উইথের সব অফিসারদের উদ্দ্যেশ্যে একটা পার্টি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এ নিয়ে হৈ চৈও হচ্ছে বেশ। ব্যাপারে মা'কে অবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে লেফটেন্যান্ট কটলার। মা যখনই তালিকা করতে বসছেন, তখনই সে এসে তার সাথে আরো কিছু যোগ করছে। এরকম করতে করতে তালকাটাও খালি বড়ই হতে লাগলো। ব্রুনো আগে ওরকম তালিকা আর দেখেনি কখনও।

সে অবশ্য নিজে নিজে একটা তালিকা করতে বসলো। বিষয়বস্তু হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কটলারকে ঘৃণা করার কারনসমূহ।

প্রথমত সে কখনও হাসে না। সারাক্ষণ মুখটা গোমড়া করে রাখে। আর ব্রুনোর সাথে কদাচিৎ যখন তার কথা হয়, প্রতিবারই তাকে 'ছোট্ট বন্ধু' বলে ডাকে সে। যা শুনলেই গা জ্বালা করে ওঠে ওর। আরেকটা কারণ হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কটলারের মা'র সাথে সারাক্ষণ ফুসুর ফাসুর করে আলাপ করে। সে একেকটা কথা বলে আর মা জোরে জোরে হাসতে থাকেন। গ্রেটেলেরও এক

BanglaBook.org

অবস্থা। যখনই বাসায় লেফটেন্যান্ট কটলার আসে তখনই সে সেখানে হাজির হয়ে এমন ভাব করতে থাকে যেন সেখানে আগে থেকেই আছে।

একবার ব্রুনো জানালা দিয়ে বেড়ার ওপাশে একটা কুকুরকে দেখছিল। অনবরত ঘেউ ঘেউ করছিল ওটা। লেফটেন্যান্ট কটলার হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন উদয় হলো এই সময়ে। আর সরাসরি কুকুরটার মাথা বরাবর গুলি করে দিলো।

ব্রুনো এখনও ওই সন্ধ্যার কথা ভোলেনি। যেদিন তিনি পাভেলের ওপর ওরকম ভয়ংকর রেগে গিয়েছিলেন। পাভেল আসলেও একজন সম্মানিত ডাক্তার।

ইদানিং বাবা যদি কোন কাজে আউট-উইথের বাইরে যান তবে লেফটেন্যান্ট কটলার এমন ভাব করা শুরু করে যেন সে-ই বাড়ির সর্বেসর্বা। সে সময় ব্রুনো সকালে ঘুম থেকে উঠেও তাকে দেখে আবার রাতে ঘুমাতে যাবার সময়ও তার কথার আওয়াজ ভেসে আসে নিচ থেকে।

এরকম আরো বহু কারণ আছে লেফটেন্যান্ট কটলারকে ঘৃণা করার জন্যে। কিন্তু ওগুলোর মধ্যে এ কটাই মনে আসছে এখন।

জন্মদিনের পার্টির আগের দিনের বিকেলের কথা। ব্রুনো তার ঘরে বসে আছে, এই সময়ে নিচ থেকে লেফটেন্যান্ট কটলারের গলার আওয়াজ ভেসে আসলো। কার সাথে যেন কথা বলছে। যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল তখন মা'র গলার আওয়াজ শুনতে পেল সে, কীভাবে সবকিছু করতে হয় সেটা কাউকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। এসময় লেফটেন্যান্ট কটলার বলল "চিন্তা করবেনন না, ম্যাম, ও জানে কীভাবে সবকিছু ঠিকমত করতে হয়। নইলে..." এরপরে সে যা বলল ওরকম কথা ব্রুনো আগে কখনও শোনেনি। একমাত্র বিকৃত মস্তিষ্কের কারো পক্ষেই ওটা বলা সম্ভব।

ব্রুনো হাতে একটা বই নিয়ে লিভিংরুমের দিকে যেতে লাগলো। এই বইটা কিছুদিন আগেই বাবা তাকে উপহার দিয়েছেন। জন লুই স্টিভেনসনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড।' সে ভাবছে, ওখানে বসে ঘন্টা দুয়েক বইটা পড়বে। কিন্তু হলওয়েতে ঢুকতেই লেফটেন্যান্ট কটলারের মুখোমুখি হতে হলো তাকে। লোকটা কেবলই রান্নাঘর থেকে বের হয়েছে।

"কি খবর, ছোট্টবন্ধু?"

"এই তো," ব্রুনো ভ্রু কুঁচকে জবাব দিলো।

"কি করবে এখন তুমি?"

BanglaBook.org

তার দিকে তাকিয়ে ব্রুনো মনে মনে আরো সাতটা কারণ বানালো লোকটাকে অপছন্দ করার। "আমি ওখানে বসে আমার বইটা পড়বো ভাবছিলাম," লিভিংরুমের দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে।

কোন অনুমতি না নিয়েই লেফটেন্যান্ট কটলার ব্রুনোর হাত থেকে বইটা নিয়ে সেটা দেখতে শুরু করে দিলো। "*ট্রেজার আইল্যান্ড*," বলল সে, "এটা কি নিয়ে?"

"একটা দ্বীপ নিয়ে," ব্রুনো আস্তে আস্তে বোঝাতে শুরু করলো যাতে করে তার মাথায় ঢোকে ব্যাপারটা। "যেখানে অনেক গুপ্তধন আছে।"

"এটা তো আমিও বুঝতে পারছি," কটলার বলল। সে এমন করে ব্রুনোর দিকে তাকালো যে, ব্রুনোর মনে হলো, সে যদি কমান্ড্যান্টের ছেলে না হয়ে অন্য কেউ হত তাহলে খবরই ছিল আজকে। "এমন কিছু একটা বলো যেটা আমি জানি না।"

"লং জন সিলভার নামে এক জলদস্যু আছে বইটাতে," ব্রুনো বলল। "আর জিম হকিন্স নামে একটা ছেলে।"

"তারা কি ইংরেজ?"

"হ্যা," জবাব দিলো ব্রুনো।

"ধুর! মুখ দিয়ে ঘোত করে একটা আওয়াজ করলো লেফটেন্যান্ট কটলার।

ব্রুনো তার বইটা ফেরত পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। তাকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না এ নিয়ে চিন্তিত এখন। ব্রুনো যখন বইটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো তখন সেটা তার নাগালের বাইরে সরিয়ে নিলো কটলার।

"দুঃখিত," লেফটেন্যান্ট বইটা সামনে এগিয়ে বলল। এবারও যখন ব্রুনো বইটা নিতে গেল তখন সেটা সরিয়ে নিলো সে। "ওহ্, আবারও দুঃখিত আমি," বলে আবারো সেটা সামনে বাড়িয়ে ধরলো। কিন্তু এবার ব্রুনো লাফ দিয়ে ওটা ছিনিয়ে ছিল তার হাত থেকে।

"বাহ্, তুমি দেখি একদম ফিট," লেফটেন্যান্ট কটলার বলল।

ব্রুনো তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো কিন্তু আজ যেন লেফটেন্যান্ট কটলারকে কথা বলার ভুতে পেয়েছে।

"পার্টির জন্যে আমরা সবাই তৈরি তো, নাকি?"

"আমি তৈরি, কিন্তু আপনার কথা আমি কীভাবে বলবো?" গ্রেটেলের মত ত্যাড়াভাবে জবাব দেয়ার চেষ্টা করলো ব্রুনো।

"আশা করি আজকে তুমি উল্টাপাল্টা কিছু করবে না। আর বয়সের তুলনায় তুমি একটু বেশিই কথা বলো," লেফটেন্যান্ট কটলার বলল।

BanglaBook.org

ব্রুনো চুপচাপ অপমানটা হজম করে নিলো। মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে রাগে ফেঁটে পড়লো সে। আরেকটু লম্বা আর শক্তিশালো হলে ভালো হতো। মা-বাবা যখন তার আচরণ সম্পর্কে কিছু বলেন তখন সে কিছু মনে করে না। কারণ ওটাই তাদের কাজ। কিন্তু অন্য কারো কোন অধিকার নেই তাকে কিছু বলার। হোক না সে একজন 'লেফটেন্যান্ট।'

"ওহ্ কার্ট, তুমি আছো এখনও," মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বললেন। "আমার হাতে কিছু সময় আছে এখন, যদি–ওহ্!" ব্রুনোকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি। "তুমি এখানে কি করছো, ব্রুনো?"

"আমি লিভিং রুমে একটু শান্তিমত বই পড়তে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম," ব্রুনো বলল।

"কিন্তু এখন তো আমি আর লেফটেন্যান্ট কটলার একটু আলাপ করবো সেখানে। তুমি বরং রান্নাঘরের টেবিলটাতে যাও," এই বলে লেফটেন্যান্ট কটলার লিভিংরুমে ঢুকে গেল। দরজাটা ঠাস করে বন্ধ হয়ে গেল ব্রুনোর মুখের ওপর।

রেগেমেগে গটমট করে রান্নাঘরে ঢুকেই তার জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর মুহূর্তের সম্মুখীন হলো ব্রুনো। টেবিলে মুখ নিচু করে শুকনো একটা ছেলে বসে আছে। আর সেটা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং শুমেল!

ব্রুনোর মনে হলো তার চোখদুটো তাকে ধোঁকা দিচ্ছে। "শুমেল!" বলল সে। "তুমি এখানে কি করছো?"

অবাক মুখ তুলে তাকালো ছেলেটা। কিন্তু তার বন্ধুকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই ওর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। "ব্রুনো!" বলল সে।

"তুমি এখানে কি করছো?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো। কেন জানি তার কাছে মনে হয়, বেড়ার ওপারের মানুষদের জন্যে এপারে আসাটা বিপজ্জনক।

"তিনি আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

"তিনি?" অবাক হলো ব্রুনো। "তুমি লেফটেন্যান্ট কটলারের কথা বলছো না তো?"

"হ্যা, উনিই। আমাকে বলেছেন, এখানে নাকি আমাকে কাজে লাগবে আজকে।"

এবার ব্রুনো একটু খেয়াল করে দেখলো রান্নাঘরের টেবিলটার পাশে ছোট ছোট চৌষট্টিটা গ্লাস রাখা আছে। ওগুলোর পাশেই সাবান আর একটা ন্যাকড়া রাখা।

BanglaBook.org

"তুমি কি করছো এসব?"

"তারা আমাকে এগুলো পরিস্কার করতে বলেছেন। একাজের জন্যে ছোট আঙুলের কাউকে দরকার," শুমেল বলল।

এটা বলে ব্রুনোর সামনে তার আঙুলগুলো মেলে ধরলো সে। কিন্তু এই তথ্যটা ব্রুনোর আগে থেকেই জানা ছিল। ব্রুনোর নকল কঙ্কালটার হাতের কথা মনে পড়ে গেল, যেটা মি. লিস্ত সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তাকে দেখানোর জন্যে।

"এটা আমি আগে খেয়াল করিনি," ব্রুনো নিজের অজান্তেই বলে উঠলো।

"কি খেয়াল করোনি?" জিজ্ঞাসা করলো শুমেল।

"আমাদের হাতদুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য," ব্রুনো তার হাতটাও সামনে মেলে ধরে বলল।

দু-জনেই একে অন্যের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ ধরে। পার্থক্যটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। যদিও ব্রুনো তার সমবয়সি অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় একটু খাটো, তবুও তার হাতের রগগুলো ওরকম বের হয়ে থাকে না। যেমনটা শুমেলের হাতে দেখা যাচ্ছে।

"এগুলো এত চিকন হলো কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি জানি না। আগে তো এগুলো তোমার হাতের মতই ছিল। কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন এরকম হয়ে গেল। বেড়ার ওপাশের সবারই একই অবস্থা।"

ব্রুনোর খুবই খারাপ লাগলো কথাটা শুনে। আউট-উইথে বেড়ার ওপাশের কর্মকান্ড নিয়ে সন্দেহ জাগলো ওর মনে। আসলে কি ঘটে ওখানে? শুমেলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলো ও। ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেল। কিছু খেতে হবে। একটা বড় মুরগির অর্ধেকটা রাখা আছে সেখানে। দুপুরের খাওয়ার পরে বেঁচে গিয়েছিল। সেটা দেখেই ব্রুনোর চোখটা চকচক করে উঠলো। খুব কম জিনিসই খেতে এতটা ভালো লাগে তার। একটা ছুরি বের করে নিজেই ওখান থেকে কেটে নিয়ে একটা প্লেটে তুলে নিলো সে।

"যাই হোক, আমি খুশি হয়েছি তুমি এখানে এসেছো," মুখভর্তি খাবার নিয়েই বলল সে। "তুমি যদি গ্লাস পরিস্কার করার কাজে ব্যস্ত না থাকতে তাহলে তোমাকে আমার ঘরটা ঘুরে দেখাতে পারতাম।"

"তিনি আমাকে এখান থেকে নাড়াচাড়া করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তার কথা না শুনলে আমার কপালে নাকি খারাবি আছে।"

BanglaBook.org

"আরে, ওকে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই," ব্রুনো সাহস দেখিয়ে বলল। "বাসায় বাবা না থাকলে সবাই আমার কথামতই চলে এখানে। ঐ লোকটা নাকি কখনো *ট্রেজার আইল্যান্ড* পড়ে দেখেনি। বিশ্বাস হয় এটা?"

শুমেলকে দেখে অবশ্য এমুহূর্তে কথা বলার প্রতি মনোযোগি মনে হচ্ছে না। সে গভীর আগ্রহ নিয়ে ব্রুনোর খাওয়া দেখছে। কিছুক্ষণ পর ব্রুনো বুঝতে পারলো শুমেল আসলে কি দেখছে ওভাবে। সাথে সাথে তার ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এটা করা একদম উচিত হয়নি।

"আমি দুঃখিত, শুমেল," তাড়াতাড়ি বলল সে। "তোমাকে দিয়ে খাওয়া উচিত ছিল। তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?"

"এই প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস করা আর না করা একই কথা," শুমেল একটু ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল। যদিও গ্রেটেলের সাথে তার কখনও দেখা হয়নি।

"দাঁড়াও এখানে, আমি তোমাকে দিচ্ছি," এই বলে ফ্রিজ খুলে ব্রুনো আরো তিন টুকরো মাংস কাটলো ছুরি দিয়ে।

"না না, তিনি যদি ফিরে আসেন–" এই বলে শুমেল ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকালো।

"কার কাথা বলছো? কটলার?"

"আমার শুধু এই গ্লাসগুলো পরিস্কার করার কথা," এই বলে খুব কষ্ট করে মুরগির টুকরোগুলো থেকে চোখ ফেরাল শুমেল।

"খাও তুমি। সে কিছু মনে করবে না," ছেলেটার এরকম আচরণে অবাক না হয়ে পারলো না ব্রুনো। "এটা তো সামান্য কিছু খাবার।"

"না, আমি পারবো না," শুমেলকে দেখে মনে হচ্ছে বেচারা কেঁদেই দেবে এখন। "তিনি ঠিক ফিরে আসবেন এখনই। আমি জানি," বলল সে। "আমার উচিত ছিল তুমি বলার সাথে সাথেই ওগুলো মুখে চালান করে দেয়া। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি যদি ফিরে এসে দেখেন–"

"আরে নাও তো!" এই বলে ব্রুনো তার বন্ধুর হাতে খাবারগুলো জোর করে দিয়ে দিলো। "আমাদের জন্যে অনেক আছে এখানে। তোমার সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

শুকনো ছেলেটা একবার তার হাতের খাবারের দিকে আরেকবার ব্রুনোর দিকে তাকাতে লাগলো। তার চোখে ভয়ের সাথে মিশে আছে কৃতজ্ঞতা। এরপরেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে আর পাক্কা বিশ সেকেন্ডের মধ্যে খাবারগুলো সাফ করে ফেলল।

BanglaBook.org

"আরে, এত তাড়াতাড়ি না খেলেও পারতে," ব্রুনো বলল। "গলায় ঠেকে যেতে পারতো তোমার।"

"যাক," শুমেল মৃদু হেসে বলল। "ধন্যবাদ, ব্রুনো।"

ব্রুনোও পাল্টা হাসলো জবাবে। সে আরো খাবার বের করে শুমেলকে দিতে যাচ্ছিল ঠিক এমন সময়ে লেফটেন্যান্ট কটলার ঢুকলো সেখানে। ব্রুনোকে শুমেলের সাথে কথা বলতে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। ব্রুনোও বুঝতে পারলো ঘরের পরিস্থিতি বদলে গেছে মুহূর্তের মধ্যেই। আর এও বুঝলো, শুমেল আগের চেয়েও বেশি ভয় পাচ্ছে এখন। ব্রুনোর দিকে নজর না দিয়ে লেফটেন্যান্ট কটলার শুমেলের দিকে রেগেমেগে এগিয়ে গেল।

"কি করছিলি তুই?" চিৎকার করে বলল সে। "তোকে না আমি বললাম গ্লাসগুলো পরিস্কার করতে?"

শুমেল মাথা নেড়ে আরেকটা গ্লাস তুলে নিলো।

"তোকে কে বলেছে, তুই এখানে কথা বলতে পারবি?" কটলার বলতেই থাকলো। "এত বড় সাহস হলো কীভাবে তোর?"

"না, স্যার," শুমেল ম্রিয়মান কণ্ঠে বলল। "আমি দুঃখিত, স্যার।"

কটলার এক দিকে ঘাড় কাত করে শুমেলের দিকে তাকিয়ে আছে। "তুই কি কিছু খাচ্ছিলি নাকি?" ঠান্ডা স্বরে প্রশ্নটা করলো এবার।

জবাবে মাথা ঝাঁকালো শুমেল।

"না, তুই খাচ্ছিলি," লেফটেন্যান্ট কটলার জোর দিয়ে বলল। "ফ্রিজ থেকে কিছু চুরি করেছিস?"

শুমেল মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলো। অসহায়ের মত ব্রুনোর দিকে তাকালো সাহায্যের আশায়।

"জবাব দে," লেফটেন্যান্ট কটলার আবার ধমকে বলল। "কি চুরি করেছিস ফ্রিজ থেকে?"

"না, স্যার। ও নিজে থেকেই আমাকে দিয়েছে," ব্রুনোর দিকে আস্তে করে ইঙ্গিত করে বলল শুমেল। চোখের কোণার পানি চিকচিক করছে তার। "ও আমার বন্ধু," যোগ করলো সে।

"তোর...?" কথা বলার ভাষাই যেন হারিয়ে ফেলল লেফটেন্যান্ট কটলার। ব্রুনোর দিকে তাকালো একবার। "কী বলতে চাস তুই? ও তোর বন্ধু মানে?"

"তুমি কি ছেলেটাকে চেনো, ব্রুনো?" এবার ব্রুনোকে জিজ্ঞেস করলো সে।

ব্রুনো হ্যা বলতে গিয়েও ইতস্তত করতে লাগলো। এর আগে কখনও

BanglaBook.org

কাউকে এতটা ভয় পেতে দেখেনি শুমেলের মত। সে এমন কিছু বলতে চাইছিল যাতে তার বন্ধু ভয় না পায়, কিন্তু খেয়াল করে দেখলো, সে নিজেও শুমেলের মত ভয় পাচ্ছে।

"তুমি কি ছেলেটাকে চেনো?" লেফটেন্যান্ট কটলার আবার জিজ্ঞেস করলো। "বন্দিদের সাথে কথা বলো নাকি তুমি?"

"আমি...আমি এসে তাকে এখানেই দেখি," ব্রুনো বলল। "গ্লাসগুলো পরিস্কার করছিল সে।"

"সেটা তো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি," কটলার বলল। "তুমি কি ওকে আগে কখনও দেখেছো? কথা বলেছো ওর সাথে? ও কেন বলল ও তোমার বন্ধু?"

ব্রুনোর ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যেতে। সে লেফটেন্যান্ট কটলারকে ঘৃণা করে। কিন্তু এখন যখন তার দিকে এগিয়ে আসছে তখন তার কেবল ঐ কুকুরটার কথা মনে হতে লাগলো যেটাকে লেফটেন্যান্ট কটলার গুলি করেছিল। আর সেই সন্ধ্যায় পাভেল তাকে এতটাই রাগিয়ে দিয়েছিলো যে সে–"

"আমার কথার জবাব দাও, ব্রুনো!" কটলার চিৎকার করে উঠলো। তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। "আমি তোমাকে তৃতীয়বার কিন্তু জিজ্ঞেস করবো না।"

"আমি ওর সাথে কোনদিন কথা বলিনি," ব্রুনো বলল। "আমি আজকের আগে কখনও ওকে দেখিওনি।"

লেফটেন্যান্ট কটলারকে দেখে মনে হলো, সে এই উত্তরটাই শুনতে চাচ্ছিলো। আস্তে আস্তে শুমেলের দিকে ঘুরলো এবার। ছেলেটার কান্না আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন মূর্তির মত নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন তার আত্মাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, সেটা যেন এই মুহূর্তে তার শরীর ছেড়ে চলে যায়।

"তুই এখন চুপচাপ এই গ্লাসগুলো পরিস্কার করবি। এরপর আমি এসে তোকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবো। সেখানে আমি তোকে শিক্ষা দেবো, চুরি করার শাস্তি কেমন হয়। বুঝতে পেরেছিস?"

শুমেল মাথা নেড়ে একটা গ্লাস তুলে নিয়ে পরিস্কার করো শুরু করলো। ব্রুনো দেখলো তার হাতটা কাঁপছে থরথর করে। তার মনে হতে লাগলো, গলার কাছে যেন কিছু আটকে আছে। আর তাকিয়ে থাকতে পারলো না সে।

"আসো ছোট্টবন্ধু," ব্রুনোর কাঁধে হাত দিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট কটলার।

BanglaBook.org

তার মোটেও পছন্দ হলো না ব্যাপারটা। "এখন লিভিংরুমে গিয়ে তোমার বইটা পড়তে পারবে তুমি। আর এই ...টা এখানে কাজ শেষ করুক," এমন একটা শব্দ ব্যবহার করলো সে যেটা ব্রুনো তাকে আগেও বলতে শুনেছে। পাভেলকে এই ভাষায় গালি দিয়েছিলো আগে।

ব্রুনো ভগ্নহৃদয়ে লিভিংরুমে ফিরে গেল। থেকে থেকে তার পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠছে। সে কখনও এতটা লজ্জিত বোধ করেনি নিজেকে নিয়ে। তার মনে হতে লাগলো সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। সে কখনও এটা ভাবেনি তার নিজের পক্ষে এতটা নিষ্ঠুর হওয়া সম্ভব। একটা ছেলে যে কিনা তাকে এত ভালো বন্ধু ভাবে, তার সাথে সে এটা কি করলো? এতটা কাপুরুষ সে? এরপরের কয়েক ঘন্টা সে লিভিংরুমেই বসে থাকলো। কিন্তু বইতে একটুও মনোযোগ দিতে পারলো না। আর রান্নাঘরে ফিরে যাবার মত সাহস তার নেই। সন্ধ্যার দিকে লেফটেন্যান্ট কটলার এসে রান্নাঘর থেকে শুমেলকে নিয়ে গেল।

এর পরের বিকেলগুলোতে ব্রুনো প্রতিদিন বেড়ার ঐ নির্দিষ্ট জায়গাটাতে গেলেও শুমেলকে সেখানে বসে থাকতে দেখলো না। প্রায় এক সপ্তাহ পর সে নিজেকে বোঝালো, সেদিনের কাজটা এতটাই খারাপ ছিল যে, তাকে আর কোনদিন ক্ষমা করবে না শুমেল। কিন্তু সপ্তম দিনের দিন শুমেলকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে খুশি না-হয়ে পারলো না সে।

"শুমেল!" দৌড়ে গিয়ে বন্ধুর সামনে বসে পড়লো ব্রুনো। খুশিতে আর স্বস্তিতে কান্না এসে গেল তার। "আমি দুঃখিত, শুমেল। আমি জানি না, আমি সেদিন ওটা কীভাবে করেছিলাম। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

"আরে, ঠিক আছে," শুমেল তার দিকে তাকিয়ে বলল।

তার চেহারাটা দেখে শিউরে উঠলো ব্রুনো। কালশিটে পড়ে গেছে পুরো চেহারায়।

"এ কি হয়েছে তোমার?" সে জিজ্ঞেস করলো ঠিকই, কিন্তু কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল, "সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলে নাকি? আমি যখন বার্লিনে ছিলাম তখন আমার সাথে এমনটা হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ খুব বাজে অবস্থা ছিল। খুব ব্যথা করছে ?"

"এখন আর অতটা ব্যথা করছে না।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে করে।"

"এখন আর কিছুতেই ব্যথা করে না আমার," শুমেল বলল।

"যাই হোক, গত সপ্তাহের জন্যে আমি আসলেই দুঃখিত," ব্রুনো বলল।

BanglaBook.org

"ঐ কটলারকে আমি ঘৃণা করি। সে মনে করে–" এটুকু বলেই থেমে গেল। আবার বোকার মত কথা বলা শুরু করেছে ও। তার মনে হলো আরেকবার অন্তত ক্ষমা চাওয়া দরকার তার, "আমি খুবই দুঃখিত, শুমেল। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আমি সেদিন সত্যি কথাটা বলিনি। আমি এর আগে কখনও কোন বন্ধুর সাথে এতটা খারাপ ব্যবহার করিনি। আমি নিজেকে নিয়ে লজ্জিত।"

তার কথা শুনে শুমেল ফিক করে হেসে দিলো। ব্রুনো বুঝতে পারলো তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এরপর শুমেল এমন একটা কাজ করলো যেটা আগে কখনও করেনি। বেড়াটা উঁচু করে ধরলো, যেমনটা ব্রুনো যখন প্রতিবার তার খাবার নিয়ে আসে তখন করে সে। কিন্তু এবার সে তার হাতটা এপাশে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। ব্রুনোও একই কাজ করলো। এরপরে দু-জন হাত মেলাল একবার। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো তারা। আশেপাশে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো নিষ্পাপ সেই হাসি।

এই প্রথম একে অন্যকে ছুঁলো তারা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

প্রায় একবছর হতে চলল ব্রুনোদের আউট-উইথে আসার।

এক বছর আগে সে স্কুল থেকে ফিরে মারিয়াকে তার ঘরে আবিষ্কার করেছিল। বার্লিনেরর স্মৃতিগুলোও অনেকটা মলিন হয়ে গিয়েছে ইদানিং। তখনকার কথা ভাবলে তার এটুকু মনে পড়ে কার্ল আর মার্টিন তার সেরা তিনজন বন্ধুদের মধ্যে ছিল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও সে তৃতীয়জনের নামটা মনে করতে পারে না।

এরপরে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যে, তাদেরকে দু-দিনের জন্যে আউট-উইথ ছেড়ে আগের বাসাটায় ফেরত যেতে হলো দাদিমা মারা গেছেন। তার শেষকৃত্যে পরিবারের সবাইকে উপস্থিত থাকতে হবে।

যখন সে ওখানে পৌছাল তখন তার মনে হলো, সে আগের চেয়ে একটু লম্বা হয়ে গিয়েছে। কারণ অনেক কিছু এখন সে না উঁচু হয়েই দেখতে পায়। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে পুরো বার্লিন শহরে নজর বোলানোর জন্যে এখন আর তাকে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হতে হয় না।

বার্লিন ছাড়ার পর দাদিমার সাথে ব্রুনোর দেখা হয়নি ঠিকই, কিন্তু তার কথা প্রতিদিনই মনে হয়েছে। বিশেষ করে তাদের তিনজনের নাটকগুলোর কথা। এটা ভেবে তার মন খারাপ হয়ে গেল যে, আর কোনদিন নাটক করা সম্ভব হবে না দাদিমার সাথে।

বার্লিনের ঐ দুইদিন খুবই বিষন্নভাবে কাটলো। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে ব্রুনো, বাবা, মা, দাদা আর গ্রেটেল সবার সামনের বেঞ্চে বসেছিল। বাবা তার সেরা ইউনিফর্মটাই পরেছিলেন। একদম টানটান ইস্ত্রি করা। মা বলেছিলেন, বাবা একটু বেশিই ভেঙে পড়েছেন কারণ দাদির সাথে তার তখনও মনোমালিন্য মিটমাট হয়নি।

অনেক ফুলের তোড়া এসে জমা হলো চার্চে। আর বাবা খুবই গর্ববোধ করলেন যখন দেখলেন, ওগুলোর মধ্যে একটা স্বয়ং ফিউরিসাহেব পাঠিয়েছেন। কিন্তু মা বললেন, দাদিমা যদি বেঁচে থাকতেন তবে ঐ ফুলের তোড়াটা ছুড়ে ফেলে দিতেন।

আউট-উইথে ফিরে ব্রুনো কিছুটা খুশিই হলো। এটাই এখন তার বাসা। সে আর মন খারাপ করে বলে না বাসাটা মাত্র তিনতলা। আর সৈন্যদের অবাধে

BanglaBook.org

বাসায় ঢোকাটাও মেনে নিয়েছে। অতটা খারাপও না জায়গাটা–নিজেকে বোঝালো সে। শুমেলের সাথেও নিয়মিত দেখা হয় এখানে। আর বাবা-মাও এখানে আসার পর আগের থেকে বেশি হাসি-খুশি হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য গ্রেটেলের যেন কী হয়েছে। সারাক্ষণ নিজের ঘরেই থাকে সে। মা'র মতে একটা মানসিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সে এখন।

আরেকটা খুশির ব্যাপার হলো লেফটেন্যান্ট কটলারের এখান থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে। ব্রুনোকে আর এখন উঠতে বসতে ওনার চেহারাটা দেখতে হয় না। (হঠাৎ করেই একদিন বদলি হয়ে যায় তার। আর এটা নিয়ে বাবা-মা'র মাঝে রাতের বেলা বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটিও হয়েছে। কিন্তু সে আর ফিরে আসছে না এই ব্যাপারে নিশ্চিত ব্রুনো। গ্রেটেলের অবস্থা অবশ্য দেখার মত হয়েছিল)। আরেকটা ব্যাপারে খুব খুশি সে–এখন আর তাকে কেউ ছোট্ট বন্ধু বলে ডাকে না।

কিন্তু সবচেয়ে সেরা ব্যাপারটা হচ্ছে, তার এখন শুমেল নামে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছে। প্রতিদিন বেড়া ধরে হেটে গিয়ে তার সাথে দেখা করে। ইদানিং শুমেলও আগের চেয়ে বেশ হাসি-খুশি থাকে। তার চোখে আর কোন কালো দাগ দেখেনি ব্রুনো। যদিও আগের মতই শুকনোই আছে। আর চেহারাটাও ধূসর।

একদিন তারকাঁটার বেড়ার দুপাশে মুখোমুখি বসে আলাপ করার সময় ব্রুনো বলল, "এরকম অদ্ভুত বন্ধুত্ব আমার আর আগে কারো সাথে হয়নি।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো শুমেল।

"কারণ এর আগে যতজন বন্ধু ছিল সবার সাথেই খেলেছি আমি। কিন্তু আমরা দু-জন তো কেবল বসে বসে গল্প করি।"

"বসে বসে গল্প করতেই আমার ভালো লাগে," শুমেল বলল।

"সেটা তো আমারও ভালো লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যকিছু করতে পারলে ভালো হতো। এই যেমন অভিযাত্রি-অভিযাত্রি খেলা যেতে পারে। কিংবা ফুটবলও তো খেলতে পারি আমরা। এই কাঁটাতারের ভেতর দিয়েই সবসময় একে অন্যের দিকে তাকাই আমরা।"

ব্রুনো এসব কথা মাঝে মাঝে বলে কারণ সে বোঝাতে চায়, কয়েকমাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা সে একদম ভুলে গেছে। যেদিন সে তাদের বন্ধুত্বকে অস্বীকার করেছিল। শুমেল অবশ্য একদমই ভুলে গেছে ব্যাপারটা।

"হয়ত কোনদিন সেটা সম্ভব হবে," শুমেল বলল। "যদি তারা আমাদের বের হতে দেয়।"

BanglaBook.org

ব্রুনো এই তারকাঁটার বেড়াটা নিয়ে ভাবতেই থাকলো। এটার কাজ কি? সে কয়েকবারই ভেবেছে বাবা কিংবা মা'কে জিজ্ঞেস করার কথা কিন্তু করেনি এই ভেবে, তারা হয়ত সন্দেহ করে বসবেন, কিংবা এমন কিছু বলবেন শুমেলের পরিবার সম্পর্কে যেটা শুনে তার ভালো লাগবে না। তাই সে এমন একজনকে জিজ্ঞেস করার সিদ্ধান্ত নিলো যাকে নিয়ে কোন আশা নেই।

গতবার সে যখন গ্রেটেলের ঘরে ঢুকেছিল তার তুলনায় বেশ পরিবর্তন এসেছে এখন। এই যেমন সেখানে এখন আর একটা পুতুলও নেই। একমাস আগে এক বিকেলে (লেফটেন্যান্ট কটলার বদলি হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পর) গ্রেটেল হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেয়, পুতুল দিয়ে খেলার বয়স তার শেষ হয়ে গেছে। সে চারটা বড় বড় ব্যাগে সেগুলো ভরে বাইরে ফেলে দেয়। পুতুলগুলোর জায়গা এখন দখল করেছে বড় বড় ইউরোপের মানচিত্র, যেগুলো বাবা তাকে দিয়েছেন। সে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে আর পিন দিয়ে সেগুলোতে চিহ্ন দিয়ে রাখে। ব্রুনোর ধারণা, তার বোন ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সে তাকে জ্বালায় না তেমন একটা। তাই গ্রেটেলের সাথে কথা বলবে বলেই মনস্থির করলো।

"কি খবর?" আস্তে করে দরজায় টোকা দিয়ে বলল সে। ইদানিং নক করে না ঢুকলে গ্রেটেল অনেক রেগে যায়।

"কি চাই তোমার?" জিজ্ঞেস করলো তার বোন। সে এখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে তার চুলগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

"কিছু না," ব্রুনো বলল।

"তাহলে এখান থেকে চলে যাও ।"

ব্রুনো মাথা নেড়ে সায় দিলো ঠিকই, কিন্তু ঘর থেকে চলে গেল না, বরং ভেতরে ঢুকে বিছানায় উঠে বসলো।

গ্রেটেলের চোখের কোনা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করলেও আর কিছু বলল না।

"গ্রেটেল, আমি কি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"করো। তাড়াতাড়ি করে বিদায় হও।"

"আচ্ছা, এই আউট-উইথে সবকিছু–" ব্রুনো বলতে শুরু করলেও শেষ করতে পারলো না বাক্যটা।

"এটার উচ্চারণ আউট-উইথ না, ব্রুনো," গ্রেটেল এমন সুরে কথাটা বলল যেন তার ভাই বিরাট কোন ভুল করে ফেলেছে। "তুমি কি ইচ্ছে করে এমনটা করো? নাকি আসলেই পারো না?"

"এটা তো আউট-উইথই," প্রতিবাদ করে বলল সে।

BanglaBook.org

"না।" এরপর গ্রেটেল তাকে বানান করে শব্দটা শোনাল যাতে করে উচ্চারণটা ঠিক করে নিতে পারে।

ব্রুনো একবার কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, "আমি তো ওটাই বলেছি।"

"না বলোনি। যাই হোক, এখন আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাচ্ছি না এ নিয়ে," গ্রেটেল বলল। ইতিমধ্যেই তার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। অবশ্য আজকাল তার মেজাজ সবসময় খারাপই থাকে। "কি জানতে চাও তুমি?"

"আমি ঐ তারের বেড়াটার ব্যাপারে জানতে চাই," দৃঢ়ভাবে বলল সে। "ওটার কাজ কি ওখানে?"

গ্রেটেল কৌতুহলি দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে তুমি জানো না?"

"না," ব্রুনো বলল। "একথাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না, কেন আমরা বেড়ার ওপাশে যেতে পারি না। আমরা কি দোষ করেছি যে, আমাদের ওপাশে গিয়ে খেলতে দেয়া হয় না?"

গ্রেটেল জবাব না দিয়ে ব্রুনোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো, তারপর ফেঁটে পড়ল হাসিতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল ব্রুনো গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মানে সে আসলেও জানে না।

"ব্রুনো," গ্রেটেল বাচ্চাদের মত করে বলা শুরু করলো, যেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোর একটা। "ওটা আমাদেরকে ওপাশে যাওয়া থেকে আটকানোর জন্যে দেয়া হয়নি, বরং ওপাশের লোকজন যাতে এপাশে না আসতে পারে সেজন্যে দেয়া হয়েছে।"

ব্রুনো কিছুক্ষণ ভাবলো ব্যাপারটা নিয়ে। তবুও তার কাছে কিছু পরিস্কার হলো না। "কিন্তু কেন?"

"কারণ তাদেরকে ওভাবেই একসাথে রাখতে হবে," গ্রেটেল বলল।

"মানে, তুমি বলতে চাচ্ছো ওদের পরিবারের সাথে?"

"হ্যা, ওদের পরিবারের সাথে তো বটেই, আর ওদের জাতের সাথেও।"

"ওদের জাত বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছো তুমি?"

গ্রেটেল মাথা নেড়ে বলল, "অন্য ইহুদিদের সাথে। ব্রুনো, তুমি কি এটা জানো না? এজন্যেই তো ওদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। ওরা আমাদের সাথে মিশতে পারবে না।"

"ইহুদি," বলল ব্রুনো। এই শব্দটা সে আগে কখনো শোনেনি। "তার মানে বেড়ার ওপাশের সবাই ইহুদি?"

BanglaBook.org

"হ্যা।"

"আমরাও কি ইহুদি?"

গ্রেটেলকে দেখে মনে হলো তার মুখে কেউ যেন এইমাত্র কষে একটা থাপ্পড় বসিয়েছে। "কি বলো পাগলের মত এসব? আমরা মোটেও ইহুদি না। এরকম কিছু আর কখনও বলবে না।"

"কিন্তু কেন না? আমরা কি তাহলে?"

"আমরা..." বলতে শুরু করেও থেমে গেল গ্রেটেল। এরপর চিন্তা করতে লাগলো কী বলবে। কিন্তু বুঝতে পারছেনা কী বলবে। "আমরা...আমরা ইহুদি না...ব্যস," অবশেষে বলল সে।

"সেটা তো তুমি আগেও বললে," ব্রুনো হতাশবোধ হজয়ে বলল। "আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, আমরা যদি ইহুদি না হই তাহলে আমরা কি?"

"আমরা এর বিপরীত," গ্রেটেলকে দেখে মনে হলো সে নিজের এই জবাবটা নিয়ে সন্তুষ্ট। সে আবারো বলল, "হ্যা, আমরা এর বিপরীত।"

"ঠিক আছে," ব্রুনো বলল। সে-ও ব্যাপারটার সমাধান করতে পেরে সন্তুষ্ট। "তার মানে বিপরীতেরা বেড়ার এপাশে থাকে আর ইহুদিরা থাকে অন্যপাশে, এই তো?"

"ঠিক ধরেছো।"

"ইহুদিরা কি বিপরীতদের পছন্দ করে না?"

"আরে বুদ্ধু, আমরা ওদেরকে পছন্দ করি না।"

ব্রুনোর কপাল কুঁচকে গেল। গ্রেটেলকে আগেও অনেকবার বলা হয়েছে তাকে বুদ্ধু বলে না ডাকতে কিন্তু সে শোনেই না।

"আচ্ছা, আমরা ওদের পছন্দ করি না কেন?"

"কারণ ওরা ইহুদি," গ্রেটেল বলল।

"ওহ, আচ্ছা। তার মানে ইহুদিদের সাথে বিপরীতদের বনে না?"

"না, ব্রুনো," গ্রেটেল আস্তে করে জবাব দিলো কিন্তু তার মনোযোগ এখন অন্যদিকে। সে তার চুলে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে, এখন ওটার দিকেই তাকিয়ে আছে ভয়ার্ত চোখে।

"কেউ তাদের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দিতে—"

ব্রুনোর কথা শেষ হবার আগেই গ্রেটেল বিকট স্বরে চিৎকার করা শুরু করলো এত জোরে যে, মা ঘুম থেকে জেগে গেলেন। হন্তদন্ত হয়ে গ্রেটেলের ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। তার মনে হচ্ছিল, আজ নিশ্চয়ই তার দুই বাচ্চার মধ্যে একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলেছে!

BanglaBook.org

আসল ব্যাপার হচ্ছে, গ্রেটেল তার চুল নিয়ে পরীক্ষা করার সময় সেখানে কিসের যেন ডিম খুঁজে পেয়েছে। মাকে সেটা দেখাল সে। মা কিছুক্ষণ তার চুলে বিলি করে ব্রুনোর দিকে এগিয়ে এলেন, নিচু হয়ে তার চুলের দিকেও খেয়াল করা শুরু করলেন তিনি।

"আমি জানতাম এখানে এমন কিছু একটা হবে," মা রাগি গলায় বললেন।

ব্রুনো আর গ্রেটেলের মাথাভর্তি উকুন হয়েছে। একটা বিশেষ উকুননাশক শ্যাম্পু দিয়ে মাথা ধুতে হলো গ্রেটেলকে। কিন্তু মাথা ধোয়ার পর সেখান থেকে বাজে একটা গন্ধ বের হতে লাগলো। পরের কয়েকদিন সে ঘর থেকেই বের হলো না।

ব্রুনোর মাথায়ও শ্যাম্পু করা হলো। কিন্তু এরপরই বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে ন্যাড়া করে দেবেন। যেই কথা সেই কাজ। ব্রুনোর হাজারো প্রতিবাদের মুখেও তার মাথা বাবার রেজরটা দিয়ে ন্যাড়া করে দেয়া হলো। ন্যাড়া করার সময় সে বারবার হাত-পা ছুড়লেও সেটা কোন কাজে দেয়নি। এক পর্যায়ে তো বেচারা কেঁদেই দিয়েছিল চুলের দুঃখে।

এরপরে বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে অসুস্থবোধ করতে লাগলো সে। তার মাথাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, চোখগুলো চেহারার তুলনায় বেশি বড় হয়ে গিয়েছে। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে গেল।

"চিন্তা কোরো না, খুব তাড়াতাড়িই আবার চুল উঠে যাবে," বাবা তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। "কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার মাত্র।"

"এখানকার এই অসুস্থকর পরিবেশের জন্যেই এটা হয়েছে," মা বললেন। "কিন্তু কারো কারো মাথায় তো ব্যাপারটা ঢোকেই না।"

রাতে যখন ব্রুনো নিজেকে আবার আয়নায় দেখতে লাগলো তখন সে খেয়াল করলো, তাকে অনেকটা শুমেলের মত দেখাচ্ছে। আচ্ছা, ওপাশের লোকদেরও কি মাথায় উকুনের কারণেই ন্যাড়া করে দেয়া হয়েছে?–ভাবতে লাগলো সে।

পরদিন বিকেলে ব্রুনোকে দেখামাত্র জোরে জোরে হাসা শুরু করে দিলো শুমেল। এটা দেখে ব্রুনোর আত্মবিশ্বাস আরো কমে গেল।

"আমি দেখতে তোমার মত হয়ে গিয়েছি এখন," ব্রুনো এমন স্বরে কথাটা বলল যেন এর থেকে খারাপ কিছু ঘটা সম্ভব নয় ওর সাথে।

"তুমি অবশ্য একটু মোটা," হাসতে হাসতে বলল শুমেল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

এর পরের কয়েক সপ্তাহগুলোতে ব্রুনো খেয়াল করে দেখলো মা ক্রমেই আউট-উইথে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। বুঝতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না ওর। প্রথম প্রথম তারও একই অবস্থা হয়েছিল এখানে এসে। কারণ এখানে বন্ধু বলে কেউ ছিল না তার। বার্লিনের তার তিন বেস্টফ্রেন্ডেরা এখন শুধুই স্মৃতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের দাবিদার হচ্ছে শুমেল। মার্টিন, ড্যানিয়েল কিংবা কার্লের চেয়েও ওর সাথে ব্রুনোর ঘনিষ্ঠতা এখন বেশি । কিন্তু মা'র তো আর শুমেলের মত কেউ নেই। তিনি মন খুলে কথাও বলতে পারেন না কারো সাথে। আগে যা-ও বা লেফটেন্যান্ট কটলারের সাথে টুকটাক কথাবার্তা বলতেন, এখন তো সে-ও নেই আশেপাশে। বদলি হয়ে গিয়েছে তার।

ব্রুনো ওরকম ছেলেদের মত নয় যারা বাবা-মা'র ঘরের বাইরে আড়ি পেতে সব কথা শুনে। কিন্তু এক বিকেলে বাবার অফিসের সামনে দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় তাদের গলার আওয়াজ শুনতে পায় সে। তার অবশ্য শোনার তেমন কোন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তারা বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিলেন।

"জঘন্য জায়গা!" মা বলছিলেন। "আমার আর সহ্য হচ্ছে না।"

"কোন উপায় নেই," জবাবে বাবা বলেন। "এটাই আমাদের কাজ আর–"

"এটা তোমার কাজ," মা বলে উঠলেন কথার মাঝখানেই। "শুধুই তোমার, আমাদের না। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি থাকো এখানে।"

"মানুষজন কি ভাববে?" বাবা বাক হয়ে বলেছিলেন। "আমি যদি তোমাদের আমাকে ছাড়াই বার্লিনে ফেরত চলে যাওয়ার অনুমতি দেই? সবাই তো বলবে আমার কাজের প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই।"

"কাজ?" মা চিৎকার করে উঠলেন। "এটাকে তুমি কাজ বলো?"

এরপরে আর তেমন কিছু ব্রুনো শুনতে পায়নি। কারণ গলার আওয়াজ ক্রমশই দরজার দিকে এগিয়ে আসছিল। যেকোন মুহূর্তে মা ছুটে বের হয়ে আসতে পারেন ভেতর থেকে, তাই সে সিঁড়ির উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে সেখান থেকেও কয়েকটা বাক্য শুনতে পায়, কারণ তারা তখনও জোরেই কথা বলছিলেন। তাদের কথা থেকে সে এটুকু বুঝলো, খুব তাড়াতাড়িই তাদের

BanglaBook.org

বার্লিনে ফেরত যেতে হতে পারে। কিন্তু সে বুঝতে পারলো না এটা কি খুশির খবর নাকি দুঃখের সংবাদ।

তার মনের একটা অংশ এখনও বার্লিনে পড়ে আছে। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে, পরিস্থিতি আর আগের মত নেই। কার্ল এবং তার অন্য দুজন বেস্টফ্রেন্ড, যাদের নাম সে এখন আর মনে করতে পারে না–এতদিনে বোধহয় তাকে ভুলেই গেছে ওরা। দাদি তো মারাই গেছেন। দাদাও এখন তেমন একটা যোগাযোগ করেন না ওদের সাথে।

এদিকে ব্রুনোও আউট-উইথের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মি. লিস্তের ক্লাসগুলো করতে খারাপ লাগে না তার। বার্লিনে থাকতে তার মারিয়ার সাথে যতটা ভাব ছিল, এখন তা বেড়ে গেছে বহুগুণে। গ্রেটেলও ইদানিং ওকে তেমন একটা ঘাটায় না (ওকে নিয়েও আশা করা যায় তাহলে)। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সে। বিকেলবেলা শুমেলের সঙ্গ তো আছেই।

ব্রুনো বুঝতে পারলো না, ওর আসলে কি রকম অনুভব করা উচিত। তবে সে ঠিক করলো, যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোক চুপচাপ সেটা মেনে নেবে সে।

এর পরের কয়েক সপ্তাহজুড়ে তেমন কোন পরিবর্তন আসলো না আউট-উইথে। সবই ঢিমে তালে চলতে লাগলো। বাবা তার বেশির ভাগ সময় বেড়ার ওপাশেই কাটান, আর বাকি সময়টুকু অফিসে। মা কি একটা ওষুধ খেয়ে সারাদিন ঘুমান। ব্রুনো তার শরীর নিয়ে ক্রমশই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। আগে এত ওষুধ খেতেন না তিনি। গ্রেটেল তার মানচিত্রগুলো নিয়ে ঘরে পড়ে থাকে। আর মাঝে মাঝে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে। (মি. লিস্ত একারণে তার উপর বেজায় খুশি।)

আর ব্রুনোও তার মত থাকে। সে খেয়াল করে দেখেছে, যখন সে চুপচাপ থাকে তখন বাসার কেউ তার দিকে তেমন একটা নজর দেয় না। তার গোপন বন্ধুর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি। বিষয়টা ভেবেই সে আনন্দিত হয়ে উঠলো।

এরপর একদিন বাবা ব্রুনো আর গ্রেটেলকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। সামনে কি ঘটতে যাচ্ছে এটা খুলে বলাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।

"বসো তোমরা," তিনি দুটো চেয়ার দেখিয়ে বললেন। নিজে বসলেন ডেস্কের পেছনে গিয়ে। তাকে কিছুটা বিষন্ন দেখাচ্ছিল। "একটা কথা বলো আমাকে, তোমরা কি এখানে ভালো আছো?"

"হ্যা, বাবা, অবশ্যই," বলল গ্রেটেল।

"জি, বাবা," ব্রুনোও নিশ্চিত করলো।

BanglaBook.org

"তোমাদের কি বার্লিনের কথা একদমই মনে পড়ে না?"

ওরা দু-জন অবাক হয়ে একবার পরস্পরের দিকে তাকালো। অবশেষে গ্রেটেল বলল, "সত্যি কথা বলতে আমার খুবই মনে পড়ে। আবার কয়েকজন বান্ধবির দেখা পেলে আমি খুশিই হবো।"

ব্রুনো তার গোপন বন্ধুর কথা মনে করে হাসতে লাগলো।

"বন্ধু," বাবা মাথা নেড়ে বললেন। "আমিও ভেবে দেখেছি কথাটা। এখানে নিশ্চয়ই একাকিত্বে ভোগো তোমরা দু-জনেই।"

"প্রচন্ডরকম," দৃঢ় গলায় বলল গ্রেটেল।

"আর তুমি, ব্রুনো?" বাবা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। "তোমার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে না?"

"মনে তো পড়েই। কিন্তু আমার ধারণা আমি যেখানেই যাই না কেন কারো না কারো কথা মনে পড়বে," শুমেলের কথা মনে করে এটা বলল সে, কিন্তু নাম উল্লেখ করলো না।

"কিন্তু তুমি কি বার্লিনে ফিরে যেতে চাও? যদি সেরকম সুযোগ পাওয়া যায়?"

"আমরা সবাই যাবো?" ব্রুনো জিজ্ঞেস করলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললেন, "আসলে তুমি, গ্রেটেল আর তোমাদের মায়ের কথা বলছিলাম। বার্লিনের বাসাটাতে যেতে চাও নাকি?"

ব্রুনো কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "কিন্তু তুমি না থাকলে তো আমার অতটা ভালো লাগবে না ওখানেও।" সত্যি কথাটাই বলেছে সে।

"তাহলে তুমি এখানে আমার সাথে থাকাটাই পছন্দ করবে?"

"আমি চাই আমরা চারজনেই একইসাথে থাকি," অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেটেলের কথাও বলল সে। "সেটা বার্লিনে হোক আর আউট-উইথে।"

"ওহ্ ব্রুনো," বিরক্ত স্বরে বলল গ্রেটেল।

ব্রুনো অবশ্য গ্রেটেলের বিরক্ত হবার কারণটা ধরতে পারলো না। সে কি আউট-উইথের উচ্চারণ আবারো ভুল করেছে, নাকি বার্লিনে যাওয়ার জন্যে গড়িমসি করছে বলে তার বোন বিরক্ত?

"আমার মনে হয় না কিছু সময়ের জন্যে সেটা সম্ভব হবে," বাবা বললেন। "ফিউরিসাহেব এখন আমাকে এখানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তোমাদের মা'র ধারণা বার্লিনে ফেরত যাবার সময় এসে গেছে। আর আমার–" এটুকু বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। বেড়ার ওপাশের কুড়েগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। "আর আমারো মনে হয়, বাচ্চাদের থাকার জন্যে উপযুক্ত জায়গা নয় এই আউট-উইথ।"

BanglaBook.org

"কিন্তু এখানে তো শত শত বাচ্চা আছে," ব্রুনো হঠাৎ করে বলে ফেলল। "মানে, বেড়ার ওপারের কথা বলছিলাম, আরকি।"

অফিসটাতে নীরবতা নেমে আসলো। কিন্তু কী যেন একটা অস্বাভাবিকতা আছে এর মধ্যে। বাবা আর গ্রেটেল দু-জনেই অবাক হয়ে ব্রুনোর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"শত শত বাচ্চা আছে বলে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "আর ওপারের কর্মকান্ড সম্পর্কে কি জানো তুমি?"

ব্রুনো খুব ভেবেচিন্তে পরের কথাগুলো বলল। সে চায় না তার মুখ ফসকে বেফাঁস কিছু বের হয়ে আসুক। "আমি আমার ঘরের জানালা থেকে ওদিকটা দেখতে পাই। খুব দূরে অবশ্য। দেখে তো মনে হয়, শত শত বাচ্চা আছে ওখানে। সবার পরনে ডোরাকাটা পাজামা।"

"তুমি তাহলে ভালোই নজর রাখছিলে ওদিকটাতে? ডোরাকাটা পাজামার কথা বলছো যখন," বাবা মাথা নেড়ে বললেন।

"মানে, ঠিক নজর রাখি না," ব্রুনো বলল। "কিন্তু জানালা খুললেই দেখতে পাই। দুটো তো আর এক জিনিস হলো না।"

"ঠিক বলেছো, ব্রুনো। দুটো মোটেও এক জিনিস নয়," এই বলে একবার মাথা নাড়লেন তিনি। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি।

"নাহ, তোমাদের মা একদম ঠিক কথাই বলেছেন," তিনি ওদের দিকে না তাকিয়েই বললেন। "বার্লিনে ফেরত যাবার সময় হয়েছে তোমাদের।"

বার্লিনের আগের বাসাটায় খবর চলে গেল। পুরো বাসা পরিস্কার করার নির্দেশ দেয়া হলো। জানালাগুলোর ঝুল ঝেড়ে ফেলা, ধোয়া আর পর্দাও লাগাতেও বলা হলো কাজের লোকদেরকে। বাবা বলে দিলেন, এক সপ্তাহের মাঝেই মা, ব্রুনো আর গ্রেটেল আউট-উইথকে বিদায় জানাবে।

কিন্তু ব্রুনো যতটা ভেবেছিল ততটা খুশি হতে পারলো না। বরং এই ভেবে তার খারাপ লাগতে লাগলো যে, শুমেলকে কথাটা বলতে হবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

যেদিন ব্রুনোকে বার্লিনে ফেরত চলে যাবার কথা জানিয়েছিলেন বাবা, তার পরদিন শুমেলের সাথে দেখা করতে গিয়ে তাকে পায়নি সে। এর পরের দিনও না। তৃতীয় দিনে সে যখন বেড়ার কাছে পৌছাল, তখনও কাউকে দেখলো না। দশ মিনিট বসে থাকার পর সে ভাবতে শুরু করলো তাকে বোধহয় তার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই আউট-উইথ ছাড়তে হবে। সে বাসায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছে ঠিক এমন সময় দূরে একটা বিন্দু দেখতে পেল। বিন্দুটা বড় হতে হতে একটা বলের আকার ধারণ করলো একসময়। কিছুক্ষণ পরে বলটা একটা মূর্তিতে পরিণত হলো। আর দেখতে দেখতে মূর্তিতা ডোরাকাটা পাজামা পরা ছেলেতে বদলে গেল।

শুমেলকে আসতে দেখে খুশি হয়ে গেল ব্রুনো। সে তার পকেট থেকে একটা আপেল আর রুটি বের করলো, কিন্তু এতদূর থেকেও বুঝতে পারছে তার বন্ধুর চেহারাটা আজ অন্যান্য সময়ের তুলনায় গম্ভীর হয়ে আছে। খাবারের প্রতিও তেমন একটা উৎসাহ নেই আজ।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আসবে না," ব্রুনো বলল। "আমি গতকাল আর পরশুদিনও এখানে এসেছিলাম...তোমাকে পাইনি।"

"আমি দুঃখিত," শুমেল বলল। "একটা ঘটনা ঘটেছে।"

ব্রুনো চোখ সরু করে ভাবার চেষ্টা করলো কি ঘটতে পারে। তার মনে হতে লাগলো, শুমেলও হয়ত বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এরকম কাকতলিয় ঘটনা তো ঘটতেই পারে। তাদের তো জন্মও একদিনে।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"বাবা," শুমেল বলল। "বাবাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"খুঁজে পাচ্ছো না? আজব তো। তিনি কি হারিয়ে গেছেন?"

"মনে হয়," শুমেল বলল। "সোমবারে কাজে যেতে দেখেছি আমি তাকে কয়েকজনের সাথে, কিন্তু তাদের কেউই আর ফেরত আসেনি।"

"তোমাকে কোন চিঠিও দেননি? কোন চিরকুট রেখে যাননি যে, তিনি কবে ফিরে আসবেন?"

BanglaBook.org

"না," শুমেল বলল।

"অদ্ভুত তো," ব্রুনো বলল। "তুমি খোঁজ নাওনি তার?"

"তা তো নিয়েছিই," শুমেল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল। "তুমি সবসময় যা বলো সেটাই করেছি আমি। একা একাই তার খোঁজে অভিযানে বেরিয়েছিলাম।"

"কোন চিহ্নই খুঁজে পাওনি?"

"না।"

"খুব চিন্তার বিষয় তো," ব্রুনো বলল। "কিন্তু আমার মনে হয় এর একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে।"

"কি সেটা?" শুমেল জিজ্ঞেস করলো।

"সম্ভবত তাদেরকে দূরে কোন শহরে কাজ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সেখানেই কয়েকদিনের জন্যে থেকে যেতে হয়েছে। ওখানকার ডাক ব্যবস্থাও বোধহয় ভালো না। খুব শিঘ্রই হয়ত তিনি ফিরে আসবেন।"

"তাই যেন হয়," শুমেল বলল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে কেঁদে দেবে আরেকটু হলেই। "আমি জানি না তাকে ছাড়া আমি কীভাবে থাকবো।"

"যদি তুমি চাও তাহলে আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি," ব্রুনো সাবধানে বলল কথাটা। সে মনে মনে আশা করছে শুমেল যাতে এটাতে রাজি না-হয়।

"আমার মনে হয় না সেটা করা উচিত হবে," শুমেল বলল। ব্রুনোর মনে হলো ছেলেটা পুরোপুরি আপত্তিও জানাচ্ছে না।

"কেন না?" জিজ্ঞেস করলো সে। "বাবা সব কথা জানেন।"

"আমার মনে হয় না সৈন্যরা আমাদের পছন্দ করে," শুমেল বলল। "আসলে আমি জানি, তারা আমাদের পছন্দ করে না। ঘৃণা করে," যতটা সম্ভব ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলল সে।

ব্রুনো অবাক হয়ে গেল, "তারা তোমাদের কেন ঘৃণা করবে?"

"ঘৃণা নয়তো কি?" শুমেল নাক কুঁচকে বলল। "অবশ্য আমার তেমন অসুবিধা নেই তাতে। কারণ আমিও তাদের ঘৃণা করি," ঘৃণা শব্দটার উপর জোর দিলো সে।

"তুমি নিশ্চয়ই আমার বাবাকে ঘৃণা করো না, তাই না?" ব্রুনো জানতে চাইলো।

BanglaBook.org

শুমেল জবাব না দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। ব্রুনোর বাবাকে সে বেশ কয়েকবার ক্যাম্পে দেখেছে। সে বুঝে উঠতে পারে না, ওরকম একটা মানুষের ছেলে হয়ে ব্রুনো এত ভালো আর দয়ালু হলো কিভাবে।

"যাই হোক," ব্রুনো ওব্যাপারে আর কথা না বাড়িয়ে বলল। "আমারও তোমাকে কিছু বলার আছে।"

"তাই?" শুমেল আশা নিয়ে ওর দিকে তাকালো।

"হ্যা, আমরা বার্লিনে ফিরে যাচ্ছি।"

শুমেলের মুখ হা-হয়ে গেল। "কবে?" কাঁদো কাঁদো গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

"আজ তো বৃহস্পতিবার...এই শনিবার দুপুরের খাবারের পরই আমরা রওনা হবো।"

"কিন্তু কয়দিনের জন্যে?" শুমেল মলিনভাবে বলল।

"আমার মনে হয় না আমরা আর এখানে ফিরে আসবো," ব্রুনো বলল। "মা'র কাছে আউট-উইথ একদমই পছন্দ না। তিনি বলেন, এখানে দুটো বাচ্চা কখনোই ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে না। তবে বাবা থেকে যাচ্ছেন। কারণ ফিউরিসাহেবের বিশেষ লোক তিনি। কিন্তু আমরা বাকি সবাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।"

'বাড়ি' শব্দটা ব্যবহার করলেও সে নিজেও জানে না তার বাড়ি আসলে কোথায়।

"তোমার সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না তাহলে?"

"বলা যায় না, হতেও পারে," ব্রুনো বলল। "তুমি যদি কখনও বার্লিনে ছুটি কাটাতে আসো তখন যতদিন ইচ্ছে আমাদের বাসায় থাকতে পারবে। আসবে তো?"

শুমেল মাথা ঝাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় না সেটা কোনদিন সম্ভব হবে। তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমি আর কারো সাথে কথা বলতে পারবো না।"

তোমার কথা আমারও অনেক মনে পড়বে–এটা বলতে গিয়েও আর বলল না ব্রুনো। কেমন যেন লজ্জা লাগছে কথাটা বলতে। "তো, আগামিকালই আমাদের শেষ দেখা হবে। একে অপরকে বিদায়ও জানাতে হবে। আমি চেষ্টা করবো কালকে তোমার জন্যে বিশেষ কিছু আনার।"

BanglaBook.org

শুমেল মাথা নাড়লেও দুঃখে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

"আমরা যদি একবারের জন্যে হলেও একসাথে খেলতে পারতাম, ভালো হতো। অন্তত মনে রাখার জন্যে," ব্রুনো বলল।

"আমারও তাই মনে হয়।"

"আমরা প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে কথা বলছি, কিন্তু কখনোই কিছু খেলিনি," ব্রুনো বলল। "আরেকটা ব্যাপার কি জানো? আমি প্রতিদিন আমার জানালা দিয়ে তোমরা যেখানে থাকো ওদিকটা দেখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না জায়াগাটা আসলে কেমন।"

"তোমার পছন্দ হবে না," শুমেল বলল। "তুমি যেখানে থাকো সেটাই সুন্দর বেশি।"

"তা-ও একবার দেখতে পারলে ভালো হতো।"

শুমেল কী যেন ভাবলো কিছুক্ষণ, এরপর বেড়াটা তুলে ধরল। ওখান দিয়ে ব্রুনোর বয়সি একটা ছেলে অনায়াসেই ঢুকে যেতে পারবে।

"তাহলে আসছো না কেন?"

ব্রুনো অবাক হয়ে গেল। "আমার মনে হয় না, আমাকে যেতে দেয়া হবে ওখানে।"

"কিন্তু তোমার তো এখানে এসে আমার সাথে কথা বলাও মানা, তবুও তুমি এটা করছো প্রতিদিন, তাই না?" শুমেল বলল।

"কিন্তু আমি যদি ধরা পড়ে যেতাম তাহলে খুব বিপদ হতো," ব্রুনো বলল।

"তা ঠিক," মলিন স্বরে বেড়াটা নামাতে নামাতে বলল শুমেল। "তাহলে কালকেই আমাদের শেষ দেখা হচ্ছে মনে হয়।"

দু-জনেই কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকলো কিছুক্ষণ। হঠাৎ করে ব্রুনোর মাথায় একটা বুদ্ধি আসল।

"তবে..." সে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল। এখনও পুরোপুরি ওঠেনি তার চুল। "আচ্ছা, তোমার কি মনে আছে, চুল কাটার পর আমি তোমাকে বলেছিলাম আমাদের প্রায় একই রকম দেখা যাচ্ছে?"

"একটু মোটা কেবল তুমি," শুমেলও তাল মেলাল।

"তাহলে আমি যদি একটা ডোরাকাটা পাজামা পরে ওপাশে আসি কেউ ধরতে পারবে না। আর এই সুযোগে ওপাশটাও দেখা হয়ে গেল আমার।"

BanglaBook.org

শুমেলের মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এটা শুনে। "আসলেও আসবে তুমি?"

"অবশ্যই," ব্রুনো বলল। "আর এটাই হবে আমাদের সর্বশেষ অভিযান।"

"তুমি আমাকে বাবাকে খুঁজতেও সাহায্য করতে পারবে," শুমেল বলল।

"কেন নয়?" ব্রুনো বলল। "আমরা ক্লু পাবার জন্য আশেপাশে ঘুরে দেখবো আগে। যেকোন অভিযানের মূলমন্ত্র এটাই। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। ডোরাকাটা পাজামা আমি কোথায় পাবো?"

"সেটা আমি জোগাড় করতে পারবো। আমি জানি, ওরা ওসব কোথায় রাখে। তুমি পাজামাটা পরার পরে আমরা একসাথে বাবার খোঁজ করতে পারবো," শুমেল বলল।

"দারুণ," ব্রুনো বলল। "এই কথাই থাকলো তাহলে?"

"কালকে আমরা এই সময়েই দেখা করবো," শুমেল বলল।

"দেরি করো না আবার," ব্রুনো দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল। "আর পাজামা আনতে ভুলো না যেন।"

দু-জন ছেলেই সে-রাতে খুশি মনে ঘুমাতে গেল। ব্রুনো ভাবতে লাগলো, অবশেষে আউট-উইথ ক্যাম্পের রহস্য উদঘাটন করতে চলেছে সে। সাথে একটু অভিযানেও বেরোতে পারবে নিজের সেরা বন্ধুর সাথে। আর শুমেল ভাবলো, তার বাবাকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে অবশেষে কেউ রাজি হলো। কালকে নিশ্চয়ই বাবাকে খুঁজে পাবে ওরা

এর চেয়ে ভালো বুদ্ধি আর কী হতে পারে?

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

এরপর দিন শুক্রবার সকাল থেকেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। ব্রুনোর ঘুম থেকে উঠেই মন খারাপ হয়ে গেল। যদি আজকে তাদের বিশেষ অভিযানে যাওয়ার কথা না থাকতো তবে সে সারাদিন ঘর থেকে বের হবার কথা চিন্তাই করতো না।

সে চুপচাপ জানালা দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে লাগলো। কিছুই করার নেই তার। এখন তো সবে সকাল–নিজেকে বোঝাল সে। বিকেল নাগাদ নিশ্চয়ই বৃষ্টি কমে আসবে।

সকালে মি. লিস্তের ক্লাসের সময়ও সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু বৃষ্টি কমার কোন লক্ষনই দেখা গেল না। দুপুরে খাবার সময় সে লক্ষ করলো বৃষ্টিটা একটু কমে আসতে শুরু করেছে। কিন্তু বিকেলে ভূগোল ক্লাসে সময় বৃষ্টি আবার বেড়ে গেল। তার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, কারণ মি. লিস্ত যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। বুট আর ভারি একটা রেইনকোট পরে সুযোগ বুঝে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল ব্রুনো।

কাদা মারিয়ে হেটে যেতে তার খুবই ভালো লাগছিল। দু-একবার পড়ে যেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে তাল সামনে নিলো সে। মাঝে মাঝে বুটজোড়া একদম আটকে যাচ্ছিল মাটিতে।

সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো সেটা এখনও কালো হয়ে আছে। আজকে মনে হয় আর বৃষ্টি হবে না–নিজেকেই বলল সে। সন্ধ্যায় অবশ্য তার কৈফিয়ত দিতে দিতে জান বের হয়ে যাবে এই নোংরা অবস্থার জন্যে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেটা তো হতেই পারে, তাই না? সে তো আর সবদিন এরকম অভিযানে বের হয় না।

তাদের সব জিনিসপত্র বাক্সে ভরে একটা ট্রাকে তোলা হয়েছে। আজকে রাতেই ওটা বার্লিনের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করবে।

ব্রুনো বেড়ার কাছে পৌছে দেখলো শুমেল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর গত এক বছরের মধ্যে এই প্রথম সে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"ব্রুনো!" বন্ধুকে আসতে দেখে হাত নাড়ল সে।

BanglaBook.org

"শুমেল!" ব্রুনোও পাল্টা হাত নেড়ে জবাব দিলো।

"আমি ভেবেছিলাম তোমার সাথে আর দেখাই হবে না এই বৃষ্টির কারণে," শুমেল বলল।

"আমিও ভয়ে ভয়েই ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি তো কমেই গেল," হেসে জবাব দিলো ব্রুনো।

শুমেল এই সময় তার দিকে কিছু একটা বাড়িয়ে ধরল। সেটা দেখে আরো খুশি হয়ে গেল সে। একটা ডোরাকাটা পাজামা, টুপি আর একটা জামা। বেশ নোংরা ওগুলো। কিন্তু সত্যিকারের অভিযাত্রিরা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

"তুমি কি এখনও বাবাকে খোঁজার জন্যে আমাকে সাহয্য করতে চাও?"

"অবশ্যই," ব্রুনো বলল। যদিও ওদিকে যাবার মূল লক্ষ্য তার এটা নয়।

শুমেল বেড়াটা মাটি থেকে উঁচু করে ধরে কাপড়গুলো অন্যপাশে চালান করে দিলো সাবধানে। ওগুলো হাতে নেয়ার পর ব্রুনোর মনে হলো তার একটা ব্যাগ নিয়ে আসা উচিত ছিল, নইলে তার নিজের জামাকাপড়গুলো মাটিতেই রাখতে হবে। আর সে যদি ওটা না করতে চায়, তাহলে পুরো পরিকল্পনাই বাতিল করে দিতে হবে–যেটার প্রশ্নই আসে না। কাপড়গুলো এখানে রেখে যাবে বলেই মনস্থির করলো সে।

"একটু ঘুরে দাঁড়াও তুমি," শুমেলকে অন্য দিক দেখিয়ে বলল ব্রুনো। "কাপড় বদলানোর সময় কেউ তাকিয়ে থাকলে আমার খুবই অস্বস্তি লাগে।"

শুমেল ঘুরে দাঁড়ালে ব্রুনো তার ওভারকোটটা খুলে খুব সাবধানে ভাঁজ করে নিচে রেখে দিলো। এরপর শার্টটা খুলে ফেললে ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা এসে লাগলো তার গায়ে। দ্রুত পাজামাটা হাতে নিলো। গন্ধটা সুবিধের লাগলো না ওর কাছে।

"এটা শেষ কবে ধোয়া হয়েছিল?" শুমেলকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"আমি জানি না ওটা আদৌ কখনও ধোয়া হয়েছে কিনা," ঘুরতে ঘুরতে বলল তার বন্ধু।

"ঘুরবে না!" ব্রুনো জোরে বলে উঠলে শুমেল তাড়াতাড়ি আবার অন্যদিকে তাকালো। অবশেষে ডানে-বামে দেখে ট্রাউজারটাও খুলে ফেলল সে। এরকম খোলা ময়দানে ট্রাউজার খুলে ফেলতে খুবই অস্বস্তি লাগছে তার। ব্যাপারটা বেশ কঠিনও লাগলো তার কাছে। কারণ তার অন্য হাতে পাজামাটা ধরা। অনেক কষ্টে অবশেষে পাজামাটা পরতে সক্ষম হলো সে।

"হয়েছে, এখন তাকাতে পারো তুমি," শুমেলকে বলল।

BanglaBook.org

শুমেল ঘুরে দেখলো ব্রুনো মাথায় টুপিটা পরে নিচ্ছে। অবাক হয়ে গেল সে। ব্রুনো যদি আরেকটু চিকন হতো আর তার চেহারা যদি আর কিছুটা ধূসর হতো তাহলে কেউ তাদের দু-জনকে আলাদা করতে পারতো না। (অন্তত শুমেলের এমনটাই মনে হতে লাগলো।)

"তুমি জানো আমার কার কথা মনে পড়ছে?" ব্রুনো বলল।

"কার?"

"দাদিমার। তোমার মনে আছে ওনার কথা? আমি বলেছিলাম তো তোমাকে।"

শুমেল মাথা নেড়ে সায় দিলো : ব্রুনোর দাদির কথা মনে না থাকার কোন কারনই নেই। গত এক বছরে ব্রুনো বহুবার তার কথা বলেছে। সে কিছুদিন পরপরই বলতো, তার দাদিকে আরো বেশি করে চিঠি লেখা উচিত।

"আমার নাটকগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে," ব্রুনো বলল। "আমি আর গ্রেটেল অভিনয় করতাম ওনার সাথে। সুন্দর সুন্দর কস্টিউম বানিয়ে দিতেন আমাকে। তিনি বলতেন, একটা সঠিক কস্টিউম নাকি একদম চরিত্রের গভীরে ঢুকে যেতে সাহায্য করে। আমি তো এখন বেড়ার ওপাশের একজনের বেশ ধারন করার চেষ্টাই করছি, তাই না?"

"মানে, একজনের ইহুদির বেশ?"

"হ্যা," ব্রুনো অস্বস্তির সাথেই বলল। "ঠিক বলেছো।"

শুমেল ব্রুনোর বুটজোড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ওগুলো তোমাকে এখানেই রেখে যেতে হবে।"

অবাক হয়ে গেল ব্রুনো। "আমি খালি পায়ে ওখানে কিভাবে যাবো?"

"ওভাবে না গেলে তোমাকে ওরা ধরে ফেলবে। এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।"

ব্রুনো ভেবে দেখলো তার বন্ধু ঠিক কথাই বলছে। সে বুটজোড়া খুলে তার কাপড়ের পাশে রেখে দিলো। প্রথম দিকে কাদা মাড়িয়ে যেতে খুব খারাপ লাগলেও একসময় মজা লাগতে শুরু করলো। গোড়ালি পর্যন্ত কাদায় ডুবে গেল তার।

শুমেল বেড়াটা উঁচু করে ধরল। কিন্তু ব্রুনো দেখলো কাজটা সে যতটা সহজ ভেবেছিল অতটা সহজ নয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হলো তাকে। পুরো শরীরে কাদা লেগে নোঙরা হয়ে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো সে। এর আগে কখনও এরকম ময়লা লাগেনি তার গায়ে।

BanglaBook.org

শুমেলও হেসে দিলো। তারা দু-জনেই এখন বেড়ার একই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন অন্যরকম লাগছে ব্যাপারটা।

ব্রুনোর মনে হচ্ছে একবারের জন্যে হলেও শুমেলকে জড়িয়ে ধরতে পারলে ভালো হতো। তাহলে সে বুঝতে পারতো সে তাকে আসলেই বন্ধু হিসেবে কতটা পছন্দ করে।

শুমেলেরও মনে হচ্ছে ব্রুনোকে একবারের জন্যে জড়িয়ে ধরতে পারলে ভালো হতো। তাহলে সে বুঝতো গত এক বছর ধরে তাকে মজার মজার খাবার খাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে শুমেল তার প্রতি কতোটা কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তারা কেউই সেটা করলো নাম, বরং ঘুরে হাটতে শুরু করলো ক্যাম্পের দিকে। এই পথ ধরেই শুমেল গত এক বছর ধরে প্রতিদিন হেটে হেটে আসতো সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। আউট-উইথের এদিকটায় পাহারা খুব দূর্বল, এ কারণেই ব্রুনোর মত একজন বন্ধু পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তার।

খুব বেশি সময় লাগলো না তাদের ওখানে পৌছাতে। কিন্তু ওখানে গিয়ে ব্রুনো যা দেখলো তাতে তার চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল প্রতিটি কুড়েঘরে একটা একটা সুখি পরিবার বসবাস করে, ঘরের বাইরে চেয়ার রাখা থাকে, সেখানে বসে তারা গল্প করে। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে বিভিন্ন খেলায় ব্যস্ত থাকে সব সময়।

সে ভেবেছিল, মাঝখানে হয়তো একটা দোকান থাকবে, ওটার আশেপাশে থাকবে দুতিনটা ক্যাফে, লোকজন সেখানে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে থাকবে। কিন্তু কোন কিছুই তার কল্পনার সাথে মিললো না।

কুড়ের বাইরে কেউ বসে নেই। ছোট ছেলেমেয়েরাও কোন ধরণের খেলাধূলায় ব্যস্ত নেই কোথাও। আর ক্যাফে তো দূরের কথা, একটা সব্জির স্টলও নেই।

বরং এখানে সেখানে কিছু ছন্নছাড়া মানুষ দলবেধে বসে আছে। তাদের সবার দৃষ্টি মাটির দিকে। একটা ব্যাপারে সবার মধ্যে মিল আছে–তারা সবাই একদম শুকনো, প্রায় হাড্ডিসার। আর সবার মাথা কামানো। এটা দেখে ব্রুনো নিশ্চিত হলো, এখানে আসলেই উকুনের উপদ্রব হয়েছিল একসময়।

এক কোণায় তিনজন সৈনিককে দেখতে পেল ব্রুনো। তারা বিশজন মানুষের একটা দলের দায়িত্বে আছে। হাড্ডিসার লোকগুলোকে চিৎকার করে কী যেন বলছে তারা। ওদের মধ্যে কয়েকজন মাটিতে শুয়ে আছে। সৈন্যগুলো বারবার তাদের উঠতে বললেও তারা ওভাবেই শুয়ে থাকলো। নড়াচড়ার শক্তিও নেই যেন।

BanglaBook.org

আরেক কোণায় কয়েকজন সৈনিক তাদের বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন যেকোন মুহূর্তে গুলি করতে প্রস্তুত তারা।

আসলে সে যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই দু-ধরণের মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ইউনিফর্ম পরা ফুর্তিবাজ সৈন্য আর রুগ্ন-হাড্ডিসার মানুষের দল। হাড্ডিসার মানুষগুলোর বেশিরভাগই শূন্যদৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েকজন কাঁদছে নিঃশব্দে।

"আমার জায়গাটা পছন্দ হচ্ছে না," ব্রুনো বলল কিছুক্ষণ পর।

"আমরও পছন্দ হচ্ছে না," একমত পোষণ করলো শুমেল।

"আমার মনে হয় বাসায় ফিরে যাওয়া উচিত," আস্তে করে বলল সে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল শুমেল, "তাহলে আমার বাবাকে খোঁজার কি হবে? তুমি বলেছো আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।"

ব্রুনো ভেবে দেখলো, সে আসলেও কথা দিয়েছে। আর সে এমন ছেলে নয় যে-কিনা তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তা-ও শেষবারের মত দেখা করতে এসে। "ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় খুঁজবো আমরা তাকে?"

"তুমি বলেছিলে, আমাদেরকে ক্লু খুঁজে বের করতে হবে," শুমেল মলিন সুরে বলল। সে ভাবছে, ব্রুনো যদি তাকে সাহায্য না করে তাহলে আর কে করবে?

"হ্যা, ক্লু," ব্রুনো বলল। "চলো তাহলে খোঁজা শুরু করি।"

কিন্তু এরপরে তারা তন্নতন্ন করে খুঁজেও শুমেলের বাবার সম্পর্কে কোন তথ্য জোগাড় করতে পারলো না। আসলে তারা জানতো না তারা কী খুঁজছে। কিন্তু ব্রুনো বারবার বলতে লাগলো একজন অভিযাত্রি দেখামাত্র 'সূত্র' চিনতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কিছুই পেল না তারা। ততক্ষনে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ব্রুনো আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো একবার। দেখে মনে হচ্ছে আবার বৃষ্টি হতে পারে। "আমি দুঃখিত, শুমেল," কিছুক্ষণ পর বলল সে। "আমি দুঃখিত, আমরা কিছু খুঁজে পেলাম না।"

শুমেল বিষন্নভাবে মাথা নাড়লো একবার। সে আসলে কিছু না পেয়ে অতটা অবাক হয়নি। এমনটা আশাও করেনি, তারা আসলেই কিছু খুঁজে পাবে। কিন্তু সে ব্রুনোকে তার থাকার জায়গা দেখাতে পেরে কিছুটা হলেও খুশি।

"আমার আসলেই বাসার দিকে রওনা দেয়া উচিত এখন," ব্রুনো বলল। "তুমি কি আমাকে বেড়া পর্যন্ত আগিয়ে দেবে?"

BanglaBook.org

শুমেল কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে আর ঠিক তখনই একটা বাঁশি বেজে উঠলো প্রচন্ড জোরে। দশজন সৈন্য ক্যাম্পের একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঘিরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। জায়গাটুকুর মধ্যে ব্রুনো আর শুমেলও আছে।

"কি হচ্ছে?" ব্রুনো আতংকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"এরকম হয় মাঝে মাঝে," ফিসফিসিয়ে বলল শুমেল। "এখানকার লোকেদের ওরা মাঝে মাঝে মার্চ করায়।"

"মার্চ!" ব্রুনো অবাক হয়ে বলল। "আমি তো এখন মার্চ করতে পারবো না। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে রাতের খাবারের আগেই। গরুর মাংস রান্না হচ্ছে আজকে।"

"শশশ!" শুমেল ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে বলল। "কথা বোলো না, তাহলে ওরা রেগে যাবে।"

ব্রুনো স্বস্তির সাথে খেয়াল করে দেখলো, তারা ক্যাম্পের যে অংশে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে আস্তে আস্তে অনেক মানুষ জড়ো হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেককেই সৈন্যরা ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে আসছে। সে আর শুমেল একদম মাঝখানে, সবার দৃষ্টির আড়ালে। সে বুঝলো না, সবাইকে দেখে এতটা আতঙ্কিত মনে হচ্ছে কেন। মার্চ করা তো আর কঠিন কোন ব্যাপার নয়। সে সবাইকে অভয় দেয়ার কথা ভাবলো–বাবা এখানকার কমান্ড্যান্ট। তিনি থাকতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

আবার বাঁশি বাজলে ওখানকার সবাই–প্রায় একশজনের মত হবে- মার্চ করা শুরু করলো একসাথে। ব্রুনো আর শুমেলও তাদের সাথে এগোতে লাগলো। অবশ্য তাদেরকে পা নাড়াতে হচ্ছে না তেমন একটা। এই সময়ের পেছনের দিক থেকে একটু হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে আসলো। ব্রুনো বুঝতে পারলো কয়েকজন লোক মার্চ করতে চাচ্ছে না। হঠাৎ করে বন্দুকের গুলির মত কয়েকটা আওয়াজ হলো। কিন্তু সে নিশ্চিত হতে পারলো না ওগুলো আসলেও গুলির আওয়াজ কিনা। কারণ এখানে তো গুলি চালানোর কোন দরকার নেই, তাই না?

"আমাদের কি অনেকক্ষন মার্চ করতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো ব্রুনো। একটু একটু ক্ষিদে পেয়েছে তার এখন।

"আমি ঠিক জানি না," শুমেল বলল। "যারা মার্চে যায় তাদেরকে অবশ্য কখনো ফিরতে দেখিনি আমি। তবে আমার মনে হয় না খুব বেশি সময় লাগবে।"

BanglaBook.org

ব্রুনো ভ্রু কুঁচকে আকাশের দিকে তাকালো। সাথে সাথে বিজলি চমকালো একবার। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগলো। চোখ বন্ধ করে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো সে। চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেই শুমেলের পাশে পাশে মার্চ করে সামনে যেতে লাগলো লোকগুলোর সাথে। তার পাজামা বৃষ্টির পানিতে ভিজে তার গায়ের সাথে লেপ্টে আছে, পায়ের নিচে থকথক করছে কাদা। সে ভাবতে লাগলো, এসব তো তার বাসার জানালা দিয়ে দেখার কথা। এসবের মধ্যে পড়ে যাওয়াটা একদমই উচিত হয়নি।

"যথেষ্ট হয়েছে," শুমেলকে বলল সে। "আরো ভিজলে আমার ঠান্ডা লেগে যাবে। আমাকে এখনই বাসায় যেতে হবে।"

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ামাত্র খেয়াল করলো একটা শক্ত জমিনের উপর উঠে গিয়েছে মার্চ করতে করতে। বৃষ্টিও থেমে গেছে, কারণ এমুহূর্তে তারা একটা ঘরের ভেতরে আছে। ঘরটা আশ্চর্যজনক রকম উষ্ণ আর এটা বানানোও হয়েছে খুব দক্ষতার সাথে, কারণ একফোঁটা বৃষ্টিও ভেতরে ঢুকছে না। আসলে কোথাও দিয়ে বাতাসও ঢুকছে না। কেমন যেন বদ্ধ বদ্ধ একটা পরিবেশ।

"যাক," সে বলল। "বৃষ্টি শেষ হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করা যাবে। এরপর বাড়ির উদ্দ্যেশ্যে রওনা হবো আমি।"

শুমেল ব্রুনোর কাছে এগিয়ে এসে তার হাতটা শক্ত করে ধরল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে অনেক ভয় পেয়েছে।

"আমি দুঃখিত, আমরা তোমার বাবাকে খুঁজে পেলাম না।"

"থাক ও কথা," আস্তে করে বলল শুমেল।

"আমি আরো দুঃখিত, আমরা একসাথে খেলতেও পারলাম না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তুমি যখন বার্লিনে আসবে তখন আমরা অনেক খেলাধূলা করবো। তোমাকে পরিচয় করিয়ে দেবো...ধুর, ভুলে গেলাম ওদের নামগুলো," নিজের তিন বেস্টফ্রেন্ডের নাম ভুলে যাওয়ার কারণে নিজের উপরে খুব বিরক্ত হলো সে। তাদের চেহারাও মনে করতে পারছে না এখন।

"আসলে পরিচয় না করালেও কোন সমস্যা হবে না," শুমেলের দিকে তাকিয়ে বলল সে। "ওরা তো আর আমার বেস্টফ্রেন্ড না এখন," এই বলে শুমেলের হাতে মৃদু একটা চাপ দিলো, যা আগে কখনও করেনি। "তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, শুমেল।"

শুমেল কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুললেও সে শুনতে পারলো না। কারণ ঐ মুহূর্তেই ঘরের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের

BanglaBook.org

লোকজনদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। একটা ধাতব আওয়াজ ভেসে আসলো কোত্থেকে যেন।

ব্রুনো ভাবল, সবাইকে ঠান্ডা আর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এমনটা করা হচ্ছে। সে শক্ত করে শুমেলের হাতটা ধরে থাকলো। হিসহিস করে কীসের যেন শব্দ হচ্ছে এখন। অদ্ভুত একটা গন্ধ এসে লাগলো ওর নাকে। আর হঠাৎ করেই ভেতরের হট্টগোল বেড়ে গেল বহুগুণে।

কিন্তু এতসব কিছু ঘটে যাওয়ার পরও শুমেলের হাতটা কিছুতেই ছাড়ল না ও। কোন কিছুর বিনিময়ে ছাড়বেও না।

সবকিছু যখন অন্ধকার হয়ে আসছিল তখনও শুমেলের হাতটা শক্ত করে ওর মুঠোয় বন্দি।

প্রিয় বন্ধুর হাত কেউ কি কখনও ছাড়ে?

BanglaBook.org

শেষ অধ্যায়

এরপরে আর কোনদিন ব্রুনোর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কয়েকদিন পর সৈন্যরা আশেপাশের সব গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেলল একটা ছোট্ট ছেলের ছবি হাতে নিয়ে। তাদের মধ্যে একজন বেড়ার কাছে ব্রুনোর রেখে যাওয়া কাপড় চোপড় খুঁজে পেলেও ওগুলো ধরল না, বরং কমান্ড্যান্টকে সেখানে ডেকে নিয়ে আসল। কমান্ড্যান্ট কাপড়গুলো দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনিও তার ছেলের মতই ডানে-বামে একবার নজর বুলালেন। কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকলো না তার। ব্রুনো যেন উধাও হয়ে গিয়েছে এই দুনিয়া থেকে, আর পেছনে রেখে গিয়েছে জামাকাপড়গুলো।

মা-রও অত তাড়াতাড়ি বার্লিনে ফেরা হলো না। তিনি আরো কয়েকমাস আউট-উইথে থাকলেন এই আশায়, ব্রুনোর হয়ত কোন খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। হঠাৎ করে তার একদিন মনে হলো, তার ছেলে হয়তো হাটতে হাটতে একা একাই বার্লিন চলে গিয়েছে। পরদিনই সেখানে পুরনো বাসাটায় ফিরে গেলেন তিনি। ভেবেছিলেন, ব্রুনো হয়ত দরজার সামনে বসে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ওখানে কেউ ছিল না, কারো থাকার কথাও নয়।

গ্রেটেলও তার মা'র সাথে বার্লিনে ফিরে গেল। নিজের ঘরে বসে বসে সারাদিন কাঁদত সে। এই কারণে নয় যে, তার পুতুলগুলো সব হারিয়ে গিয়েছে। বরং ব্রুনোর কথা প্রচন্ডরকম মনে পড়ে তার।

বাবা আরো এক বছর আউট-উইথে থাকলেন। সেখানকার সৈন্যদের মধ্যে বদমেজাজি হিসেবে নাম ছড়িয়ে পড়ল তার। সারাক্ষন নির্দয়ভাবে তাদের খাটিয়ে মারতেন তিনি। প্রতিদিন রাতে তিনি ঘুমুতে যেতেন ব্রুনোর কথা ভেবে ভেবে। আর সকালে ঘুমও ভাঙতো ব্রুনোর চিন্তায়। একদিন তিনি ঠাণ্ডামাথায় ভাবতে লাগলেন, কি ঘটেছিল আসলে। এক বছর আগে যেখানে কাপড়চোপড়গুলো পাওয়া গিয়েছিল সেখানে ফিরে গেলেন তিনি।

তেমন একটা বিশেষত্ব নেই জায়গাটার, কিন্তু আরো কিছুক্ষণ খুটিয়ে খুটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করার পর তিনি দেখলেন, একটা পিলার কিছুটা আলগা

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

হয়ে আছে সেখানে। সেখানকার বেড়াটা উঁচু করলে ব্রুনোর বয়সি একটা ছেলের পক্ষে ওপারে চলে যাওয়া সম্ভব হামাগুড়ি দিয়ে। বেড়ার ওপাশে কি আছে আর সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল এটা বুঝতে তেমন একটা বেগ পেতে হলো না তারপর। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না তিনি, ওখানেই হাঁটুগেড়ে বসে পড়লেন। ঠিক এই জায়গাটাতেই তার ছেলে প্রায় একবছর প্রতি বিকেলে পা ভাঁজ করে বসে বসে গল্প করতো তার প্রিয় বন্ধুর সাথে।

কয়েকমাস পরে একদল সৈন্য তার বদলির আদেশ নিয়ে আসলে তিনি কোন উচ্চবাচ্য না করে তাদের সাথে চলে গেলেন। এখন যাই ঘটুক না কেন তার সাথে কিছুই আর পরোয়া করেন না তিনি।

এই ছিল ব্রুনো আর তার পরিবারের গল্প। এসব অনেক বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু এরকম কোন কিছু আর কখনও ঘটবে না।

অন্তত এই যুগে।

...